Banglapdf.net

ওয়েস্টার্ন

দাঙ্গা

মাসুদ আনোয়ার

সবা প্রকাশনা

ANIK

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

দাঙ্গা

মাসুদ আনোয়ার

ভবঘুরে জীবনের অবসান ঘটিয়ে ইয়াম্পার তীরে সবেমাত্র একটু গুছিয়ে বসেছে শেন অস্টিন। গাধার মত খাটছে রাত-দিন ভবিষ্যতে সুখের আশায়। — সময় কাছের রিজার্ভেশন ছেড়ে বেরিয়ে এল উতেরা। তাদের এজেন্ট ন্যাট স্লিকারকে খুন করে। হত্যা আর লুটতরাজ চালাচ্ছে পুরো ইয়াম্পা এলাকা জুড়ে।

উতেদের ভয়ে পালাচ্ছে সবাই বাড়িঘর ছেড়ে। কিন্তু শেন জানে, একবার পালালে আর ফিরে আসা যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল ও, পাশে পেল ফ্লোরা ওয়াল আর জুলি হাইটকে। তারাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে থেকে যাবে বলে। এদিকে নোশুয়ার নেতৃত্বে ধেয়ে আসছে উতের দল।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

দাঙ্গা

মাসুদ আনোয়ার

Scanned & Edited By:

Sohag Paul Suvo

Group:

https://www.facebook.com/groups/ BanglaPDF.net

Website

http://www.banglapdf.net/

http://www.shopneel.tk

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুশ্চক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহ্দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্নয় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

উৎসর্গ:

'বাঁধন' কেটে অনন্তের পথে
'নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী'
কাজি মাহবুব হোসেন
এ জীবনে যাঁকে খুব দেখার ইচ্ছে ছিল...

A
Banglapdf.net
shopneel.tk
Presents

এক

সেপ্টেম্বরের সকাল। বাতাসে ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাব। শীত আসতে আর দেরী নেই।

খড়ের শেষ আঁটিটা ওয়্যাগনের ওপর ছুঁড়ে দিল শেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পুবদিকে কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের মাথায় লটকে থাকা হালকা জমাট মেঘ, সে দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। স্বস্তির নিঃশ্বাস।

এই কয়টা মাস ভূতের মত খেটেছে ও। ঘাস কাটা, রোদে শুকানো, বৃষ্টির হাত থেকে সেগুলো রক্ষা করা—প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে করেছে। এখন সব খড় বার্নে নিয়ে তুলতে পারলেই ওর ছুটি। আজ শেষ ওয়্যাগনটা বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে।

পিচফর্কটা খড়ের বোঝার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ওয়্যাগন সীটে উঠতে গিয়ে জমে গেল শেন। দূরে একটা লোককে দেখল প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ওর দিকেই। ঘোড়ার গতি দেখে মনে হচ্ছে খোদ শয়তানই তাড়া করেছে ওকে। তাই জান নিয়ে ভাগছে।

ইয়াম্পা নদীর ভাটির দিক থেকে আসছে লোকটা। ওর কাছ থেকে এখনও অনেকটা দূরে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, লোকটা কে। তবে যে-ই হোক, বেড়াতে আসছে না লোকটা। কোথাও কিছু একটা সমস্যা হয়েছে ওর। তাই সাহায্যের আশায় ছুটে আসছে জান কবুল করে।

কাঁধ ঝাঁকাল ও, ওয়্যাগন সীটে উঠে বসল। কী হয়েছে,

অতদূর থেকে অনুমান করার দরকার নেই। লোকটা আগে কাছে আসুক। ওর মুখেই শোনা যাবে সমস্যাটা কী?

এবড়োখেবড়ো পথ ধরে এগিয়ে চলল ওয়্যাগন। ইয়াম্পার পুব তীর ঘেঁষে চলে যাওয়া রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ওর পেছনে ধুলোর মেঘ। কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের দিক থেকে আসা মৃদু বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। আচমকা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ও। উতে ইন্ডিয়ানরা কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেমে পড়েছে? মেরুদণ্ড বেয়ে নামা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত অনুভব করল সে। রিজার্ভেশন এখান থেকে মাইল কয়েক মাত্র দূরে। ও এখানে ক্লেইম ফাইল করার পর পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে অবাক হতে দেখেছে। সবাই একবাক্যে বলেছে, কাজটা যমের দুয়ারে অতিথি হবার মত।

হোয়াইট রিভার উতেরা এমনিতে রিজার্ভেশন ছেড়ে পালানোয় ওস্তাদ। অবাধ শিকারী জীবনই ওদের পছন্দ। রিজার্ভেশনের প্রায়-বন্দী জীবনের প্রতি রয়েছে সুস্পষ্ট বিরাগ। এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে রিজার্ভেশনে তাদের এজেন্ট ন্যাট স্লিকারের প্রতি ঘৃণা। স্লিকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের অন্ত নেই। উৎসাহীদের কেউ কেউ এমনকী ডেনভার সিটি পর্যন্ত গেছে গভর্নরকে জানাতে। তবে তাতে কোনও ফল হয়নি। স্লিকার এখনও বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে রিজার্ভেশনে।

উতেরা শিকারী, তবে যুদ্ধবাজ নয়। সে ব্যাপারে চালু সিউ, অ্যাপাচি আর কোমাঞ্চেরা। ইয়াম্পা নদীর ভাটিতে মুদি দোকানদার রিক পল থেকে শুরু করে উজানে শেনের সবচে' কাছাকাছি দক্ষিণের প্রতিবেশী জুলি হাইট পর্যন্ত বিশ্বাস করে উতেদের সাথে সম্পর্ক যতই খারাপ হোক, শেষ পর্যন্ত কথাবার্তার মাধ্যমে একটা সমাধানের পথ খোলা থাকে।

পেছনে তাকাল শেন। ভয় পাচ্ছে। অশ্বারোহী এখন অনেকটা কাছে ঢলে এসেছে। ঘর থেকে বেরোবার সময় কখনও

উইনচেস্টারটা সঙ্গে নিতে ভোলে না ও। কিন্তু আজ ওটা ছাড়াই বেরিয়েছে। আফসোসে নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে হচ্ছে এখন। রাইফেলটা সাথে থাকলে কিছুটা ভরসা পাওয়া যেত। আরোহী যদি উতেদের তাড়া খেয়ে আসে, তা হলে ওরা ওর পেছনেই আছে। যে কোনও মুহূর্তে দেখা যাবে ওদের। আতঙ্কিত বোধ করছে শেন। ওয়্যাগন নিয়ে ও নিজের ঘরে পৌঁছার আগেই যদি ওরা এসে পড়ে, তা হলে নির্ঘাত মারা পড়বে ওদের হাতে। মরার আগে একটা গুলি ছোঁড়ার সুযোগও পাবে না।

একটা বাঁক ঘুরে বার্নের দিকে যে-রাস্তাটা গেছে, সেটায় গিয়ে পড়ল ওয়্যাগন। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল। ছুটে আসা অশ্বারোহী পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। না, কেউ তাড়া করে আসছে না লোকটাকে। অন্তত ওর পেছনে যদ্দূর চোখ যায়, কোন মানুষের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। নদীর উজানে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত ধুলো ওড়ার আভাসও নেই।

করালের কাছে পৌঁছে ওয়্যাগন থেকে নামল ও। ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে উইনচেস্টারটা নিয়ে বেরিয়ে এল। ওর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঈশ্বর জানেন, ইন্ডিয়ান ওয়ার শুরু হতে যাচ্ছে কিনা। উতেরা রিজার্ভেশন থেকে বেরিয়ে এলে বেপরোয়া হয়ে উঠবে। ইয়াম্পার দু'ধারে যতগুলো র‍্যাঞ্চ বা খামার বাড়ি আছে, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ব্যাপারটা ভাবতেই অসুস্থ বোধ করছে শেন। প্রত্যেকটি র‍্যাঞ্চ গড়ে উঠেছে একদল খেটে খাওয়া মানুষের অমানুষিক শ্রমে আর ঘামে।

মাত্র দু'বছর হলো ও এখানে এসেছে। সবেমাত্র থিতু হয়ে বসতে শুরু করেছে। ঘর বানিয়েছে, ঘরের সামনে নদীতীর পর্যন্ত বিরাট এলাকা উইলোর ঝাড় কেটে পরিষ্কার করেছে। আগাছা সাফ করে ঘাসের জমি বের করেছে। ঘাস কেটে শুকিয়ে শীতের জন্যে খড়ের বন্দোবস্ত করেছে। ঝরনার কাছে প্রচুর কটনউড

থাকা সত্ত্বেও ঘর তৈরির জন্যে দূরের পাহাড় থেকে পাইনের গুঁড়ি কেটে এনেছে। মোট কথা, নিজের থাকার জায়গাটা সুরক্ষিত করার জন্যে ভূতের মত খেটেছে ও। এটাই তার ঘর, তার বাসস্থান। এর প্রতিটি খুঁটি আর তক্তার সাথে ওর মমতা আর ঘাম মিশে আছে।

উইনচেস্টারটা করালের দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রেখেছে শেন। ওয়্যাগন থেকে ঘোড়াগুলো খুলে নিয়ে করালে ঢোকাল। কাঁধ থেকে হারনেস খুলে নিয়ে দেয়ালের গায়ে আটকে রাখল। অন্যান্য দিনের মত কাজটা আজ ও উপভোগ করতে পারছে না। ওর মনে ভয় ধরে গেছে, হতাশা বোধ করছে। এসব কিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

করাল থেকে যখন বাইরে বেরোল, তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে শেন। ও এখানে থাকতে এসেছে, চলে যাবার জন্যে নয়। কিছুতেই এখান থেকে যাবে না সে।

অশ্বারোহী ততক্ষণে চলে এসেছে। ওয়্যাগনের পাশে ঘোড়া থামাল। লোকটাকে চিনতে পারল শেন। র‍্যাঞ্চার। নাম কিথ স্ট্যাবো। হেডেন স্যাটলমেন্ট আর পলের দোকানের মাঝামাঝিতে ওর র‍্যাঞ্চ।

'পালাও!' স্যাডল থেকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে নামল স্ট্যাবো। 'সময় থাকতে পালাও। উতেরা আসছে। খেপেছে। ওরা খুন করেছে ওদের এজেন্ট ন্যাট স্লিকারকে। এজেন্সি অফিসে আর যারা ছিল, তাদেরও। যে-সেনাদলটা রিজার্ভেশনে ছিল, তাদের প্রধান মেজর থর্নবার্গকে গুলি করেছে। মারা গেছে থর্নবার্গ। ওর সাথের আরও অনেকে। বাকি যারা পালাচ্ছিল, তাদের ঘিরে রেখেছে রিম ক্রিকের পথে। সমানে গুলি চালাচ্ছে...'

র‍্যাঞ্চারকে স্থির দৃষ্টিতে দেখল শেন। আতঙ্কের সাথে অনুভব করল, ও যা ভেবেছে, অবস্থা তারচে' অনেক বেশি খারাপ। কিথ স্ট্যাবো হাঁফাচ্ছে। ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছেছে ও। ঘোড়াটাও।

তার কারণ আছে বটে। ওর র‍্যাঞ্চ থেকে এখান পর্যন্ত অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। স্বাভাবিক গতিতে আসলে অতটা ক্লান্ত হত না। বোঝাই যাচ্ছে, নিজের এবং বাহনের পুরো শক্তি ব্যয় করেছে কিথ ছোটার পেছনে। প্রচণ্ড ভয় না-পেলে এমন করত না।

কিন্তু ওর কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চাইছে না শেনের, যদিও জানে মিথ্যে বলার কোনও কারণ নেই লোকটার। উতেরা তাদের এজেন্টকে ঘৃণা করে, তাই ওকে খুন করে ফেলাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রিজার্ভেশনে যে-সেনাদল আছে, তাদের অনেকেই ওদের হাতে নিহত হয়েছে, এমনকী স্বয়ং অফিসারও, এটাই আশ্চর্যের।

ঘেমে গোসল হয়ে যাওয়া ঘোড়াটাকে ট্রাফের কাছে নিয়ে গেল কিথ, পানি খেতে দিল। ওর পেছন পেছন গেল শেন। জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে শুনেছ তুমি এ-খবর, বলো তো?'

'তোমার ধারণা, খবরটা আমি বানিয়ে বলেছি?' রেগে গেল স্ট্যাবো। 'বানানো খবরটা তোমাদের শোনানোর জন্যেই কি নিজের এবং ঘোড়ার জান মাটি করে এতদূর ছুটে এসেছি? তুমি...'

'উঁহুঁ,' ওকে শান্ত করার প্রয়াস পেল শেন। 'আমি আসলে জানতে চাচ্ছি, খবরটা কোথায়, কার কাছে শুনেছ? তার আগে অবশ্যই তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খবরটা আনার জন্যে।'

নিজের চিবুকের কাছে একটা জায়গায় আঙুল রাখল কিথ। লাল হয়ে আছে জায়গাটা। 'এখান থেকে মাইল দুই-তিনেক দূরে ওরা গুলি করেছিল আমাকে। আর ইঞ্চিখানেক ওপর দিয়ে গেলেই...' কাঁধ ঝাঁকাল। মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিল। ওটার ওপরের দিকে একটা গর্ত। একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল গর্তের ভেতর। 'আর এটা।' টুপিটা মাথায় চড়াল আবার। 'নিশ্চয় ভাবছ না এগুলোও কারও কাছ থেকে শোনা গালগল্পের অংশ বিশেষ?'

'না,' স্বীকার করল শেন। 'তা ভাবছি না। তবে আমি জানতে চাইছি, রিজার্ভেশনের খবরটা তুমি ঠিক কার কাছে শুনেছ?'

কিথের মুখে হপ্তাখানেকের না-কামানো দাড়ি। ধুলোবালিতে ধূসর ছোপ ধরেছে। নিচু হয়ে ট্রাফের পানিতে মুখ ধুলো সে। ঘরের পেছন থেকে যে-পাইপে পানি এসে ট্রাফে জমছে, সে পাইপে মুখ দিয়ে পানি খেল বুভুক্ষুর মত। তারপর সোজা হয়ে দু'হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। 'কেন স্যান্ডম পথ দেখিয়ে আনছিল থর্নবার্গকে। কিন্তু উতেদের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি তারা। আমি কিংবা বুড়ো জিম হলে...' থেমে মাথা নাড়ল স্ট্যাবো। 'এখন আর কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যা ঘটার তা ঘটে গেছে। যা হোক কেন স্যান্ডম আর জন গর্ডন, সাথে গুটি কয়েক সৈন্য উতেদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে গত রাতে। ওদের সাথে দেখা হয়েছে আমার। পুরো ঘটনা জানিয়েছে ওরাই। কেন সাহায্যের আশায় রলিংয়ের কাছে যাচ্ছে, গর্ডন যাচ্ছে অন্যান্য সেটলারকে সতর্ক করতে। আমি ওদের বলেছি, টুয়েন্টি মাইল পার্কে তোমরা যারা আছ, তাদের আমি খবর দেব। পথে প্রায় মরতে মরতে বেঁচে এসেছি। এখন তুমি কি আমার সাথে যাবে?'

'না,' মাথা নাড়ল শেন। 'আমি থাকছি। উতেরা যদি আমার গা থেকে একটা পশমও ছিঁড়ে নিতে চায়, তার জন্যে মূল্য দিতে হবে তাদের।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, শেন?' অবাক চোখে চাইল স্ট্যাবো। 'একদল খ্যাপাটে উতের সামনে তুমি এক সেকেন্ডও টিকতে পারবে না। সেটলাররা কেউ কেউ স্টিমবোট স্প্রিংসে, আর কেউ কেউ হেডেলে চলে গেছে। ওরা ওখানে নিরাপদ থাকবে। তোমার আর তোমার প্রতিবেশীদের জন্যে সবচে' নিরাপদ হবে মিডল পার্ক। সেখান থেকে সময় বুঝে গোর পাস...'

'আমার মাত্র দুজন প্রতিবেশী,' ওকে বাধা দিয়ে বলল শেন।

'একজন ব্রেড ওয়াল, মেয়েকে নিয়ে নদীর ওপাড়ে থাকে; আরেকজন জুলি হাইট। একমাত্র নাতি টনি ছাড়া আর কেউ নেই। এখান থেকে মাইলখানেক উজানে থাকে। তুমি ওর বাসার পাশ দিয়ে যাবার সময় খবরটা দিও ওকে। আমি যাচ্ছি ব্রেডের ওখানে।'

নদীর ভাটিতে যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে চাইল কিথ। যেন ভয় পাচ্ছে, যে উতেদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে, ওদের দেখতে পাবে ওখানে যে কোন মুহূর্তে। তবে ওদিকে কাউকে দেখতে না-পেয়ে চোখ ফেরাল আবার। 'অস্টিন, পালাও। এক্ষুণি। সময় থাকতে। নইলে বাঁচতে পারবে না। মিডল পার্কে চলে গেলে ওখানে নিরাপদ থাকতে পারবে।'

লোকটা আতঙ্কে বেদিশা হয়ে পড়েছে, ভাবল শেন। এখন যা বলছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও মুখ দিয়ে তা বের হত না। তবে সে জন্যে ওকে দোষ দিতে পারছে না ও। লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে, আরেকটুর জন্যে মারা যায়নি। তবু একদল সৈন্যকে অ্যামবুশ করে মেরে ফেলা আর সেটলারদের ওপর হামলা করা এক কথা নয়। সেটলাররা উতেদের কোনও ক্ষতি করেনি। ওরা রিজার্ভেশনের বাইরে। 'না।' মাথা নাড়ল ও। 'সাবধান করতে এসেছ বলে ধন্যবাদ। তবে আমি যাচ্ছি না মিডল পার্কে। আমার ঘর শক্ত কাঠের তৈরি। সহজে আগুন ধরবে না। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, বৃষ্টি নামবেও। আমি বরং ব্রেড ওয়াল আর তার মেয়েকে নিয়ে আসব এখানে। তুমি জুলি হাইট আর তার নাতিকে এখানে চলে আসতে বোলো। আমার মনে হয় কষ্ট করে অতদূর যাওয়ার চেয়ে এখানে নিরাপদে থাকবে ওরা।'

'ধ্যাৎ, জাহান্নামে যাও তুমি!' অভিশাপ দিল ওকে স্ট্যাবো। হতাশ বোধ করছে লোকটার গোয়ার্তুমি দেখে। 'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল। 'তুমি যদি এখানে মরতে চাও, সেটা তোমার ব্যাপার। তবে তোমার জীবনের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই এখানে।'

'সেটা নির্ভর করছে ব্যাপারটাকে তুমি কীভাবে দেখছ তার ওপর। রক্ত এবং ঘাম ঝরিয়ে এ-র‍্যাঞ্চ আমি গড়ে তুলেছি, কিথ। এর দাম আমি বুঝি। আগামী দশ বছরের মধ্যে আমি এর চেহারা পাল্টে ফেলব। এখন আমার এ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তখন আমি রীতিমত ধনী বনে যাব। আমি যদি এটা ফেলে চলে যাই, ওরা এসে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে তখন। কিন্তু সেটা আর পারব না।'

কেবিনের দিকে তাকাল শেন। শক্ত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয়েছে ওটার দেয়াল। নিখুঁতভাবে খাপ খাইয়ে দেয়া হয়েছে কোণাগুলো। দরজা-জানালা যত্নের সাথে শক্তভাবে আঁটানো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে দেয়ালে নিপুণভাবে কাদামাটি লেপা হয়েছে ফাঁকফোকর বন্ধ করার জন্য। ফলে শীতের দিনে বাইরে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বইলেও ভেতরটা গরম থাকবে আর গরমের দিনে থাকবে ঠাণ্ডা।

মাথা নাড়ল শেন। বছরের পর বছর ভবঘুরের মত ঘুরেছে ও। এক চাকরি ছেড়ে আরেকটা চাকরি ধরেছে কিন্তু মন বসেনি কোথাও। উদ্বাস্তুর জীবন কাটিয়েছে। এরপর ঘুরতে ঘুরতে গোর পাস পেরিয়ে এখানে এসেছে। জায়গাটা দেখেই ভাল লেগে যায় ওর। মনে হয়, পছন্দের জায়গাটা যেন এতদিনে খুঁজে পেয়েছে। তারপর তো এই ঘর আর এই র‍্যাঞ্চ।

কিথ স্ট্যাবোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল আবার। 'না, কিথ, এ রকম আর পাব না। আমাকে জাহান্নামে যেতে বলো আর স্বর্গে যেতে বলো, এ-জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছে আমার নেই। কপালে যা-ই থাক, আমি এখানেই থাকছি। আর এখন আমি জানি, কী ঘটতে চলেছে, সুতরাং ওদের জন্যে তৈরি থাকব।'

'থাকো তুমি!' ঘোঁৎ করে উঠল স্ট্যাবো। লোকটার গোয়ার্তুমি অসহ্য লাগছে ওর। 'তবে এই বেজন্মাগুলো সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি জান না। পলের দোকানে ওদের আসা-যাওয়া করতে

দেখেছি। জ্যাক, কলোরো, সারউইকসহ আরও অনেককে। ওরা স্লিকারকে নিয়ে কথা বলত। স্লিকার যদি আরও সৈন্য আনাতে চায়, তা হলে কী করবে, তা নিয়ে পরামর্শ করত। স্লিকার ওদের হুমকি দিয়েছিল। বলেছিল, ওরা যদি ঠিকমত না চলে, তা হলে গ্রেফতার করে ইন্ডিয়ানা টেরিটরি কিংবা ফ্লোরিডায় পাঠিয়ে দেবে। জ্যাক চমৎকার ইংরেজি বলে। স্লিকার কী নিয়ে কথা বলে বুঝতে পারত ও। বলেছিল, ও এখানে লড়াই করে নিজের জায়গায় মরবে, কিন্তু গ্রেফতার হবে না।'

'আমি ওর দোষ দিচ্ছি না,' শেন বলল। 'আমি নিজে উতে হলেও ঠিক এরকমই বলতাম।'

'তোমার মন নরম।' হাসল স্ট্যাবো। 'কিন্তু আমি চাই, কেন স্যান্ডম প্রচুর সৈন্য নিয়ে আসুক। তারপর একটা একটা করে বেজন্মাদের সবগুলোকে খুন করুক।'

'ওর উচিত বরং পলকে ধরা। ও যদি ব্যবসার নামে ওদের হাতে অস্ত্র তুলে না-দিত, গুলি-গোলা না-বেচত, তা হলে পরিস্থিতি আজ এরকম হত না। স্লিকার ওকে নিষেধও করেছিল।'

আবার উপত্যকার দিকে চাইল স্ট্যাবো। নদীর ওপারের গাছ-পালার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ল। 'ওই ব্যাটাকে আমিও পছন্দ করি না। সেটলাররা যদি এখন ওর গলা কেটে না নেয়, অবাক হব আমি।'

'স্লিকারের খুন হওয়ার কথা স্যান্ডম কিংবা গর্ডন জানল কী করে? সৈন্যরা যদি পথেই আক্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে তো ওরা এজেন্সিতে পৌঁছাতে পারেনি।'

'স্যান্ডম অবশ্য ওর লাশ দেখেনি,' স্বীকার করল স্ট্যাবো। তবে ইনজুনরা ওকে দু'চোখে দেখতে পারত না। তুমি কি মনে করো, যারা পথে সৈন্যদের ওপর হামলা চালিয়ে ওদের খুন করেছে, তারা ওকে আস্ত রেখেছে? এজেন্সিতে তিনজন মহিলা আর দুটি শিশু ছিল। ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, যদি জানতে, তা

হলে জীবনে কখনও আর ওই লাল মুখোদের জন্য তোমার মায়া লাগত না। ওরা এই মুহূর্তে তোমার বন্ধু, পরমুহূর্তে তোমাকে খুন করতে দ্বিধা করবে না। জানোয়ারের চেয়ে খারাপ ওরা।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল স্ট্যাবো। ওর চলার পথে তাকিয়ে আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল শেন। তারপর করালে গিয়ে ঢুকল। নিজের প্রিয় বাহন কালো গেল্ডিংটার পিঠে সাজ পরাল। স্লিকারের খুন হওয়ার ব্যাপারে স্ট্যাবোকে প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি, বুঝতে পারছে ও। নিজেও জানে, এজেন্টকে কীরকম ঘৃণাই না করে উতেরা।

বার কয়েক ওর র‍্যাঞ্চে এসেছে উতে চীফ জ্যাক এবং সারউইক। ওদের আদর আপ্যায়ন করে খাইয়েছে শেন। ওরা ওকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছে। আবার ব্রেড ওয়ালকে ওরা শত্রু মনে করে। ওয়াল ওদের খেতে তো দেয়ইনি, উপরন্তু শটগান হাতে নিজের কেবিনের ত্রিসীমানা থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। শেনকেও বকাবকি করেছে বুড়ো উতেদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় বলে। ব্যঙ্গ করে বলেছে, *নরম*। একই বিশেষণ মিনিট দুয়েক আগে স্ট্যাবোও দিয়ে গেছে ওকে।

তিক্ততায় ভরে উঠল ওর মন। উইনচেস্টার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ল, নদীর দিকে ছোটাল ওটাকে। ও *নরম* নয়, মোটেই দুর্বল নয়। দৃঢ়তার কোনও অভাব নেই ওর মধ্যে। ঠাণ্ডা বাতাসে আস্তে আস্তে রাগ পড়ে এল ওর। মনে মনে হাসল। ধ্যাৎ, তাতে কী আসে যায়? ও ওর স্বভাবমত ব্যবহার করে ইন্ডিয়ানদের সাথে। এতে নরম-শক্তের প্রশ্ন আসছে কেন? আসল কথা হলো, একটা বুনো জন্তুর ওপরও তো মানুষের মায়া থাকে। আর ইন্ডিয়ানরা তো মানুষ। ন্যাট স্লিকার ওদের গরু-ছাগলের মত পোষ মানাতে চেয়েছে এতদিন ধরে। ভুল করেছে সে—এবং ভুলের মাশুলটা নিজের জীবন দিয়েই দিয়েছে।

নদী পেরিয়ে উজানে ব্রেড ওয়ালের কেবিনের উদ্দেশে ঘোড়া

ছোটাল শেন। ওর ধারণা, যে কোন শ্বেতাঙ্গের চেয়ে বেশি চেনে ও উতেদের। কারণ কিশোর আর তরুণ বয়সটা উতেদের মতই উদ্বাস্তু আর লক্ষ্যহীনভাবে কাটাতে হয়েছে ওকে। কখনও সখনও আইনের সীমানাও লঙ্ঘন করেছে। এ-সময় কেউ যদি ওকে জোর করে থামাতে চাইত, কিংবা ওর স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা করত, তা হলে সেও হয়তো উতেদের মত খুনি আর দাঙ্গাবাজে পরিণত হত।

জীবনের ছাব্বিশটা বছর পেছনে ফেলে এসেছে শেন। এখন তার বয়স সাতাশ। বুদ্ধি হবার পর থেকেও নেহাত কম সময় নয়। এই দীর্ঘ সময়টা ওর মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন আনেনি। কেটে গেছে একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীনভাবে। কোনও বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ইয়াম্পা পাড়ের এ-জায়গায় এসে হঠাৎ একটা পরিবর্তন টের পেয়েছে ও নিজের মধ্যে। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা স্বপ্নের রূপরেখা। ওই রূপরেখাকে বাস্তবায়ন করার কাজেই এখন অষ্টপ্রহর কাটছে ওর। ভোরে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাবার আগ পর্যন্ত যেন স্বপ্নের ঘোরেই চলছে সে।

মাঝে মাঝে অবাকও বোধ করে শেন। ইয়াম্পা নদীর পাড়ের এ-জায়গায় সে আর কখনও আসেনি। সুতরাং জায়গাটা দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না। কিন্তু জায়গাটা দেখা মাত্র ওর মনে হলো, ওর পরিচিত। যেন আগেও থেকে গেছে এখানে। তাতেই হঠাৎ পরিবর্তনটা টের পায় নিজের ভেতর। মনে হলো, এটাই ওর বাড়ি, এখানেই ওর ঘর।

ইয়াম্পার এদিকটায় ও-ই প্রথম সেটলার। আশেপাশে প্রতিবেশী কেউ ছিল না। পরে বিধবা জুলি হাইট আসে তার নাতিকে নিয়ে। প্রথম প্রথম ভাল লাগেনি ওদের। অহেতুক উপদ্রব মনে হয়েছে। সে চেয়েছে একটু নিরিবিলিতে নিজের মত করে থাকতে। পরে অবশ্য ধারণা পাল্টে গেছে। জুলি হাইটের

সাথে আলাপ হতেই মহিলাকে পছন্দ হয়ে যায় তার। হাসিখুশি ধরনের সোজা সাপ্টা মহিলা। ওর নাতির মায়াকাড়া চেহারাটাও ওর স্নেহ কেড়ে নেয়। এরপর আসে ব্রেড ওয়াল ও তার মেয়ে ফ্লোরা। ফ্লোরাকে দেখে ভাল লেগে যায় শেনের। স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, সত্যিকারের ঘর বাঁধার স্বপ্ন। তবে ফ্লোরার দিক থেকে এখনও তেমন কোন সাড়া পায়নি। কেমন যেন নির্বিকার আর ঠাণ্ডা মেয়েটা।

আচমকা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয় শেন। একটা কথা মনে পড়ে গেছে। মিল ক্রিকসে যা ঘটেছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে, শ্বেতাঙ্গদের ওপর উতেদের ঘৃণা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। জ্যাক, সারউইক ও অন্যান্য উতে নেতাদের মনোভাব এখন কীরকম, কে জানে? শেনের সাথে বন্ধুত্বের কথা এখন হয়তো আর মনে নাও থাকতে পারে কিংবা থাকলেও সেটাকে হয়তো আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। তা ছাড়া ব্রেড ওয়ালের ওপর তো ওরা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ। এই হুজুগে ওর দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে ধেয়ে আসতে পারে। তাড়া বোধ করছে শেন। তবে ওয়ালের জন্যে নয়। অলস আর চাপাবাজ লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। ওর উদ্বেগ ফ্লোরার জন্যে। ওর নিজের জন্যে তো বটেই।

দুই

কেবিনের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল শেন। কেবিনের ভেতর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চেঁচামেচি শুনল। 'এই রে, আবার বুঝি লেগে

গেছে দু'জন!' বিড়বিড় করল ও। 'মেয়েটা কী করে যে ওর সাথে থাকে!'

ব্রেড ওয়াল দক্ষ মাছ-শিকারী, পশু-পাখি শিকারেও সমান চালু। ব্যস, গুণ বলতে ওটুকুই। পঞ্চাশ পেরিয়েছে, শরীর-স্বাস্থ্য এখনও মজবুত। বিশাল শক্তিশালী শরীরটাকে একটু খানি নাড়ালেই ইয়াম্পার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গল সাফ করে প্রচুর চাষের জমি বের করতে পারে। কিন্তু গতর নাড়াতে বললেই মাথায় বাজ পড়ে লোকটার। বার্নে পর্যাপ্ত খড় মজুত করা হয়ে ওঠেনি ওর। শীতের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঠ এনে জড়ো করেনি। ঘোড়াগুলোর চরার জায়গাটা পর্যন্ত ঘের দিতে পারেনি এখনও।

বাইরে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল শেন। বাপ-মেয়ের ঝগড়ার মধ্যে গিয়ে পড়াটা উচিত হবে কিনা ভাবছে। বাপের চেয়ে মেয়ের গলাই একটু উচ্চ গ্রামে শোনা যাচ্ছে। বাপকে সাফাই গাইতে শুনল, 'মাছগুলো ধরতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে আমার, জানো? সহজেই কি ধরা যায়? কিন্তু ধরা না-দিয়ে যাবে কোথায়? ওগুলো দিয়ে তোমার আর আমার ডিনারটা বেশ ভালভাবেই হয়ে যাবে, ফ্লোরা। সবচে' ছোট মাছটাও তো এক ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা।'

ওর কথা শেষ হতেই ঝাঁঝাল গলায় বলল ফ্লোরা, 'তিনটা মাছ ধরে এনে আর কত বড়াই করবে? কেবল ওইটুকুই তো জান। এখন আমি কী বলি কান পেতে শোনো। এক্ষুণি গিয়ে যদি লাকড়ি কেটে না-আন, তা হলে ডিনারের টেবিলে মাছের কথা ভুলেও মুখে এনো না। আর পাহাড় থেকে বাকি কাঠগুলো কখন নামিয়ে আনবে? নাকি ওগুলোর ওপর দুই ফুট বরফ জমে ওঠার আগে আনতে যাবে না? তোমার এখনও খড় আনা বাকি রয়ে গেছে। বেড়াটাও শেষ করোনি। জরুরি কাজগুলো একটাও শেষ না করে কেবল কেবিনে বসে বসে...'

'আচ্ছা বাবা, যাচ্ছি যাচ্ছি,' শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে হার

মানল বাবা। 'তুমি মাছগুলো কুটে ধুতে ধুতেই কাঠ নিয়ে আসছি আমি।' একটু থামল। তারপর গলা চড়াল আবার, যেন মেয়ের অভিযোগের যুৎসই জবাব খুঁজে পেয়েছে, 'কেন, শুধু কি মাছ? আমি কি মাংসের ব্যবস্থাও করি না? কোনদিন কি উপোস করতে হয়েছে তোমাকে? যদ্দিন আমার কাছে থাকবে, করতেও হবে না। হুঁ।'

কেবিনের সামনের দরজায় মৃদু নক করে ভেতরে ঢুকল শেন। বাপ-মেয়ে নিজেদের ঝগড়ায় এত মগ্ন যে, ওর উপস্থিতি লক্ষই করল না। বাবার নেহাত ছেলেমানুষি কথা শুনে ফ্লোরা এবার খেপল না। ধীর কণ্ঠে বলল, 'উপোস করিনি, তা সত্যি। কিন্তু শুধু খেলেই কি মানুষের চলে? আর কোনও দরকার নেই? পরার জন্য আমার কি একটা পোশাক আছে? ভাল একটা পোশাক কেনার মত টাকা কি তোমার আছে? এই তো আবার শীত আসার সময় এসে গেছে। গতবারের মত এবারও আমাকে শীতে কষ্ট পেতে হবে। তোমার কুঁড়েমির জন্যে কেবিনের বেড়াগুলো পর্যন্ত ঠিকভাবে তৈরি হয়নি। শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে হু হু করে। অথচ ঘর গরম রাখার জন্যে তুমি এখনও প্রচুর লাকড়ি মজুত পর্যন্ত করতে পারলে না। আর কিছুদিন পরে শীত নামবে। বরফ আর তুষারপাতের জন্য ঘর থেকে বেরোতে পারবে না—লাকড়ি আনবে কীভাবে পাহাড় থেকে?'

ওদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে খুক করে কাশল শেন। ঝগড়ারত বাবা-মেয়ে ঝট করে মাথা ঘোরাল। মুহূর্তে রক্ত জমল ফ্লোরার মুখে আর খাবি খাওয়ার মত করে ঢোক গিলল ব্রেড। ওর ঠোঁটদুটো বারকয়েক ফাঁক হলো কিছু বলার জন্যে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না বেচারার। কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে গেল অগত্যা।

লজ্জা পেয়েছে লোকটা, ভাবল শেন। যাক, তবু এই বোধটুকু আছে ওর।

'উতেরা পাগল হয়ে গেছে,' নিজেই নীরবতা ভাঙল ও। 'হামলা করছে যেখানে সেখানে। তোমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই আমি চাই, গোলমালটা না-মেটা পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে তোমরা। আমরা সবাই যদি একসাথে থাকি, তা হলে ওরা হামলা চালালে একযোগে বাধা দিতে পারব। বিচ্ছিন্নভাবে যে যার কেবিনে পড়ে থাকলে কিছুই করতে পারব না।'

হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল ব্রেড ওয়াল, যেন ও কী বলেছে, বুঝতে পারেনি। তারপর অভিযোগের সুরে বলল, 'আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। তুমি এত নিঃশব্দে এসেছ যে, টেরই পাইনি। অথচ মাইলখানেক দূরে থাকতেই তোমার ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনার কথা।'

'দোষটা ওর নয়, আমাদের। আমরা এত জোরে চিৎকার করছিলাম, বাইরের কোনও শব্দই খেয়াল করিনি। বাজ পড়লেও শুনতাম কিনা কে জানে!' শান্তস্বরে বলল ফ্লোরা। ওর গলার ঝাঁজ সম্পূর্ণ উবে গেছে।

'এবং ইন্ডিয়ানদের আসার শব্দও শুনতে পেতে না,' উপহাসের হাসি হাসল শেন। 'নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এলেও না। এখন আগামী কয়েকদিনের জন্যে দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। তারপর আমার ওখানে চলো। তাড়াতাড়ি। উতেরা এসে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে।'

'তোমার কেবিনে যেতে বলছ?' এতক্ষণে যেন ধাতস্থ হলো ব্রেড। 'ভাল প্রস্তাব। তবে আমার আইডিয়াটা আরও চমৎকার। তুমিই বরং চলে এসো আমার এখানে। তোমার ওখানকার চেয়ে আমার এখানে উতেদের সামলাতে সুবিধে হবে।'

'না, বাবা,' ওর সাথে দ্বিমত পোষণ করল ফ্লোরা। 'আমরা ওর কেবিনে যাব।'

'কেন?' আবার গলা চড়াল ব্রেড। 'আমি সব ছেড়েছুড়ে ওর কেবিনে যাই, আর উতেরা এসে আমারটা জ্বালিয়ে দিক তাই

চাও তুমি? সেটি হচ্ছে না। জ্বালিয়ে দিলে ওরটাই দিক।'

'না,' নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রইল ফ্লোরা। 'আমাদেরটার চাইতে ওরটা অনেক মজবুত। ওখানে উতেদের প্রতিরোধ করতে বেশি সুবিধে হবে। ওরা ওখানে সহজে নাক গলাতে পারবে না। কিন্তু আমাদেরটা ফুৎকারেই উড়ে যাবে।' দেয়ালের বড় বড় ফাঁকের দিকে আঙুল উঁচাল। ৬তেদের বুলেট ওসব ফাঁক দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যাবে। চারদিক থেকে যদি ওরা গুলি চালায়, তা হলে ভেতরে আমাদের ঝাঁঝরা হয়ে মরা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। কিন্তু শেনের কেবিনের দেয়ালগুলো শক্ত, মজবুত, নিরেটও। ওখানে দেয়াল ভেদ করে গুলি ভেতরে ঢুকবে না।'

মেয়ের যুক্তির কাছে হার মানল বাবার গোয়ার্তুমি। নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতা দুটোই বুঝতে পারল। আগুনচোখে চাইল ও মেয়ের দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল। শেনকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বেরোল কেবিন থেকে। রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'আমি লাকড়ি আনতে যাচ্ছি।'

জায়গায় দাঁড়িয়ে বাবাকে যেতে দেখল ফ্লোরা। বাবার দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার সাথে ও পরিচিত। কিন্তু বাইরের লোক ব্যাপারটা জানুক, তা চায় না। একটু পরে ম্লান স্বরে বলল, 'আমি লজ্জা পাচ্ছি, শেন। তুমি আমাদের এ-অবস্থায় দেখে ফেলেছ। কিন্তু কত আর সহ্য হয়, বলো? তুমি নিশ্চয় অবাক হচ্ছ না। মাঝে মাঝে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। ইয়াম্পার দুই পাড়ে বাবার মত অলস আর অকর্মণ্য লোক তুমি দুটো পাবে না। আমার একটুও ভাল লাগছে না। এক দণ্ডের জন্যও না।'

শেনের ডানপাশের দেয়ালটা দেখাল ও। 'দেখো, কত বড় বড় ফাঁক আর কেমন এবড়োখেবড়ো। রোদ, ঠাণ্ডা বাতাস, বৃষ্টির ছাঁট–কিছুই আটকায় না। জানালা-দরজাগুলোও সেরকম। নড়বড়ে। অযত্নে, যেন না-পারতে লাগানো আরকী। আমার নিজের রুমটার অবস্থা অবশ্য কিছুটা ভাল। কিন্তু সারাক্ষণ আমি

সেখানে বসে থাকতে পারি না। আগামীকাল অক্টোবরের এক তারিখ। শীত এসে গেছে প্রায়। যে কোনদিন তুষার পড়া শুরু হতে পারে। গতবারের মত এবারও তা থেকে বাঁচার জন্যে তেমন কোনও প্রস্তুতি নেই আমাদের।'

আচমকা থেমে গেল ফ্লোরা—পরক্ষণে মুখে হাতচাপা দিল। এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে কথা বলে গেছে। মনে পড়েনি, শেনকে এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে কিনা। এখন লজ্জায় লাল হওয়ার উপক্রম হলো ওর। নিচুস্বরে বলল, 'আ-আমি দুঃখিত, শেন। আমি তোমাকে আমাদের সমস্যার কথা বলে বিরক্ত করতে চাইনি।' ধপ করে কাছের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও। মাথা নিচু করল।

ফ্লোরার বয়স এখন একুশ। শক্ত সমর্থ খেটে খাওয়া শরীর। তবে সৌন্দর্যের অভাব নেই। লালচে বাদামী রঙের চুল, নীল চোখ আর চমৎকার দেহ সৌষ্ঠব প্রথম দেখায় চোখ কেড়েছিল শেনের। তবে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছিল মেয়েটির শান্তস্নিগ্ধ ভাব।

এর আগে কখনও আর ওকে রাগতে দেখেনি শেন। বাবার সাথে কিছুক্ষণ আগে যে রকম কর্কশ গলায় কথা বলেছে, সে রকম কর্কশ গলায় কথা বলতেও শোনেনি। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবল, কোনটা ওর আসল রূপ। আগে দেখা সেই শান্ত নম্র চেহারা, নাকি কিছুক্ষণ আগে দেখা কর্কশ ঝগড়াটে ভাবটা?

পুরো ব্যাপারটা তাকে এমন বিভ্রান্তিতে ভোগাল যে, সে আসলে এখানে কেন এসেছে, তাও ভুলে গেল। পরে সচকিত হয়ে বলল, 'আমরা এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করছি। তোমার বাবা আমার কেবিনে যাবে, নাকি এখানে থেকে উতেদের গুলি খেয়ে মরবে, সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু তুমি আমার সাথে চলো। অবশ্য চাইলে তুমি বাবার সাথে মিডল পার্কেও চলে যেতে পার। তবে আমার ধারণা, আমার কেবিনেই তুমি নিরাপদ থাকতে পারবে।'

মুখ তুলল ফ্লোরা। ওর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। 'শেন, ভারী

গলায় বলল। 'ভেবো না যেন বাবার সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছি, এরকম সবার সাথে করে থাকি। বাবাকে আমি কোন কাজটা জরুরি, আর কোনটা জরুরি নয়, তা বোঝাতে বোঝাতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। কোনও লাভ হয়নি। আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাব, শেন।'

ওর আবেগে সাড়া দিল না শেন। তবে বিশ্বাস করল। ওর উচিত, এখন সহানুভূতিসূচক কিছু বলা। কিন্তু তা হলে তাকে আরও কথা বলতে উৎসাহিত করা হবে। তাতে সময় নষ্ট। কিন্তু নষ্ট করার মত সময় এক মুহূর্তও নেই। কাঠখোট্টা স্বরে বলল, 'ফ্লোরা, আমি বলেছি, আগামী কয়েকদিন চলার মত দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে। তুমি আমার সাথে যাবে। একটা মাত্র ঘোড়া। তুমি আমার পেছনে বসবে। ভাল কথা, কেবিনে তোমাকে আমার সাথে একা থাকতে হবে না। মিসেস জুলি আর তার নাতি টনিও আমার কেবিনে চলে আসবে।'

হাতের উল্টো পিঠে চোখের পানি মুছল ফ্লোরা। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, নিচ্ছি। আর তোমার সাথে একা থাকতে আমি ভয় পাব, ওরকম ভাবার দরকার নেই। আমি মেয়ে, এ ব্যাপারটায় মেয়েরা সাধারণত ভুল করে না।'

নিজের রূমে গিয়ে ঢুকল ও। শেন উঠানে বেরোল। একটু দূরে কাঠ কাটছে ব্রেড ওয়াল। কুঠারের শব্দ শুনতে শুনতে লোকটাকে দেখতে লাগল ও। তবে কথা বলল না। মিনিট কয়েক পর হাতে একটা কার্পেট ব্যাগ নিয়ে ফ্লোরা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। এবার ডাকল শেন, 'ব্রেড।'

কুড়ালের কোপ থেমে গেল। আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল ব্রেড। ফ্লোরাকে দেখল এক নজর। মাথা নিচু করল ফ্লোরা। শেনের দিকে চাইল ব্রেড। 'কেন ডাকছ?'

'তুমি এখানে থাকতে পারবে না, ব্রেড। আমার সাথে যদি যেতে না-চাও, তা হলে দয়া করে মালপত্র যা পারো, তা নিয়ে

মিডল পার্কে চলে যাও। ওখানে হয়তো নিরাপদ থাকবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ব্রেড। তারপর জানতে চাইল, 'ইন্ডিয়ানদের হামলার কথা কোথায় শুনেছ তুমি? কে বলেছে?'

সংক্ষেপে ওকে জানাল শেন। পরে বলল, 'সমস্যাটা আশা করছি শিগগির মিটে যাবে। ফোর্ট স্টিল থেকে রিলিফ পার্টি এসে ঠাণ্ডা করে দেবে উতেদের। তুমি আমার সাথে যেতে পার। জুলি হাইট আর তার নাতি টনিও আসবে। গোয়ার্তুমি না-করে আমার সাথে চলো, ব্রেড।'

যেন তেতো ওষুধ খেয়েছে, এমনভাবে মুখ বিকৃত করল ব্রেড ওয়াল। তারপর বলল, 'অস্টিন, তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করো, না? কিন্তু তোমার চালাকি না-বোঝার মত বোকা আমাকে ভেবো না। তুমি আমাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে নিজের কেবিনটা বাঁচানোর মতলব করছ। আমার মেয়েটাকেও ফুঁসলে নিয়ে যাচ্ছ।' মেয়ের দিকে তাকাল। 'তুমি যদি ওর সাথে যাও, তা হলে আর ফিরে আসার দরকার নেই। আমি একা থাকতে পারব।'

'আমি ফিরতে চাইও না, বাবা!' সরোষে জবাব দিল মেয়ে। 'আমি এখানের চেয়ে ওখানেই ভাল থাকব।'

মুখ ফিরিয়ে শেনের ঘোড়ার দিকে এগোল ফ্লোরা। শেনও এগোল ওর পিছু পিছু।

ঘোড়ায় চড়ল শেন। ওর পেছনে বসল ফ্লোরা। পশ্চিমের পাহাড়ে অ্যাসপেনের ঝাড়ের দিকে তাকাল শেন সতর্ক দৃষ্টিতে। আশঙ্কা করছে, গাছ-পালার ফাঁক থেকে আচমকা হামলাকারী উতেরা দেখা দেয় কিনা। ঈশ্বর না করুন, তা হলে আর ফ্লোরাকে নিয়ে কেবিনে ফেরা হবে না।

নিজের কোমরে ফ্লোরার কোমল বাহুর শক্ত বেষ্টনী অনুভব করতে করতে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ও। ওর পিঠে মুখের একপাশ ঠেকিয়ে রেখেছে ফ্লোরা। ঝড়ের গতিতে নদীর পাড়ে পৌঁছল ও। গতি কমাল না একটুও। ঘোড়ার খুরের তাড়নায়

ছিটকে ওঠা পানির ঝাপটা ওদের দু'পাশ ভিজিয়ে দিল। অপর পাড়ে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের কেবিনের সামনে ঘোড়া থামাল শেন। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। কী জানি, হয়তো একটু বেশি ভয় পাচ্ছি আমি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তা না-পাওয়াটাও বোকামি।'

'আমার মনে হয়, বাবা ঠিকই চলে আসবে,' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল ফ্লোরা। 'চিনি তো ওকে। মুখেই সব জারিজুরি। মনের জোর বলতে কিছু নেই।'

'যাও,' হাসল শেন। নিজের ঘর মনে করে ঢুকে পড়ো ভেতরে। আমি আসছি।'

করালের দিকে বাড়াল ও গেল্ডিংকে। মনে মনে ভাবল, 'ঠিক বলেছে ফ্লোরা। ব্রেড ওয়াল শেষ পর্যন্ত না-এসে পারবে না।'

তিন

পিঠ থেকে স্যাডল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নামিয়ে নিয়ে গেল্ডিংটাকে করালে ঢোকাল শেন। কেবিনের ভেতর ঢুকল। লিভিংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ফ্লোরাকে। প্রশস্ত কেবিন ফ্লোর, পাথরের ফায়ার প্লেস আর আসবাবপত্র দেখছে মেয়েটি। চোখে নিখাদ বিস্ময় ও প্রশংসা।

ওকে দেখে হাসল ফ্লোরা। 'শেন, নিজের চোখে সবকিছু দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা এখানে আসার মাত্র মাস ছয়েক আগেই তো তুমি এসেছিলে। এর মধ্যে তুমি এতসব করে ফেলেছ! তোমার ঘরটা চমৎকার, মজবুত। আমি যতটা

ভেবেছি, তার চাইতে অনেক বেশি। আরে, এটা তো একদম শহরের বাড়ির মতই সুন্দর!'

'আমি অতশত বুঝি না, ফ্লোরা,' খুশি হয়েছে শেন প্রশংসা পেয়ে। গর্বও অনুভব করছে। দুটোর কোনটাই লুকানোর চেষ্টা করল না। 'এই ঘর তৈরি করতে গিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরেছে আমার। বার্নটাও। গত শীতের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছি ফার্নিচার বানানোর কাজে।'

দরজার পাশে দেয়ালের সাথে আটকানো হরিণের শিঙের সাথে উইনচেস্টারটা ঝুলিয়ে রাখল ও। ফ্লোরার দিকে ফিরল। 'এ জন্যেই কিথ স্ট্যাবোর কাছে ইন্ডিয়ান হামলার খবর শুনেও কেবিন ছেড়ে পালাইনি। ওরা এসে যদি দেখে কেবিন খালি, একটা মানুষও নেই, তা হলে আগুন ধরিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা যদি ওদের বাধা দিই, দু'একটা গুলি ছুঁড়ি, তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত মত পাল্টাতে পারে।'

'ওদের মত পাল্টাতে বাধ্য করার ব্যাপারে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারব, শেন।' ফ্লোরা নিজেও হাসল। 'গুলি ছোঁড়ায় আমার হাতও খুব একটা খারাপ নয়।'

'সে আমি জানি। কিন্তু কাজটা রিস্কি, ফ্লোরা। সেটা যদি না ভেবে থাকো, তা হলে ভাবতে শুরু করো। মিসেস জুলি আর তার নাতি আমাদের এখানে চলে আসতে পারে। আমাদের তখন চারটে রাইফেল হবে। জনপ্রতি মাত্র একটি করে। তবে ওরা থাকলে অবশ্য আমাদের ওপর চাপ কমবে। দলটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলব আমি। একদল লড়াই চালাতে থাকবে, আরেকদল বিশ্রাম নেবে।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই। আর আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না।' একটু থামল ফ্লোরা। তারপর বলল, 'তুমি আমার পাশে থাকলে কাউকে ভয় পাব না আমি।'

অনুসন্ধানী চোখে ওর দিকে তাকাল শেন। এর আগে কখনও

ফ্লোরাকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি। মেয়েটাকে এখন ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না। বাবার সাথে ওর বনিবনা হয় না, এটা সে অনেক আগে থেকেই জানে। তাতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ ব্রেড ওয়াল নিজের স্বভাব দোষেই মেয়ের শ্রদ্ধা হারিয়েছে। কিন্তু ওর নিজের সম্পর্কে ফ্লোরা কী ভাবে, তাও জানতে পারেনি শেন।

এমনিতে ওর প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্যের অভাব দেখা যায় না ফ্লোরার আচরণে। ও এলে রীতিমত অভ্যর্থনা জানায়, হাসে আন্তরিক ভাবে। কিন্তু কখনও যদি অসাবধানে, কিংবা ওর দিক থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সামান্য ছোঁয়াছুঁয়িও হয়ে যায়, মেয়েটা এমনভাবে সিঁটিয়ে যায়, যেন শেনের শরীর নয়, বিছুটি পাতার ছোঁয়া লেগেছে ওর গায়ে।

'বাইরে খুঁটির সাথে টাঙানো পটে এক পোয়া আন্দাজ ভেনিসন আছে।' ওর ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল শেন। 'আমি কয়েক চাকা গরুর মাংস কেটে দিচ্ছি। ফায়ারপ্লেসটাও ধরিয়ে দিচ্ছি। ডিনারের আয়োজনটা সম্ভবত তোমার নিজের হাতে করতে ভাল লাগবে।'

'অবশ্যই, এক্ষুনি,' সাড়া দিল ফ্লোরা। তবে ওর চোখ এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবিনের ভেতর নানা জিনিসের ওপর। যেন তুলনা করে দেখছে শেনের কেবিনের সাথে নিজেদেরটার মিল-অমিল। 'এগুলো সব তুমি নিজেই করেছ, না?'

'ফায়ারপ্লেসটা ছাড়া। স্টীমবোট স্প্রিংসে একজন আছে ভাল ফায়ারপ্লেস বানায়। আমি পাথর টাথর জড়ো করে ওকে ডেকে এনেছিলাম। ওই বানিয়েছে।' কেবিনের পেছনের দেয়ালের দুটো দরজা। ওদিকে ইঙ্গিত করল শেন। 'ডানের দরজাটা কিচেনের দিকে। বাকিটা শোবার ঘরে যাবার। তুমি শোবার ঘরে গিয়ে বিছানাপত্র পাল্টে নাও। খাটের পায়ের দিকে পরিষ্কার কম্বল আছে কয়েকটা। জুলি এলে ওর সাথে শোবে তুমি।'

'তার চেয়ে একটা হাতির সাথে শুলে কেমন হয়?' আঁতকে ওঠার ভান করল ফ্লোরা। 'একবার যদি গড়ান দেয় তো আমি স্রেফ চ্যাপ্টা হয়ে যাব।'

হাসল শেন। 'দূর, ও অতটা মোটা নয়।'

'তুমি কোথায় শোবে?'

কাছের কাউচটা দেখাল শেন। 'এটায়। কখনও কোন সঙ্গীসাথী এলে নিজে শোব বলে বানিয়েছিলাম। তবে এখনও কাউকে পাইনি। সাপারের পর অনেক সময় ফায়ারপ্লেসে বড় করে আগুন জ্বেলে এখানে ঘুমোই আমি।'

'তা হলে আমি এখানে ঘুমোই, শেন,' অনুনয়ের স্বরে বলল ফ্লোরা। 'আমি চাই না আমার জন্য তোমার শোবার ঘরটা বেদখল হয়ে যাক।'

'না!' হঠাৎ কড়া শোনাল শেনের গলা। পরক্ষণে অপ্রস্তুত দেখাল ওকে। 'দুঃখিত, ফ্লোরা। আমি ঠিক এভাবে বলতে চাইনি। কিন্তু বেডরুমটায় তুমি ঘুমোবে। তোমাকে এখানে শুইয়ে আমার পক্ষে ওখানে ঘুমোনো সম্ভব হবে না।'

'আচ্ছা,' হাল ছেড়ে দিল ফ্লোরা। 'এখন আগুনটা জ্বেলে দাও। আমি ডিনারের ব্যাপারটা দেখছি।'

'ফ্লোরা,' ওর দিকে এগোল শেন, কিন্তু এক পা দূরে থাকতে থেমে গেল। মেয়েটাকে ও একটা কথা বলতে চায়, কিন্তু কথাটা বলার জন্যে এটা ঠিক সময় কি না বুঝতে পারছে না। তবে এর চেয়ে ভাল সময়ও হয়তো আর নাও পাওয়া যেতে পারে। 'ফ্লোরা,' বলেই ফেলল শেষ পর্যন্ত। 'তার আগে আমার একটা কথা শোনো। গত দু'বছর ধরে আমি এখানে। এর মধ্যে যা গড়ে তুলেছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। এর আগে অনেকগুলো বছর আমি নষ্ট করে ফেলেছি। এখনকার মত গর্ব করে বলার মত কিছুই করিনি তখন।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল ফ্লোরা। চুপচাপ। ঘুরে দরজার কাছে

গিয়ে দাঁড়াল শেন। বাইরে তাকাল। নদীর পাড়ে সার বেঁধে দাঁড়ানো উইলো আর কটনউড। মাঝখানে পঞ্চাশ ফুটের মত জায়গা একদম ফাঁকা। জায়গাটা নিজেব প্রয়োজনে পরিষ্কার করে নিয়েছে ও। তার ফাঁক দিয়ে অপর পাড়ে সোনালি অ্যাসপেনে ছাওয়া রিজটার দিকে চাইল সে আনমনে। মৃদু বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে গাছগুলো। ওর ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েটাকে ভালবাসার কথা বলতে, ঘর বাঁধার আহ্বান জানাতে। কিন্তু কেন যেন মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না কথাগুলো।

খানিক পরে ফিরে আবার মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াল সে। 'আমি ঠিক জানি না, হঠাৎ এ-পরিবর্তন কেন? কিন্তু এটা হয়ে গেছে। আমি যখন উপত্যকার এ-অংশটায় আসি, তখন আর কেউই ছিল না এখানে। ফলে এখানকার সবচে' সেরা জায়গাটা বেছে নিতে পেরেছি। আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা এল—এবং চিন্তাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম।

'ফ্লোরা, আসলে আমি যা বলতে চাইছি, তা হলো, আমি এখানে রয়ে গেলাম, পরিশ্রম করতে শুরু করলাম এবং তার ফলে এখনকার এই সামান্য যা কিছু অর্জন। ধনী বলতে যা বোঝায়, তা আমি নই। তবে আমার কিছু গরু-বাছুর আছে, একটা স্যাডল হর্স এবং একজোড়া স্টীম হর্স আছে। আমার হাতে এখন নগদ টাকা নেই। তবে আগামী বছর গরু বেচে নগদ টাকা হাতে পাব। কিন্তু এখন যা আছে, তা নিয়েও এ-দেশে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।'

মুখের ভেতরটা শুকনো ঠেকছে শেনের। মেয়েটাকে যা বলার, তা বলা হচ্ছে না, বুঝতে পারছে সে।

আবার পেছনে ফিরে নদীর দিকে তাকাল। ওপাড়ের গাছগুলোকে জরিপ করতে শুরু করল। তীক্ষ্ণচোখে দেখছে, গাছগাছালির ফাঁকে কোনও ইন্ডিয়ানের আভাস পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

এরই মধ্যে সারাক্ষণ ওর মাথা কাজ করেছে রোমান্টিক বা

আকর্ষণীয় কোন শব্দ বা বাক্য খুঁজে পাবার জন্যে, যা শুনতে একজন মেয়ের ভাল লাগবে। একটা কোমল এবং স্পষ্ট শব্দ, মেয়েদের কানে যা চমৎকার ও প্রত্যাশিত শোনাবে।

কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না ও।

অগত্যা বেপরোয়া ভঙ্গিতে পেছনে ফিরল আবার। ফ্লোরার চোখে চোখ রাখল। তারপর প্রায় গোঁয়ারের মত বলল, 'ফ্লোরা... ফ্লোরা, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কি...'

'হ্যাঁ, শেন।' ওকে অবাক করে দিয়ে মাথা দোলাল ফ্লোরা। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এমনভাবে চাই, দুনিয়ায় এরচে' বেশি কিছুই আর চাই না। কিন্তু তবু আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। এখন যে অবস্থায় আছি, এ-অবস্থায় তো নয়ই।'

'কেন? তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না না,' দ্রুত জবাব দিল ফ্লোরা। 'তোমাকে বিয়ে করতে না-পারার কারণ আমার বাবা। একেক সময় লোকটাকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি। কিন্তু ওকে আমি ভালওবাসি। আমাকে ওর দরকার। আমি ওকে ছেড়ে আসতে পারব না।'

'কিন্তু ও তো তোমাকে ফিরে যেতে নিষেধ করেছে!'

'করেছে। কিন্তু মন থেকে নয়। আমি ফিরে গেলে ও খুশি হবে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, তা-ই হবে ও!' স্পষ্ট খেদ শেনের গলায়। 'ওর একজন কাজের লোক দরকার তো। কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হচ্ছে না, ফ্লোরা। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে হয়তো রাজপ্রাসাদ দিতে পারব না। তবে যা দেব...'

'ও কথা বোলো না, শেন,' ম্লান স্বরে বলল ফ্লোরা। 'তুমি আসলে বুঝতে পারছ না। তোমার যদি কোন গরু-বাছুর কিংবা—এমনকী এই বাড়িটাও না-থাকত তবু তোমাকে আমি

বিয়ে করতাম। কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করে আমার অকর্মণ্য বাবার বোঝাটাও তোমার কাঁধে চাপাতে পারব না।'

আচমকা বিরক্তি বোধ করল শেন। মেয়েটা আস্ত বোকা—কী বলছে নিজেই বুঝতে পারছে না। মেয়েটি ওর চোখের দিকে পর্যন্ত চাইছে না। একবার এদিক, আরেকবার ওদিক তাকাচ্ছে। ওর কপালে জমে ওঠা চকচকে ঘামের বিন্দু চোখে পড়ল শেনের। রাগ পড়ে গেল। মায়া হচ্ছে মেয়েটার জন্যে।

ওর মনের ভাব বুঝতে পারছে ও। ওর বাবা দুর্বল ধরনের মানুষ। ওর মত মেয়ের বাবা হিসেবে রীতিমত বেমানান। তবু লোকটা ওর বাবা। ভুল বলেনি ফ্লোরা। মেয়েকে ছাড়া ব্রেড ওয়াল একদম অসহায়। তবু, এরকম একা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়াটাও ঠিক হচ্ছে না ফ্লোরার। ওর বাবার হাজার দরকার থাকলেও।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল শেন। এখন কেবল একটাই উপায় আছে। তাতেও কাজ না-হলে ফ্লোরার আশা ছেড়ে দেবে ও। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে সবলে মেয়েটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। বাধা দিল ফ্লোরা, কিন্তু শক্তিতে এঁটে উঠতে পারল না। এক হাত ওর পিঠে রেখে আরেক হাত চিবুকের নীচে দিয়ে ওর মাথা ঠেলে ধরল শেন পেছন দিকে। ঝুঁকল ওর মুখের ওপর।

ফুঁপিয়ে উঠল ফ্লোরা। ওর জীবনে বাবার স্থান কতটা, অনুভব করতে পারছে শেন; ওর মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল। 'ওর ব্যাপারে আমরা দু'জনে মিলেই ভাবব, ফ্লোরা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো,' আশ্বাস দিল।

মেয়েটাকে আরও কাছে টানল ও, তারপর তীব্র চুমোয় আবদ্ধ করে রাখল ওকে অনেকক্ষণ ধরে। প্রথমে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল ফ্লোরা। কিন্তু শেনের তীব্র আবেগের কাছে হার মানল ওর প্রতিরোধ। নিজেও সাড়া দিল।

আচমকা গুলির শব্দ আর ইন্ডিয়ান হুঙ্কারে সচকিত হয়ে উঠল

ওরা। মেয়েটাকে ঠেলে দিয়ে চোখের পলকে রাইফেলটা তুলে নিল শেন র‍্যাক থেকে। বেরিয়ে গেল।

নদীর অপর পাড়ে চোখ পড়তে থমকে গেল ও। ওয়্যাগনের সীটে উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে ব্রেড ওয়াল। নির্মমভাবে চাবুকপেটা করছে ঘোড়াটাকে আরও বেশি গতি আদায়ের জন্য। ওর পেছনে সার বেঁধে ধেয়ে আসছে জনা বারো ইন্ডিয়ান। সবার সামনে যে সে একটা পিন্টোর ওপর বসা। বয়স কম ছেলেটার। বড়জোর পনেরো ষোলো। কিন্তু রাইফেল হাতে ওকে জ্যাক কিংবা সারউয়িকের চেয়ে কোন অংশেই কম ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না।

ক্রমে দূরত্ব কমে আসছে পিন্টো আর ওয়্যাগনের মধ্যে।

দৌড়ে নদীর পাড়ে চলে গেল শেন। ব্রেড ওয়াল লোকটা স্রেফ গোয়ার্তুমি করে আগে ওর সাথে আসেনি। তখন চলে এলে এখন এ-বিপদটা অন্তত এড়াতে পারত। শেনের প্রথমে মনে হলো, ওর মত অযোগ্য ও নির্বোধ লোকের মরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, উতেদের হাতে এভাবে পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরাটাও ওর মত অকেজো লোকের জন্যেও কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু উতেদের রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে, লোকটাকে খুন না-করে ছাড়বে না। এখন কেবল শেনের রাইফেল থেকে আচমকা গোটাকয়েক গুলিই পারে লোকটাকে বাঁচাতে।

চার

মেজাজ খারাপ টনি হাইটের। গোল আলুর মত জঘন্য জিনিসটা খাওয়া দূরের কথা, সারাজীবন চোখে না-দেখলেও ওর চলবে।

সারারাত হাজার ঘুমালেও, ওর-মতে, সকালের চটকা ঘুমটাই হলো আসল ঘুম। কিন্তু বুড়ি জুলি হাইট বেঁচে থাকতে সে-সুখ তার কপালে নেই। বুড়িকে তো কিছু বলা যাবে না, তাই গোলআলুর ওপরই তার যত ক্ষোভ। অমন বিশ্রী জিনিসটা সারাজীবন না-খেলেও কিছু আসবে যাবে না টনির।

জাঁদরেল বুড়ি জুলি হাইট। ও যা বুঝেছে, তার ওপর কথা বলবে এমন সাহস কারও নেই। কেবল একজনেরই আছে। সে শেন অস্টিন। এ-লোকটার কথাবার্তাই যা একটু মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে বুড়ি। অবশ্য শেন নিজেও খুব হিসেব করে কথা বলে ওর সাথে।

নিজেকে নিয়ে অহঙ্কারের শেষ নেই বুড়ির। ওর ধারণা, ইয়াম্পা নদীর দু'পাড়ে ওর জুড়ি নেই আর। ও সবচে' বেশি কাজ করে, সবচে' বেশি মদ খেতে পারে, এমনকী ঝগড়াঝাঁটিতেও ওর সাথে পাল্লা দেবে—এমন কেউ নেই এ-তল্লাটে।

টনি অবশ্য তা অস্বীকার করে না। একটা কথা মনে হতে হাসি পেয়ে গেল ওর। বুড়িকে বাঘের মত ভয় করে ব্রেড ওয়াল। পারতে ওর সামনে পড়তে চায় না লোকটা। ওর সাড়া পাওয়া মাত্র পালিয়ে বাঁচে। জানে, জুলি হাইটের সামনে পড়লে নির্ঘাত দু'কথা শুনিয়ে দেবে মহিলা। কারণ আলসেমি জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারে না জুলি হাইট। অলসদেরও পছন্দ করে না।

জুলি হাইট টনির দাদি। ওর বাবার মা। কিন্তু ওকে ওর 'দাদু' ডাকা নিষেধ। নাম ধরে ডাকতে হয়। দাদু ডাকা নিষেধ হলেও লোকের কাছে আবার টনিকে নিজের নাতি বলেই পরিচয় করিয়ে দেয়। বয়সের কথা জিজ্ঞেস করলে বলে চোদ্দ। কিন্তু টনির হাসি আসে যখন জুলি হাইট নিজের বয়স বলে পঁয়ত্রিশ। অথচ যে কেউ ওকে দেখলে পঞ্চাশের নীচে ভাববে না। তা ছাড়া পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী মানুষের চোদ্দ বছর বয়সী নাতি কীভাবে হয়, সে জ্ঞানটুকুও যেন জুলির নেই। তবে এ-প্রশ্নটা কেউ কোনদিন

করেনি জুলিকে। সম্ভবত ভয়ে। যে ঝগড়াটে মহিলা! ওর মুখের সাথে কে পারবে?

আঁটি খুঁড়ে তোলা আলুগুলো আঁটির প্রান্তে জমা করছে টনি। আরেকটা আঁটিতে ফর্কটা গেঁথে মাটি ওল্টাল ও। এ বছর আলুর ফলন হয়েছে খুব। বাঁধাকপি, গাজর আর শালগমও যা হয়েছে, তাতে বসন্তকাল পর্যন্ত চলবে ওদের। এদিক থেকে অবশ্য শেনের চেয়ে ওদের অবস্থা ভাল। বাগান করার মত জমি শেনের বিশেষ নেই। ও বছরের বেশির ভাগ সময় পাহাড়ে শিকার করে কাটায়। হরিণ, এলক আর ভালুক শিকার করে আনে। জুলি শাক সব্জির বদলে ওর কাছ থেকে মাংস কিনে নেয়।

এত বড় বড় শিকার যে শেন কোথেকে জোটায়, বুঝতে পারে না টনি। ও নিজে উইনচেস্টার নিয়ে বেরোলে এক আধটা খরগোস ছাড়া আর কিছুই পায় না। ওর মনে হয়, শিকার করার গোপন কিছুই পায় না। ওর মনে হয়, শিকার করার গোপন কিছু কায়দা-কানুন আছে, যা শেন জানে, কিন্তু ও জানে না। আর শেন সম্ভবত সেগুলো কাউকে বলতেও চায় না।

শেন হয়তো ওকে দু'একবার শিকারে নিয়ে যেত যদি না জুলি নিষেধ করত। টনি যদি শিকারে যায়, ওকে একাই যেতে হয়, চুপি চুপি। জুলি দেখতে পেলে বাধা দেবেই। কেন যে বাধা দেয়, টনি বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করতে গেলে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়।

ভীষণ বিরক্তি লাগে তখন টনির। মাঝে মাঝে মনে হয়, জুলিকে সে একদম পছন্দ করে না। ও কি এখনও ছোট? লম্বায় তো প্রায় জুলির সমানই। তবে ওর স্বাস্থ্যটা ঠিক... আসলে ও একটু চিকনচাকন, লিকলিকেই বলা যায়। আর জুলি তার চারগুণ চওড়া। তেমনি শক্তিশালীও। খেপে গিয়ে যদি টনিকে ধরে বসে টনি জানে, ও নড়তেও পারবে না। একটু বেচাল দেখলেই ওকে উইলোর ডাল দিয়ে কয়েক ঘা লাগিয়েও দেয় জুলি। প্রত্যেকবার

মার খাবার পর টনি প্রতিজ্ঞা করে, আর নয়, এবারই শেষ। এরপর ওর গায়ে হাত তুললে ও একদম চলে যাবে। অনেক দূরে। আর কখনও আসবে না জুলির কাছে। জীবনেও না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যে প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারে না!

সারির শেষ মাথায় পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়াল টনি। পেছনে জমা করে আসা আলুর স্তূপগুলোর দিকে চাইল। এবার ওগুলোকে বস্তা ভরে রুট সেলারে নিয়ে ঢোকাতে হবে। আজ সকাল থেকে পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমেছে। রাতের দিকে মনে হয়, বৃষ্টি হবে। অথবা তুষারপাত। তবে শীতের প্রথম দিকের তুষার পাতে তেমন কোনও সমস্যা হবে না।

টনি এসব বোঝে। এর চেয়ে আরও অনেক বেশি বোঝে সে। কিন্তু অত কিছু বুঝেও জুলির কাছে পাত্তা পায় না। মহিলা কারও বুঝ-পরামর্শের ধার ধারে না। নিজে যা বোঝে, তা-ই করে।

কিন্তু এত কিছুর পরও জুলির জন্যে এক ধরনের মায়াও আছে ওর ভেতর। টনি তা মাঝে মধ্যে টের পায়। এটাও বোঝে, ও ছাড়া জুলির আপন বলতে আর কেউ নেই। এ-জন্যেই হয়তো সে মাঝে মাঝে ওকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েও পারে না। কিন্তু ও নিজে বুঝলেও মহিলা তা বোঝে কি না কে জনে!

তবে সবসময় যে রাগারাগি করে তা নয় মাঝে মধ্যে ওর সাথে গল্পগুজবও করে জুলি। টনি শুনেছে, ওর বাবা ছোট থাকতেই বাবার বাবা, অর্থাৎ ওর দাদু মারা যায়। বাবা বড় হয়ে বিয়ে করার পর স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয় মার কাছ থেকে। জুলির সাথে ছেলে-বউয়ের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। দোষটা হয়তো জুলিরই। ওর বদমেজাজের কারণেই হয়তো ছেলে-বউয়ের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে বাবা-মা দু'জনেই একসাথে টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার পর জুলি ওদের কাছে চলে যায়। ওর সেবা-শুশ্রূষাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি ছেলে আর বউকে। তারা মারা যাবার পর জুলি টনিকে নিয়ে আসে নিজের

কাছে। তারপর থেকে তার দেখাশোনা করে তাকে এতবড় করেছে। সুতরাং মাঝে মাঝে অসহ্য হলেও শেষ পর্যন্ত জুলিকে ছেড়ে যাওয়া হয় না টনির।

এখানে আসার আগে সাউথ প্ল্যাটে থাকত ওরা। ওখানে জুলির ছোটখাট একটা খামার ছিল। টনি বড় হবার পর খামারটা বেচে দিয়ে পাহাড়ের এপাশে এখানে চলে আসে জুলি।

মালপত্র ওয়্যাগনে তুলে এখানে চলে আসার সময়টার কথা কখনও ভুলবে না টনি। দুর্গম পাহাড়ী পথের পুরোটাই হেঁটে এসেছে ওরা ওয়্যাগনের পেছনে। টনির বুট জোড়া ক্ষয়ে গিয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, ও আর বাঁচবে না। কিন্তু জুলিকে টুঁ-শব্দও করতে শোনেনি। মহিলা হয়েও একজন পুরুষের মতই শক্ত ছিল ও। একটিবারের জন্যেও অভিযোগ করেনি। গোর পাস পেরিয়ে আরও ভাটিতে ইয়াম্পার পাড়ে এদিকটায় আসার পর বলেছে, 'আমরা এখানেই থাকব, টনি।'

পরের দিন থেকেই এখানে কেবিন বানানোর কাজ শুরু করে জুলি।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল টনি। দূরে নদীর ভাটিতে তাকাল উৎসুক চোখে। শেনের কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। আজ শেনের সাথে ওর মাছ ধরতে যাবার কথা। শেন কথা দিয়েছে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে। টনি ভাবছে, জুলির নজর এড়িয়ে চট করে উইলো বনের ভেতর ঢুকে পড়া যায় কিনা। তা হলে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে শেনের কেবিনে চলে যাওয়া যাবে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ও। চোখ বুজে কপাল থেকে ঘাম মুছল। জুলি যদি এখন রুটি বানানোর মত জরুরি কোনও কাজে ব্যস্ত থাকে, তা হলে ওর চোখ এড়িয়ে উইলো ঝোপের ভেতর গিয়ে ঢোকা সম্ভব।

সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ মেলল। সাথে সাথে মন খারাপ হয়ে গেল ওর। ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জুলি। কুঁচকানো মুখে রাজ্যের

বিরক্তি। 'চোখ বন্ধ করে আছিস কেন রে, হতচ্ছাড়া? কী ভাবছিস? খারাপ কিছু নিশ্চয়? একই সাথে তিনটা প্রশ্ন করল মহিলা।

বিড় বিড় করল টনি মনে মনে। জোর করে হাসল শুকনো হাসি। জুলি কী করে যেন ওর মুখ দেখে মনের ভাব বুঝে ফেলতে পারে। ওর কাছে মিথ্যে বলে পার পাওয়া যায় না। সুতরাং সে-চেষ্টা না করে সোজাসুজি স্বীকার করল, 'শেনের সাথে মাছ মারতে যাবার কথা ভাবছিলাম।'

ও দেখেছে, জুলির একটা গুণ আছে। সত্যি কথা বললে ওর মন নরম হয়। এখনও তাই সত্যি বলে ওর সহানুভূতি এবং সম্মতি পাবার আশা করল ও। কিন্তু আজ ওকে নিরাশ হতে হলো। অবাক হয়ে দেখল ওর মুখে সত্যি কথা শুনেও মুখের ভাব একটুও পাল্টায়নি জুলির। উল্টো খিঁচিয়ে উঠল, 'যা ভেবেছি, ঠিক তাই। শোনো, এসব ধান্দা ছাড়ো। কিথ স্ট্যাবো এসেছিল একটু আগে। বলে গেছে, উতেরা নাকি পাগল হয়ে গেছে। সাদা মানুষদের যেখানে পাচ্ছে, খুন করছে। এখানেও এসে পড়তে পারে যে কোনও মুহূর্তে। স্ট্যাবো বলে গেছে, আমরা যেন মিডল পার্কে চলে যাই। কিন্তু আমরা সেখানে যাচ্ছি না। দু'বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা সব কিছু ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা থাকছি।'

বুকের ভেতর ধক করে উঠল টনির। ভয়ে। বড় বড় চোখ মেলে তাকাল দাদির দিকে। কিছুক্ষণ আগে স্ট্যাবোকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখেছিল ও। জুলিকেও কথা বলতে দেখেছে ওর সাথে। তেমন একটা গা করেনি ও। স্ট্যাবো মাঝে মাঝেই আসে জুলির কাছে, কথাবার্তা সেরে চলে যায়। সুতরাং জুলির সাথে আজ ও কী বলেছে জানার ইচ্ছে হয়নি ওর।

এখানে আসার পর দু'বছরের মধ্যে কয়েক ডজন উতেকে দেখেছে টনি। শান্ত নির্বিরোধী লোকগুলো দু'বছরের মধ্যে কখনও কোন ক্ষতি করেনি ওদের। এমনকী ক্ষতি করার ভয়ও

দেখায়নি। ওদের সাথে মোটামুটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক ওদের। কখনও সখনও দুপুরের খাবার সময় এসেছে কেউ কেউ। এদের মধ্যে জ্যাকই বেশি এসেছে। খেয়ে দেয়ে চলে গেছে, যাবার সময় শিকার করে আগে সামান্য হরিণের মাংসও দিয়ে গেছে ওদের।

তবে একবার একটু গোলমাল হয়েছিল কলোরোর সঙ্গে। উতেদের মধ্যে একটু নেতাগোছের লোকটা। একদিন দুপুর বেলায় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির। খাবার চাইল জুলির কাছে। হাসিমুখে সমাদর করে জুলি ওদের নিয়ে খাবার টেবিলে বসাল। তারপর একগাদা বিস্কুট এনে দিল। দেখতে দেখতে টেবিল সাফ করে দিল কলোরো ও ওর সঙ্গীরা। চেটেপুটে খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে উঠে দাঁড়াল কলোরো। সাথে সাথে ওর জামার ভেতর থেকে গোটা ছয়েক বিস্কুট পড়ল মেঝেয়। দেখামাত্র বাঘের মত লাফ দিয়ে পড়ল জুলি ওর ওপর। 'তা হলে এটাই ব্যাপার, অ্যাঁ? আমি আরও ভাবছি, এতগুলো বিস্কুট খেলে কেমন করে! খেয়েছ তো খেয়েছ, আবার চুরিও করছ, না?'

জুলিকে প্রথমে কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করল কলোরো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর মেজাজ দেখে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ঝাড়ুটা তুলে নিয়ে ওর পেছন পেছন তাড়া করল জুলিও। দমাদম পেটাচ্ছে ওর পিঠে। আশ্চর্য! পেছন ফিরে তাকানোর কথা মাথায়ও আনেনি কলোরো। সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুতবেগে পালিয়েছে জুলির কবল থেকে।

পরে কিন্তু ভয় পেয়েছে জুলি। মাথা ঠাণ্ডা হতেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। এরপর শেন আসলে ওকে খুলে বলেছে ঘটনা। সব শুনে বেদম হাসিতে ফেটে পড়েছে শেন। হাসির তোড়ে মিনিট পাঁচেক কথাই বলতে পারেনি। শেষে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছে 'সাবাস, ম্যাম! তুমি পেরেছও বটে কলোরো আর তোমার ধারে কাছেও আসবে না।'

'আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি,' স্বীকার করেছে জুলি। 'কিন্তু কী

করব, বলো? ঈশ্বর এমন এক মেজাজ দিয়েছে আমাকে। খারাপ হলে আর ঠিক-বেঠিক হুঁশ থাকে না। কিন্তু কলোরো চলে যাবার পর মাথা ঠাণ্ডা হতে অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। লোকটা এখন যে কোন সময় এসে আমাকে আর টনিকে খুন করে যেতে পারে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শেন। 'কলোরো অন্তত আসবে না। যে-দাবড়ানি ওকে দিয়েছ, এখন তুমি ওকে যতটা ভয় পাচ্ছ, তোমার কথা ভেবে ও তারচে' বেশি ভয় পাবে।'

কিন্তু এখন জুলির কথা শুনে ভয় পাচ্ছে টনি। লোকটা যত যা-ই হোক, একজন ইন্ডিয়ান। খাঁটি উতে নয়, হাফ কোমাঞ্চে। জুলি ওকে যে অপমান করেছে, সেটা ওর পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। কারও পক্ষেই নয়। কলোরো আগে ভয় পেয়ে না এলেও এখন যে এ হৈ চৈ-এর সুযোগ নেবে না, কে বলতে পারে? হয়তো প্রথম সুযোগেই অপমানের বদলা নিতে চাইবে সে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে তাদের দু'জনকে খুন করে যাবে। জুলির দিকে চাইল সে অস্বস্তিভরে। বলল, 'আমাদের বোধ হয় কিথের কথাই শোনা উচিত।'

'না, আমরা অতদূর যাব না। আমাদের সব কিছু এখানে। এসব ফেলে যাব কী করে? তবে ও বলেছে, শেন নাকি আমাদের ওর কেবিনে চলে যেতে বলেছে। যদ্দিন ইন্ডিয়ানরা শান্ত না-হয়, ততদিন ওর ওখানে থাকতে পারব। আলুগুলো তুলে নিয়ে ওর কেবিনে চলে যাব আমরা। এখনও অনেক বেলা আছে। ভয় নেই, এরই মধ্যে যদি ওরা এসে যায়, ওদের দেখতে পাব আমরা। দরকার হলে লড়াই করব। তবে রাতের বেলাটা এখানে থাকা ঠিক হবে না।

ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল জুলি। কয়েক পা গিয়ে থমকে পেছনে ঘাড় ফিরাল। চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাজটা করে ফেলো। দেখো আবার মাছটাছ ধরার কথা এখন চিন্তা কোরো না যেন। কে জানে, ইনজুনগুলো হয়তো উইলো বনের

ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছে। তোমাকে একা পেলে মাথাটা কেটে নিয়ে ছাল ছাড়াবে।' নাতিকে ভয় দেখাল ও।

পেছন থেকে ওর যাওয়া দেখল টনি। এই প্রথমবারের মত বুড়িকে একটু বিচলিত মনে হচ্ছে। ভয় পেয়েছে জুলি। নইলে ঘরদোর ফেলে শেনের কেবিনে চলে যেতে রাজি হত না।

কপাল থেকে আবার ঘাম মুছল টনি। ওর বুকের ভেতর কলজেটা যেন লাফাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে ও। নিচু হয়ে ফর্কটা গাঁথল আবার আলুর আঁটিতে। ভয় ভোলার জন্য কাজে মন দিতে চাইল। কিন্তু বুঝতে পারছে, এখন আর তা সম্ভব নয়।

সহজে ভয় পাবার ছেলে ও নয়। কিন্তু এখন পাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে, নদীর ওপাড়ে উইলো ঝাড়ের ভেতর থেকে উতেরা উঁকি মেরে দেখছে ওকে। যে কোন মুহূর্তে ওদের গুলি ছুটে আসবে ওর পিঠ অথবা মাথা সই করে। ওকে গুলি করে মেরে মাথাটা কেটে নিয়ে যাবে ওরা। ঘরের ভেতর বেড়ার সাথে ঝুলিয়ে রাখবে।

একটা আঁটি শেষ করে পরের আঁটিতে যাবার জন্যে সোজা হলো ও। এক পা তুলেছে, এমন সময় নদীর ওপাড় থেকে ইন্ডিয়ানদের হুঙ্কার শুনল। এই প্রথম নিজের কানে শুনল ও। কিন্তু ওরা যে উতে, ঠিকই বুঝতে পারল। হাতের ফর্কটা ফেলে দিয়ে কেবিনের দিকে ছুটল ও। ছুটতে ছুটতে দেখল, ওপাড়ের উইলোর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ব্রেড ওয়ালের কেবিনের দিকে ছুটেছে ইন্ডিয়ানরা। আট থেকে দশজনের একটি দল। নেতৃত্ব দিচ্ছে পিন্টোয় চড়া একজন।

কেবিনের সামনে ওয়্যাগনে ঘোড়া জুড়ছিল ওয়াল। টনি আগে ওকে লক্ষ করেনি। ইতোমধ্যে কেবিন থেকে মালপত্র বের করে ওয়্যাগনে বোঝাই করে ফেলেছে। ইন্ডিয়ানদের হুঙ্কার শোনামাত্র লাফ দিয়ে ওয়্যাগনের সীটে উঠে বসল ও। তারস্বরে চেঁচাল ঘোড়ার উদ্দেশে। সাথে সাথে সাড়া দিল ওটা। উঁচু-নিচু জমিনের

ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা চলতে লাগল ওয়্যাগন।

শার্পসটা হাতে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জুলি হাইট। টনি কেবিনের দরজায় পৌঁছার আগেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এক হাঁটুর ওপর রাইফেল রেখে ট্রিগারে টান দিল। বিদঘুটে আওয়াজ অস্ত্রটার। পেছন দিকে প্রচণ্ড ধাক্কাও দেয়। তবে এখন খারাপ লাগল না। অস্ত্রটা দাদির খুব প্রিয়, জানে সে।

লাফ দিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল জুলি। হতাশায় অস্ত্রটা হাত থেকে ফেলে দিল। খেপাটে স্বরে বলল, 'হায় হায়! অল্পের জন্য পিন্টোয় চড়া দলের পাণ্ডাটাকে খতম করতে পারলাম না...'

দু'হাত কোমরে রেখে নদীর ওপাড়ে তাকাল সে। বিড় বিড় করে বলল, 'ওরা ওয়ালের পেছনে লেগেছে। ওয়ালের আজ বাঁচোয়া নেই।'

শার্পসটা আবার তুলে নিল ও কেবিনের ভেতর ঢুকল। এক মিনিট পর বেরিয়ে এল এক হাতে একটা বস্তা আর অপর হাতে টনির রাইফেলটা নিয়ে। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি জিনিসপত্র গোছাতে যাচ্ছি। শেনের কেবিনে চলে যাব। তুমি এ বস্তায় আলুগুলো ভরে নাও। ওগুলো সাথে নিয়ে যেতে হবে। নইলে খাব কী? মনে হচ্ছে, কয়েকটা দিন এখন ওখানেই কাটাতে হবে।

'ওরা হয়তো নদী পেরিয়ে আমাদের এখানে চলে আসতে পারে,' ধাবমান দাদির উদ্দেশে চেঁচাল টনি। 'ওরা...'

ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফেরাল জুলি। নাতির কথা শেষ হবার আগেই খেপাটে স্বরে জবাব দিল, 'আসতে দাও। তারপর ওদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।' নাতির উদ্দেশে মুখ ভেঙচাল। 'য বলছি তা করো।' বার্নের দিকে ছুটে গেল।

বস্তা হাতে বাগানের দিকে ছুটল টনি। নদীর ওপাড়ে ওয়ালের কেবিনের দিকে চেয়ে ঢোক গিলল। ওর মনে হচ্ছে, উনেরা ওদের কেবিনটা জ্বালিয়ে দেবে। জুলি অনেক পরিশ্রম করে গত গ্রীষ্মে বানিয়েছে কেবিনটা। শেনও সাহায্য করেছে কিছুটা। ওকে

ওয়ালের কেবিনের চেয়ে ওদের কেবিন অনেক সুন্দর ও মজবুত।

বাগানে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে বস্তায় আলু ভরতে শুরু করল ও। উইনচেস্টারটা পাশে রেখেছে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখছে নদীর ওপাড়ে, আবার আলু ভরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

প্রতিটি মুহূর্তে ওর ভয় হচ্ছে, নদীর এপাড়ে উইলো ঝোপ থেকে আরেক দল উতে বেরিয়ে আসবে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে। ও রাইফেলে হাত দেবার আগেই গুলি করবে ওকে। ওর কান্না পাচ্ছে। চিবুক বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। মরে গেলে জুলিকে সে আর কখনও দেখতে পাবে না।

পাঁচ

নদীর দিকে ছুটতে ছুটতে চিন্তা করছে শেন। অনুমান করার চেষ্টা করছে ওয়ালের টীম হর্স আর দল থেকে সামনে এগিয়ে থাকা সবার সামনের ইন্ডিয়ানটার পিন্টোর গতির পার্থক্য। পিন্টোতে আরোহীর ডান হাতে একটা রিভলবার। ঘোড়ার পিঠে মাথা একদম নিচু করে বসে আছে ও।

ঘোড়াগুলোকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাবার চেষ্টা করছে ব্রেড। প্রাণপণে ছুটছে ওগুলো। সমস্যাটা তারাও বুঝতে পারছে যেন। যেন বুঝতে পেরেছে, পেছন থেকে তাড়া করে আসা মানুষগুলোর হাতে ধরা পড়লে ওদের নিজেদেরও বিপদ হতে পারে।

ঘোড়াগুলোকে সামনে পেটাচ্ছে ওয়াল, জোরে জোরে চেঁচাচ্ছে। ঘোড়াগুলোও ছুটছে প্রাণবাজি রেখে। কিন্তু পেরে উঠছে না পেছনের পিন্টোর গতির সাথে। ওদের মাঝের দূরত্ব দ্রুত কমে

আসছে। ইচ্ছে করলে ইন্ডিয়ানটা এখনি পেছন থেকে গুলি করে ফেলে দিতে পারে ওয়ালকে। কিন্তু তা করছে না। ওর উদ্দেশ্য মনে হয় ভিন্ন। লোকটা হয়তো ওয়ালের পাশে এসে কিংবা ওকে পেরিয়ে সামনে থেকে গুলি করতে চায়। বোধ হয় বাহাদুরি নেবার চেষ্টা।

নদীর পাড়ে গিয়ে থামল শেন। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওয়ালকে নিয়ে ব্যস্ত ইন্ডিয়ান মনে হয় ওর উপস্থিতি খেয়াল করেনি। শেন নিজেও ওর চোখে পড়ার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ওর উপস্থিতি টের পেলে মত পাল্টে ফেলতে পারে ইন্ডিয়ান। তাড়াতাড়ি ওয়ালকে শেষ করে পিঠটান দিতে পারে। পেছনে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করবে।

কিন্তু শেনের সমস্যা হলো, ও ঠিক বুঝতে পারছে না ইন্ডিয়ানটা আসলে কী করতে চায়। ও হয়তো এমনও ভাবছে যে, ওয়্যাগনঅলা লোকটা যদি ওর হিসেব মত অবস্থানে পাওয়ার আগে নদী পেরিয়ে যায়, তা হলে পেছন থেকেই গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে। কারণ লোকটা নদী পেরিয়ে ওপাড়ে পৌঁছাতে পারলে ওপাড়ের সাদা পরিবারগুলোর সাহায্য পাবে। সবাই মিলে রুখে দাঁড়াবে, পাল্টা আঘাত হানতে চাইবে। কিন্তু ওয়ালকে সে-সুযোগ নাও দিতে পারে সে। কারণ ওকে নদী পেরিয়ে তাড়া করতে যাওয়াটা যে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে, তা বোঝার মত কচি খোকা ও নয়।

ওয়ালের একদম ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তরুণ উতে। মাথা নাড়ল শেন। আর অপেক্ষা করা যায় না। এখন যে কোনও মুহূর্তে গুলি করতে পারে লোকটা। উইনচেস্টার কক করল সে। ইতস্তত করল একটু। গুলি যদি মিস হয় তা হলে ওয়ালকে সাথে সাথে খুন করবে লোকটা। তারপর লেজ তুলে ভাগবে।

রিভলবার উঁচাতে দেখল শেন ইন্ডিয়ানটাকে। গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা। রাইফেলটা কাঁধের সাথে ঠেকাল শেন। সাইটে

চোখ রাখল। তারপর টেনে দিল ট্রিগার। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না-করে।

দু'হাত একসাথে ওপর দিকে উঠে গেল ইন্ডিয়ানের। রিভলবার ছিটকে গেল হাত থেকে। ঘোড়ার পিঠ থেকে কাত হয়ে পড়ল একদিকে। পড়ে গেল মাটিতে। ঢালু বেয়ে ওর শরীর গড়িয়ে গেল নদীর দিকে। শেনের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মাটিতে পড়ে লোকটা যেভাবে গড়ান দিল, তাতে অবাক হলো শেন। মারা যায়নি লোকটা! সম্ভবত তেমন বেশি আহতও হয়নি। অপেক্ষা করল ও। লোকটা একটু নড়াচড়া করলেই আবার গুলি করবে। কিন্তু একদম অনড় হয়ে পড়ে আছে তরুণ উতে, যেন কিছুই হয়নি ওর। আহত হোক বা না হোক, ভাবল শেন, বাঁচতে হলে এখন তাকে মরার অভিনয় করতেই হবে।

আরও দুটো গুলি করল ও। তাতে লাভ হলো একটাই। পেছনের ইন্ডিয়ানগুলো সচকিত হলো। অগ্রগতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। ঘোড়ায় চড়ল শেন। আরও দু'একটা গুলি ছুঁড়ল অদৃশ্য ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশে। তাতে উইলোর পাতা ঝরানো ছাড়া লাভ হলো না।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেল ইন্ডিয়ানদের দলটা। দু'একটা গুলি ছুঁড়ল। শেনের সামনে একটু দূরে এসে মাটিতে বিঁধল ওসব গুলি। কাজ হবে না ভেবে পেছনে ছুটল ওরা, ব্রেড ওয়ালের কেবিনের দিকে। লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেবে ওটায়।

আরও তিনটা গুলি ছুঁড়ল শেন ওদের উদ্দেশে। কিন্তু সামনের দূরত্বটা ওর রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে। কোন ক্ষতি হলো না উতেদের, কেবল চলার গতি একটু বাড়ল।

নদীতে নেমেও দৌড়াচ্ছে ওয়ালের ঘোড়া। ওয়াল যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। অনবরত তাড়না দিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। এত কিছুর পরও একবারের জন্য পেছন ফিরে তাকায়নি লোকটা।

পারিপার্শ্বিক হুঁশ-জ্ঞানও যেন হারিয়ে ফেলেছে। ডান হাতে লাগাম সামলাতে সামলাতে বাম হাতে অনবরত চাবুক পেটা করছে ঘোড়াটাকে।

পানির মধ্যে গতি কমে গেছে ওয়্যাগনের। তবে থামল না। নদী পেরিয়ে আসতেই চেঁচিয়ে ডাকল শেন, 'ব্রেড, ব্রেড... সব ঠিক আছে। আর কোন ভয় নেই। তুমি পেরেছ, ব্রেড। তুমি সত্যিই পেরেছ।'

কিন্তু ওর চিৎকার যেন কানেও ঢুকল না লোকটার। অনবরত চাবুক চালাচ্ছে ও। শেনের পাশ দিয়ে সবেগে চলে গেল ওয়্যাগনটা। করালের সামনে যাওয়ার আগে থামল না।

ওয়্যাগন সীট থেকে নামল ওয়াল। টলতে টলতে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলাল। পেছনে তাকাল। শেনও ছুটে আসছিল ওয়্যাগনের পেছন পেছন। কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। তাকাল ওয়ালের দিকে। ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে ওয়ালের মুখ। এক ফোঁটা রক্ত নেই তাতে, যেন সব রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ। শেনকে তাকাতে দেখেও পরিচয়ের কোন চিহ্ন ফুটল না ওর মুখে। চোখ দেখে মনে হচ্ছে চার পাশে কী আছে, না আছে, সেসব ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা হয়েছে ওর।

ঘোড়াটাকে ধরতে গেলে মেরেই ফেলেছে লোকটা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। কাঁপছে থর থর করে। চাবুকের আঘাতে চামড়া কেটে গিয়ে রক্তাক্ত পিঠ ও পাঁজর।

'কেবিনে যাও, ব্রেড,' মৃদু স্বরে বলল শেন। 'আর কোনও ভয় নেই।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াল, যেন শেনের কথা বুঝতে পেরেছে। তবে নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল [illegible] স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওর কী অবস্থা, শেন? ঠিক আছে তো?'

'ঠিক হয়ে যাবে, ফ্লোরা। আতঙ্কটা একটু কাটতে দাও,' আশ্বস্ত করতে চাইল ওকে শেন। 'আগে ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। কিচেনে একটা হুইস্কির বোতল পাবে। ওকে দাও। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এক বোতল নয়, পুরো ড্রাম লাগবে ওর।'

নীরবে বাবার একটা হাত ধরে টানল ফ্লোরা। ছোট্ট একটা শিশুর মত ওর পেছন পেছন চলল ওয়াল। দু'চোখে এখনও কোনও ভাব নেই। অবস্থা দেখে ভয় পেল শেন। মনে হয় আর কখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে না ওয়াল। ও শুনেছে, প্রচণ্ড আতঙ্কে অনেক সময় মানুষ তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। এমনকী, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে একদম অবোধ শিশুতে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়।

ওয়্যাগন থেকে ঘোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ব্যস্ত রইল শেন। গা মেসেজ করে দিল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর করালে নিয়ে বাঁধল। খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না সে। মালিকের মত ওটাও শেষ পর্যন্ত কাজের বাইরে চলে যায় কি না ভাবছে। করাল থেকে বেরিয়ে নদীর ওপাড়ে চোখ পড়তে দেখল ধোঁয়া আর আগুন। ওয়ালের কেবিনটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে বিক্ষুব্ধ উতেরা।

কিচেনে ঢুকল ও। দরজা বন্ধ করে ওর দিকে চাইল ফ্লোরা। 'বাবাকে আমি আর কখনও এমন হয়ে যেতে দেখিনি, শেন। চুপচাপ বসে আছে ওখানে। কোনও কিছুই দেখছে না। আমাকেও মনে হয় চিনতে পারছে না। মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বেরোচ্ছে না। গেলাসে হুইস্কি ঢেলে বাড়িয়ে দেবার পরও নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল না। সারা জীবনে কখনও ওকে হুইস্কির গ্লাস সামনে নিয়ে বসে থাকতে দেখিনি।'

'মানসিকভাবে ও প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, ফ্লোরা। দেখে মনে হচ্ছে, ও বেঁচে আছে কি না তাও বুঝতে পারছে না।'

'হুঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্লোরা তাকাল একটু দূরে নির্বোধের মত বসে থাকা বাবার দিকে। 'জানি না আগেও বুঝতে পারত কি

না!' তিক্ত শোনাল ওর গলা।

'হরিণের মাংসটুকু আমি কেটে দিচ্ছি,' প্রসঙ্গ পাল্টাল শেন। মাংস কাটার ছুরিটা নিল তাক থেকে। 'রান্না আমাদের দু'জনের জন্যেই হবে। তোমার বাবা তো মনে হয় না কিছু খাবে। হুইস্কিটা পর্যন্ত পড়ে আছে সামনে।'

'আমারও।' ওর সাথে একমত হলো ফ্লোরা। শেন উঠে পেছনের দরজার দিকে এগোতেই বলল, 'আমাদের একজনের বোধ হয় সামনে পাহারায় থাকা উচিত। ইন্ডিয়ানরা নদী পেরিয়ে আসতে পারে।'

'না।' মাথা নাড়ল শেন। 'এক্ষুণি আসবে না। ওরা এখন তোমাদের কেবিন নিয়ে ব্যস্ত। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওটায়, সম্ভবত বার্নেও। ধোঁয়া দেখে সে রকমই মনে হলো...।' ওরা এখন কিছুক্ষণ ওটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।'

'হা ঈশ্বর!' হাহাকারের মত শোনাল ফ্লোরার গলা। 'বাবা তো মনে হয় না, ওটা আবার নতুন করে বানাতে পারবে। এমনকী এ-অবস্থা কাটিয়ে উঠলেও? আমার মনে হয় না ওখানে ফিরে যাবার মত কিছু থাকবে আমাদের জন্যে।...ভালই হয়েছে,' শেনের দিকে চাইল। 'আমিও আর যেতে চাই না ওখানে।'

'ফিরে যাবার দরকারই বা কী? এখানে তোমার নিজের একটা ঘর তো পাচ্ছ। তবে কিনা...' একটু থামল শেন। 'কথাটা এখনও পাকাপোক্ত হয়নি।'

'পাকাপোক্ত হয়ে গেছে,' স্পষ্ট গলায় বলল ফ্লোরা। 'অবশ্য তুমি যদি এর পরেও আমাকে চাও।' মুখ টিপে হাসল। 'আশ্চর্য, না? কী করেই না একটা মানুষের মত হঠাৎ পাল্টে যায়! অথচ কিছুক্ষণ আগেও আমি মনস্থির করতে পারিনি। কিন্তু যখন দেখলাম, বাবাকে তাড়া করে আনছে একদল উতে, যখন দেখলাম, নিজের জীবনের পরোয়া না-করে তুমি ছুটে গেলে নদীর দিকে, আমার ভেতরে কেমন জানি হয়ে গেল। তুমি এমন এক

মানুষকে বাঁচাতে গেলে, যাকে তুমি পছন্দই করো না। অবশ্য পছন্দ করার মত কোনও গুণই নেই ওর মধ্যে। কিন্তু তারপরও তুমি ছুটে গেলে একটুও দ্বিধা না করে। হঠাৎ আমার মনে হলো, বেঁচে থাকাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাবাকে বাঁচাতে তুমি ওভাবে ছুটে না-গেলেই পারতে। তুমি তো জানতে বাবা মরে গেলেই বরং তোমার জন্যে সুবিধে। মানে...আমি বলতে চাইছি...মানে...' হঠাৎ খেই হারিয়ে থেমে গেল ফ্লোরা। ওর মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটল।

মাংস কাটার ছুরিটা টেবিলে রেখে ওর কাছে গেল শেন। 'হানি, তুমি কি সত্যিই আমাকে বিয়ে করবে?'

'অবশ্যই, শেন,' জবাব দিল ফ্লোরা। 'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, সেদিনই ভালবেসে ফেলেছি। সমীহ এবং ভালবাসা দুটোই একসাথে অনুভব করেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, তোমার স্ত্রী হতে পারলে যে কোন মেয়ের জীবনই ধন্য হয়ে যাবে। কারণ তুমি কিছুতেই পরোয়া করো না। তুমি ভয় করো না বলে অন্যদেরও উদ্দীপ্ত করতে পার। মেয়েরা তোমার মত একজন পুরুষকেই মনে মনে স্বামী হিসেবে কামনা করে।'

ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল শেন। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু তার আগে ফ্লোরার ফিসফিসে স্বর শুনল। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, শেন। প্রথম থেকেই ভালবেসে এসেছি। কিন্তু বাবার জন্যে কখনও নিজের ভালবাসার কথা বলতে পারিনি।'

দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল শেন, চুমু খেল আলতো করে। বলল, 'ফ্লোরা, আমরা শীঘ্রই বিয়ে করব। প্রথম যে পাদ্রীটাকে পাব, সেই আমাদের বিয়ে পড়িয়ে দেবে। তারপর আমরা মা-বাবা হব। একপাল ছেলেপিলে ঘিরে থাকবে আমাদের। আমরা দু'জনে তাদের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করব। সবচে' বড় কথা, আমরা একে অন্যকে সুখী করব। ঠিক আছে?'

'হুঁ, শেন,' ওর বুকে মুখ গুঁজল ফ্লোরা।

ওর মুখটা তুলে আবার চুমু খেল শেন। ফ্লোরাও চুমু খেল ওকে। চঞ্চল হয়ে উঠল শেন। ফ্লোরা, আমি... থেমে গেল আচমকা।

বাইরে ওয়্যাগন থামার শব্দ। পরক্ষণেই শোনা গেল জুলির গলা। 'ভেতরে আছ নাকি, শেন?'

'ওহ্!' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল ফ্লোরা। 'ওই এসে গেছে পর্বত!'

ওকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো শেন। হাসল। তারপর বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখল ব্রেডকে আগের মতই বসে আছে। একই জায়গায়।

ওকে দেখে হাসল জুলি। 'বুড়ো ওয়ালের কী অবস্থা? আমি গুলির শব্দ শুনেছি। তারপর দেখলাম, খরগোসের পেছনে নেকড়ের পালের মত ওর পেছনে লেগেছে উতে শয়তানগুলো। তাড়া করছে। পরে জঙ্গলের আড়াল হয়ে যাওয়ায় আর দেখতে পাইনি।'

'ও ভাল আছে, ম্যাম। তবে কেমন যেন হয়ে গেছে। কাউকে যেন চিনতে পারছে না। কী ঘটছে, তাও বুঝতে পারছে না।'

'আহত নাকি ও? পিন্টোয় চড়া ইন্ডিয়ানটা কি গুলি করেছে ওকে?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল শেন। 'যদ্দূর মনে হয়, আচমকা প্রচণ্ড আতঙ্কে এমন হয়ে গেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছ সামনে দেয়ালের দিকে। যেখানে বসানো হয়েছে, সেখানে ঠায় বসে আছে। চিনতে পারছে না কাউকে। চারপাশে কী ঘটছে, তাও বুঝতে পারছে না।'

ঘোঁৎ করে উঠল জুলি, বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল। 'তা হলে তো আর কোন কাজেই আসবে না ও। স্রেফ পড়ে থাকবে এক তাল মাংসের মত।'

'ফ্লোরা আছে ভেতরে, জানাল শেন। 'রান্নার আয়োজন করছে। হরিণের মাংস আছে কিচেনে। কাটা হয়নি এখনও। খুঁটির সাথে টাঙানো। দেখবে নাকি তুমি?'

ঘোড়ার রশি টনির হাতে দিয়ে হাচড়পাচড় করে ওয়্যাগনটার সীট থেকে নামল জুলি। ওর নামার ভঙ্গি দেখে হাসি চাপল শেন। ওয়্যাগন সীট থেকে যেভাবে নেমেছে মহিলা, দেখে মনে হতে পারে, রাঁধতে নয়, উতেদের সাথে লড়তে যাচ্ছে। ওর হাসিকে পাত্তা দিল না জুলি। বড় বড় পদক্ষেপে কেবিনের দিকে এগোল। 'আচ্ছা, আমি দেখছি,' হাঁটতে হাঁটতে ওকে আশস্ত করল। 'তুমি বরং টনিকে দেখিয়ে দাও ঘোড়াগুলোকে কোথায় বাঁধতে হবে।'

পরক্ষণে ফিরে এল আবার ওয়্যাগনের কাছে। ওয়্যাগন বক্স থেকে গোল আলুর বস্তাটা নামিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, শেন। আসলে দরকার মনে করিনি। আমি আর টনি এখানে থাকতে এসেছি। তাই যতটা সম্ভব রসদ নিয়ে এসেছি, যেন পরে টানাটানির মধ্যে পড়তে না হয়।'

এবার হেসেই ফেলল শেন। 'অবশ্যই, জুলি। তুমি যদি ফ্লোরার সাথে কিচেনে শেয়ার করতে পার, আমার কোন সমস্যা নেই। তবে ওর ওপর খবরদারি করতে গেলে কিন্তু ঝগড়া বাধবে। তখন আর আমি নেই। হা হা হা...'

ধপ করে বস্তাটা মাটিতে ফেলে দু'হাত কোমরে বেঁধে দাঁড়াল জুলি। কপাল কুঁচকে বলল, 'মি. শেন অস্টিন, ফ্লোরার সঙ্গে রান্নাঘর ভাগাভাগি করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওর কাজ যদি মনঃপূত না হয়, তা হলে ছেড়ে কথা বলব না।'

'বেশ বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে একটা সুসংবাদ, অবশ্য তুমি যদি তা-ই মনে করো, দিচ্ছি তোমাকে। আমি আর ফ্লোরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'অ্যাঁ!' দু'চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হলো মহিলার। 'সত্যিই! অবশ্যই সুসংবাদ। কনগ্রাচুলেশনস, ইয়াংম্যান। একটা

চমৎকার মেয়েকে বউ হিসেবে পেতে যাচ্ছ তুমি। যাক, শেষ পর্যন্ত ওই হতচ্ছাড়া বাপটার কবল থেকে মেয়েটাকে মুক্ত করতে পেরেছ। কিন্তু ওয়ালের ব্যাপারে কী ভেবেছ?'

'সেটা একটা সমস্যা। বিশেষ করে এখন যে অবস্থা, এটা যদি কাটিয়ে উঠতে না-পারে...' চিন্তিত দেখাল শেনকে।

গোল আলুর বস্তাটা তুলে নিল জুলি। একটু ইতস্তত করল। তারপর বলে ফেলল, 'শেন, তুমি তো জানো, আমি অন্ধকার, ভূত-প্রেত, বাঘ-ভালুক কিছুকেই ভয় পাই না। সুতরাং কিথ স্ট্যাবো যখন আমার কেবিনে গিয়ে ইনজুনদের কথা বলল, পাত্তাই দিইনি। ওকে বলেছিলাম, যা-ই ঘটুক, আমি আর টনি কেবিনেই থাকব। ইন্ডিয়ানরা ঝামেলা পাকাতে গেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। কিন্তু যখন নিজের চোখে দেখলাম, ওরা ব্রেড ওয়ালকে তাড়া করছে, মিথ্যে বলব না, ভয় পেয়েছি। ভেবেছি, বাড়ি-ঘর গেলে আবার তৈরি করা যায়, কিন্তু একটা মাত্র গুলির আঘাতে জানটা চলে গেলে কখনও আর ফেরত পাব না। অতগুলো ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে নিজেদের অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে চলে এসেছি। আমার শার্পস আর টনির উইনচেস্টারটা ওয়্যাগনে। কার্তুজগুলোও। উতেরা এলে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ব আমরা।'

'তোমরা চলে এসে খুব ভাল করেছ, জুলি। আমি খুশি হয়েছি। ভরসাও পাচ্ছি। আমরা একসাথে লড়ব ওদের বিরুদ্ধে। কেবিনের ভেতর থেকে পুরো একটা দলকে রুখে দিতে পারব।'

'অবশ্যই পারব,' উৎসাহী গলায় বলল জুলি। তারপর আলুর বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে ঢুকে গেল কেবিনে।

'ওয়্যাগন নিয়ে বার্নের দিকে যাও,' টনিকে বলল শেন। 'ওয়ালের ওয়্যাগনটার পাশে নিয়ে দাঁড় করাও। তারপর ঘোড়াগুলো করালে ঢোকাও। ওয়ালের ঘোড়াও আছে ওখানে।'

'নিশ্চিন্ত সার,' বিনীত গলায় বলল টনি। ঘোড়াগুলোকে তাড়া

দেয়ার জন্য সামনে ঝুঁকল। আবার সোজা হলো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ছেলেটা কিছু একটা বলতে চাইছে। 'কিছু বলবে, টনি?'

বারকয়েক ঢোক গিলল টনি। তারপর বলে ফেলল, 'আচ্ছা শেন, ভাল লোকেরা কি কোন কিছুতে ভয় পায়?'

'সেটা নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর,' ওর দিকে তাকিয়ে হাসল শেন। 'মাঝে মাঝে সত্যিকারের ভয়ই কিন্তু মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে। ভয় থেকে সতর্কতা এবং দায়িত্বশীলতা আসে। সেটাই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে।'

'আমি সতর্ক থাকতে চাই, শেন,' বলল টনি। 'আমি সহজে ভয় পাই না। কিন্তু ইনজুনদের ব্যাপারটা আলাদা। এরা মানুষের মাথা কেটে নিয়ে যায়। খুলি থেকে চামড়া ছিলে নাকি মাথাটা ঝুলিয়ে রাখে ঘরের ভেতর। ব্যাপারটা মনে হলেই গা শিউরে ওঠে আমার।'

'অবশ্যই ভয় পাবার কথা,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল শেন। 'এমন একটা ব্যাপারে ভয় পেয়ে থাকলে লজ্জার কিছু নেই।'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল টনি। 'ধন্যবাদ, শেন। 'ইন্ডিয়ানরা হামলা করতে এলে আমি তোমাদের মত করেই লড়ব।'

'আমিও জানি, টনি, তুমি তা-ই করবে,' বলল শেন। ভাবল, ব্রেড ওয়ালের সঙ্গে টনির চিন্তার কতটা ফারাক! দু'জনের মধ্যে কোনও মিলই নেই। বাচ্চা হলেও টনির চিন্তা-ভাবনা ওয়ালের চেয়ে অনেকটা ভিন্ন। উপলব্ধি পরিষ্কার, বড়দের মতই। কিন্তু ওয়াল... ধ্যাৎ! মুখ বাঁকাল শেন।

ছয়

খেয়েদেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল শেন। ভরা পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'দারুণ একটা ডিনার খাওয়ালে, ফ্লোরা। হরিণের মাংস এত চমৎকার করে আমি কখনও রাঁধতে পারিনি।'

'সত্যিই,' গলা খুলে প্রশংসা করল টনিও। 'জবাব নেই।' মস্ত বড় ঢেঁকুর তুলল ও 'হেঁ-উ-ৎ' করে।

'মাংসটা আমি রেঁধেছি, বুঝলে?' হেঁড়ে গলায় ফ্লোরার পাওয়া প্রশংসায় ভাগ বসাল জুলি। 'ও তো কেবল বিস্কুটগুলো সেঁকেছে আর আলুর খোসা ছাড়িয়েছে...' শেনের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল। হাসছে শেন। 'কেবিনের বাইরে ইন্ডিয়ানদের উঁকিঝুঁকি,' বেজার মুখে বলল। 'আর তুমি খাওয়ার গপ্পো জুড়ে দিয়েছ, না?'

ফ্লোরাকে বিব্রত দেখাল। 'সব আসলে জুলিই করেছে। আমি কেবল...'

'আরে ধ্যাৎ!' ওর কাঁধে হাত রেখে আশ্বাসের ভঙ্গিতে মৃদু চাপড় দিল জুলি। 'ওর কথা ধরো না তো, মেয়ে। ওর কাজই হলো আমার পেছনে লাগা। আমি বোকা বুড়ি, বুঝতে পারি না, তাই ওর ফাঁদে পা দিই...'

'আমি আবার কী ফাঁদ পাতলাম!' নিরীহ মুখে বলল শেন। 'আমি শুধু বলেছি, ডিনারটা চমৎকার হয়েছে। তাই না টনি?' টনিকে সাক্ষী মানল।

'হুঁ-উ।' ওপরে-নীচে সজোরে মাথা দোলাল টনি, যেন শেনের

সততায় ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অন্য সময় হলে নির্ঘাত দাবড়ানি খেত টনি দাদির কাছে। আজ আর ওদিকে গেল না জুলি। হঠাৎ গম্ভীর দেখাল ওকে। 'শেন, তুমি আসলে কী ভাবছ? ওয়াল কোন কাজে আসবে না, দেখতেই পাচ্ছ। আমরা বাকি চারজন সবাই গুলি ছুঁড়তে পারি।' নাতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার শার্পস আর তোমার উইনচেস্টারটা ওয়্যাগন থেকে এনেছ, টনি?'

'এনেছি,' জবাব দিল টনি। 'কার্তুজগুলোও।'

'উইনচেস্টার ছাড়াও তোমার পুরনো একটা হেনরী আছে তাই না শেন?'

মাথা দোলাল শেন। 'পুরানো, কিন্তু এখনও চমৎকার গুলি বেরোয়। প্রচুর কার্তুজও আছে আমার কাছে, দুটো রাইফেলের জন্যেই। দেয়ালে ঝোলানো একটা .৪৫ কোল্টও আছে। প্রয়োজনে সেটাও ব্যবহার করা যাবে।'

'শেন, তোমার কি মনে হয় ওরা আবার আসবে?' চিন্তিত মুখে জানতে চাইল জুলি।

'ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে শেষ কথা বলা উচিত নয়, জুলি। তুমি নিজেও তা জান। তবে এক দুই ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি আমরা। এ-সময়ের মধ্যে ব্রেডের কেবিন ও বার্নে আগুন ধরিয়ে কিছুক্ষণ উল্লাস করবে ওরা। তবে আমরা বাইরে পাহারা বসাতে পারি। ওদের দেখামাত্র এসে খবর দেবে, ঘরের ভেতর যারা থাকবে, তাদের। টনি, তুমি যাবে নাকি আগে? পরে আমি গিয়ে তোমাকে ছুটি দেব? কী বলো?'

'অবশ্যই, শেন।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টনি। উইনচেস্টার হাতে নিল। 'বাইরে মানে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তো?'

'উঁহু, মাঝে মধ্যে বার্নের কাছে গিয়েও দেখে আসতে হবে। একটা চোখ রাখতে হবে কেবিনের ওপর। আমার বিশ্বাস, ওরা

নদী পেরিয়ে সোজাসুজি আসবে। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ওদের আমরা যতটা সেয়ানা বলে জানি, ওরা তারচেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত।'

উইনচেস্টার হাতে বড় মানুষদের মত গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল টনি। যখন বোঝা গেল ঘরের ভেতরের কথাবার্তা আর ওর কানে পৌঁছাবে না, তখন বলল, 'আমি কথাটা ওর সামনে বলতে চাইনি। ও বাচ্চা মানুষ, ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বড়রা নিশ্চয় যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করতে তৈরি। শোনো, আমরা আসলে মোটামুটি বেকায়দায় পড়ে আছি। কতক্ষণে ফোর্ট স্টিল থেকে সাহায্য এসে পৌঁছাবে, সে-আশায় বসে থেকে লাভ নেই। যারা ব্রেডের কেবিনে হামলা চালিয়েছে, ওদের সংখ্যা আরও বাড়বে। আমি যতদূর দেখেছি, হামলাকারীরা নেহাত অল্পবয়সী ছেলে ছোকরা। ওরা অতি উৎসাহী হয়ে সৈন্যদের ওপর অতর্কিতে চড়াও হয়েছে। স্রেফ উত্তেজনার লোভে।'

'তা হলে তারা সেটা পেয়েছেও,' ক্ষুব্ধ শোনাল ফ্লোরার গলা।

ওর মনোভাব বুঝতে পারল শেন। যত ভাঙাচোরাই হোক, তবু নিজের ঘর তো। চোখের সামনে তা নষ্ট হতে দেখলে কার না কষ্ট হয়। তবু নিরাবেগ গলায় বলে চলল, 'ওরা আরও পাবে। ওরা হয়তো নদী পেরিয়ে জুলির কেবিনেও আগুন দিতে পারে। ওখানে এখন কেউ নেই। ফলে বিনা বাধায় কাজটা সেরে ওদের উৎসাহ আরও বাড়বে। এরপর ওরা আমাদের ঘোড়াগুলো চুরি করে নেবার চেষ্টা করতে পারে। কিংবা চুপচাপ উইলোর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে আর ফাঁক পেলেই চোরাগোপ্তা হামলা চালাবে আমাদের ওপর।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জুলি। যেন বোঝাল, সে নিজেও এই আশঙ্কাই করছে। বলল, 'কেবিন ছেড়ে এসে কাজটা মনে হয় ভাল করিনি। কেবিনটা জ্বালিয়ে দিলে ওটা আবার নতুন করে গড়ে তোলার সামর্থ্য আমার নেই। অত টাকাই

বা কোথায় পাব?'

'একই অবস্থা তো আমারও,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল শেন। 'কিন্তু কেবিনের মায়া করে ওখানে পড়ে থাকলে যে তোমার জান নিয়ে টানাটানি পড়ত! তুমি আর একটা বাচ্চা ছেলে মিলে কী করতে পারতে অতগুলো উতের বিরুদ্ধে? এদিকে এখানে আমার আর ফ্লোরারও সেই একই অবস্থা হত। এখন আমরা এখানে সবাই এক সাথে আছি। হামলা হলে সবাই মিলে অন্তত প্রাণটা বাঁচানোর চেষ্টা তো করতে পারব। তা ছাড়া আমার কেবিনটা রক্ষা পেলে পরে তোমারটা দাঁড় করানোর ব্যাপারে আমি সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারব। যে যার কেবিনে একা পড়ে থাকলে কেবিন ও জীবন দুটোই হারাতে হত।'

বুকের একদম গভীর থেকে বেরিয়ে আসা খুব বড় একটা নিঃশ্বাস চাপল জুলি। 'তোমার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে, শেন। আমি বুঝি। কে জানে, এটাই হয়তো ভাল হয়েছে। তবে এটাও হয়তো ঠিক, আমাদের কাউকে না পেলে ওরা হয়তো এখানে সময় নষ্ট না-করে হেডেন কিংবা স্টিমবোট স্প্রিংসের দিকে ছুটে যেত। তখন হয়তো...' এবার আর চাপার চেষ্টা করল না। ছেড়ে দিয়ে বুকটা হালকা করার চেষ্টা করল।

এভাবে হবে না, বুঝতে পারল শেন। তবে এরচে' বেশি কিছু বলতে চাইল না। ফ্লোরাকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেয়াটা ঠিক হবে না। এমনিতে যথেষ্ট ভয় পাচ্ছে মেয়েটা। কাঁধ ঝাঁকাল ও। বলল, 'একটা কথা কিন্তু ঠিক। উতেদের এই দলটা কিংবা অন্য আরেকটা দল হামলা চালাবে রিক পলের দোকানে।'

'চালানোর কারণও আছে,' সায় দিল জুলি। 'লোকটাকে ওরা ঘৃণা করে। তারও কারণ আছে। ওরা যদি ওর পরনের কাপড়চোপড় খুলে উদোম করে হাত-পা বেঁধে একটা পিঁপড়ের ঢিবির ওপর ফেলে রাখে, আমি ওদের দোষ দেব না।'

'বাদ দাও, ম্যাম' প্রসঙ্গ পাল্টাল শেন। 'আমরা বরং

আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করি। প্রথমে আমাদের এখানে একটা সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। একজন সারাক্ষণ লক্ষ রাখবে উতেদের গতিবিধির ওপর। জুলি, রান্নার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত কি তুমি টনির ওখানে গিয়ে বসবে?'

'শেন,' টনির উত্তেজিত গলা ভেসে এল বাইর থেকে। 'কয়েকজন লোক আসছে এদিকে।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শেন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তিনজন লোককে আসতে দেখল জুলির কেবিনের দিক থেকে। দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা। মহিলা কি যুবতী নাকি বাচ্চা মেয়ে–দূর থেকে ঠাহর করতে পারল না ও।

'আমি ওদের সাথে কথা বলব,' বলল শেন। 'ওদের আর সামনে এগোতে দেয়া ঠিক হবে না। ইন্ডিয়ানরা ওদের খোলা জায়গায় পেলে চারদিক ঘিরে ফেলবে। কোনভাবেই বাঁচতে পারবে না বেচারীরা।'

'আমিও যাব তোমার সাথে,' ঘোষণা করল জুলি। ফ্লোরাকে বলল, 'বাছা, তুমি টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলো। শেন, তুমি না-হয় এখানে একটা হোটেল খুলে বসো, কী বলো?'

'আরে ধুর! অত খাবার কোথায়?' বাচাল বুড়িকে পাত্তা দিল না শেন। 'হোটেল খুললে পরে আমাদেরই না-খেয়ে মরতে হবে।'

লিভিং রূম থেকে সামনের দরজার দিকে গেল ও। যাবার পথে ওয়ালকে দেখল চেয়ার থেকে উঠে এখন কাউচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এটা ভাল লক্ষণ, ভাবল মনে মনে, ঘুম থেকে উঠে সুস্থ বোধ করবে ওয়াল। আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি কেটে যাবে অনেকটা।

দেয়ালের সাথে গাঁথা হুক থেকে উইনচেস্টারটা পেড়ে নিল ও।

কিন্তু জুলির চোখে পড়তেই চেঁচামেচি শুরু করে দিল ও। 'শেন, দেখেছ? দেখেছ ওর কাণ্ড? ঘুমোচ্ছে ও। শেন, আমি

বলছি, ও লড়বে না। ও কোনও কাজেই আসবে না আমাদের। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোবে আর খাবে। পাহারা দেয়ার কাজটাও ওর দ্বারা হবে না, দেখে নিয়ো।'

'চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল শেন। 'পড়ে পড়ে ঘুমোলে ও খেতেও উঠবে না।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

নিজের শার্পসটা আঁকড়ে ধরে ওর পেছন পেছন বেরোল জুলি নিজেও। ছুটতে ছুটতে গজ গজ করছে, 'ঠিক আছে। কথাটা মনে থাকে যেন তোমার। তুমি তো আবার...'

ওর কথায় মন নেই শেনের। ওর মনোযোগ সামনের তিন রাইডারের ওপর। অনেকটা কাছে এসে গেছে ওরা এখন। শেন দেখল, সবার সামনে যে জন, তার বয়স পেছনের দুজনের চেয়ে বেশি। তিরিশ-টিরিশ হবে বোধ হয়। সুগঠিত শরীর। সুদর্শন লোকটা। মাথায় চওড়া ব্রিমের হ্যাট। গায়ে প্রিন্স আলবার্ট কোট। বাকি দুজন ধরতে গেলে এখনও ছেলে মানুষ। ছেলেটার বয়স আঠারো কি উনিশ। কৃশ শরীর, হাড্ডিসার মুখ। মেয়েটার বয়স আরও কম। পনেরো-ষোলো হতে পারে। দূর থেকে আরও কম বয়সী মনে হয়েছিল শেনের। অবাক হলো ও। কী করছে এরা এই বুনো এলাকায়?

একদম সামনে চলে এল ওরা। বয়সী লোকটা ঘোড়া থেকে নামল। জুলির দিকে চেয়ে টুপি খুলে সম্মান জানাল। 'আমার নাম পিটার লয়েস।' একটা হাত বাড়িয়ে দিল শেনের দিকে। 'তোমাদের দেখে সত্যি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এমন জঙ্গল আর দেখিনি, বাবা। মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই।'

'আমি শেন অস্টিন।' বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে নেড়ে দিল। 'ও জুলি হাইট। আসার সময় ওর কেবিনের পাশ দিয়ে এসেছ। এখানে এখন উতেদের সাথে ঝামেলা চলছে। যে কোনও সময় হামলা হতে পারে আমাদের ওপরও। আমরা ওদের ভিন্ন

ভিন্নভাবে মোকাবিলা না-করে একসাথে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই আপাতত একসাথে থাকছি।'

'খুব ভাল করেছ।' বাকি দুজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গেল লয়েস। 'ওরা নিজ নিজ ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'ওরা মিস্টার ও মিসেস লল্যান্ড। গত রাতে ট্রেইলে দেখা আমাদের। আজ সকালে পথে একটা লোককে দেখলাম, দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছে। ওর মুখে শুনেছি ইন্ডিয়ানদের হামলার কথা। ও আমাদের বলেছিল মিডল পার্কে চলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু ওর কথায় নিশ্চিত হতে পারিনি। তবু পেছনে যাওয়াটা নিরাপদ হবে কিনা বুঝতে না-পেরে সামনে এগিয়েছি।'

'আমি কোন ইনজুনকে ভয় করি না,' এবার আলোচনায় অংশ নিল লল্যান্ড। ওর গলার স্বর মোটা ও একঘেয়ে শোনাল শেনের কানে। 'আমার হাতে কেবল একটা অস্ত্র থাকলেই হলো। পুরো দলটাকে ঠেঙিয়ে ফের রিজার্ভেশনে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের কারও কাছে অস্ত্র নেই।'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল জুলি। লল্যান্ডের দিকে চাইল সরু চোখে। 'তা হলে ইন্ডিয়ানদের ভয় করো না তুমি! বেশ তো। তা হলে এই ইয়াম্পা এলাকায় সবচে' সাহসী মানুষ তুমি।'

জুলি কথাটা শান্ত মুখেই বলেছে, তবে ওর গলায় রাগের আভাস ঠিকই টের পেল লয়েস। নিজেও বিব্রত বোধ করল লল্যান্ডের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায়। ওর কথার মানে হলো, ওরা সবাই কাপুরুষ, ভীতুর ডিম। পাত্তা দিল না ও ছেলেটাকে। কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'ওদিক থেকে নেমে আসার সময় দেখেছিলাম,' প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'ইনজুনরা ওয়্যাগনঅলা একজনকে তাড়া করছে। তখনই বুঝতে পারলাম ইন্ডিয়ান হামলার খবরটা মিথ্যে নয়। কী অবস্থা লোকটার। মেরে ফেলেছে?'

'একটুর জন্যে নাগাল পায়নি,' জবাব দিল শেন, মেয়েটার দিকে তাকাল। ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে। কাপড়চোপড় নোংরা, ধূলিধূসর। শারীরিকভাবেও অসুস্থ দেখাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে নিল লয়েসের দিকে। 'তোমরা আরও সামনে যেতে চাও?'

'নির্ভর করছে তোমরা আমাদের থাকতে দিচ্ছ কি না তার ওপর। লল্যান্ডদের দিকে চাইল লয়েস। একটু ইতস্তত করে বলল, 'হান্না আর চলতে পারছে না। বেচারী ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এভাবে চললে আর বেশিক্ষণ টিকবে না। তাই গোলমালটা না-মেটা পর্যন্ত থাকতে দিলে কৃতজ্ঞ হব।'

'আমি আগেই বলেছি,' আবার কথা বলে উঠল লল্যান্ড। 'একটা অস্ত্র পেলে আমি কাউকে পাত্তা দিই না। কিন্তু আমার কাছে অস্ত্র নেই। ইনজুনরা নিরস্ত্র অবস্থায় পেলে আমাদের শেষ করে দেবে।'

ওর কথার জবাব দিল না কেউ। জুলি বেজার মুখে বলল, 'ঘোড়াগুলো নিয়ে করালে তোলো, শেন। আর মিসেস লল্যান্ড, তুমি এসো আমার সাথে। দেখে তো মনে হচ্ছে, অনেক দিন ধরে উপোস করে আছ।'

'ঠিক বলেছ, ম্যাম,' লয়েস হাসল ওর কথায়, 'শেষবার কখন পেট পুরে খেয়েছি, মনেও করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তোমাদের এখন পেট পুরেই খাওয়ানো হবে,' আশ্বাস দিল জুলি। এক হাতে বেড় দিয়ে হান্নাকে কাছে টেনে নিল। লল্যান্ডের দিকে চাইল আড়চোখে। 'ইয়ং ম্যান, দেখে তো মনে হয়, বউটার ঠিকমত যত্নটাও নিতে জান না...'

'না, না,' দ্রুত প্রতিবাদ করল হান্না। 'জব আমার অনেক যত্ন নেয়। আসলে আমি...ভীষণ ক্লান্ত। তাই অমন দেখাচ্ছে। তা ছাড়া...একটু ভয়ও বোধ হয় পেয়েছি।'

'ভয় পাওয়াটা ভাল, হানি।' ওর কাঁধে মৃদু চাপড় দিল জুলি।

'স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমরাও পেয়েছি। বিশেষ করে আজ সকালে ব্রেড ওয়ালকে ওরা যেভাবে তাড়া করেছে, তা দেখার পর।' লল্যান্ডের দিকে চাইল। 'উতেরা মনে হয় এখন উইলো বনে বসে আমাদের ওপর নজর রাখছে। ওদের ঠেঙিয়ে রিজারভেশনে পাঠিয়ে দিতে চাইলে আমার শার্পসটা নিতে পার তুমি।'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হান্না। 'আমি চাই না উতেদের হাতে ও খুন হয়ে যাক।...ও আসলে একটু বেশি কথা বলে...'

'সেটা আমিও বুঝেছি,' গম্ভীর স্বরে বলল জুলি। 'কিন্তু এখানে তুমি যা বলো, ঠিক তা-ই করে দেখাতে হবে, নয়তো মুখে কুলুপ এঁটে চুপ করে বসে থাকতে হবে। আর তোমাদের দুজনের মত বোকা আমি জীবনে আর দেখিনি। কোন আক্কেলে তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এরকম ইন্ডিয়ান এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

হান্নাকে প্রায় টানতে টানতে কেবিনে নিয়ে ঢোকাল ও।

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে ওর পেছন পেছন যেতে যেতে স্বামীর দিকে ঘাড় ফেরাল হান্না। ওর চোখে আকুতি। যেন স্বামীকে এক মিনিটের জন্যেও চোখের আড়াল করতে মন চাইছে না। ওই মহিলা জোর করে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। অবাক হলো শেন। লল্যান্ডের মত হামবড়াই আর অপদার্থের জন্যে মেয়েটার মনে এত মমতা! বুঝে উঠতে পারছে না সে। জানে, পারবেও না। মেয়েদের সাথে বেশি মেশেনি ও। তবে ফ্লোরাকে দেখে অন্তত এটুকু বুদ্ধি ওর হয়েছে যে, বোঝার চেষ্টা না-করাই ভাল।

হান্নাকে নিয়ে কেবিনে না-ঢোকা পর্যন্ত পেছন থেকে ওদের দিকে চেয়ে রইল লয়েস। তারপর শেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'দজ্জাল মহিলা, বাবা!'

'ও একটা বুড়ি মাগী!' খেঁকিয়ে উঠল লল্যান্ড। 'ভাব দেখাচ্ছে যেন হান্নার মা। ওর এসব কথা বলার কোন অধিকার নেই।'

'যথেষ্ট অধিকার আছে ওর,' বিরসস্বরে বলল শেন। 'তোমার

ফালতু বকবক বন্ধ করার জন্যে হলেও।

শেনের চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা লল্যান্ড। কাঁধ দুটোও সে-অনুপাতে চওড়া। দু'হাতে মুঠো পাকিয়ে রুখে উঠল ও, আগুন চোখে চাইল শেনের দিকে।

'চলো, চলো,' দ্রুত কথা বলে উঠল লয়েস। 'আমরা বরং ঘোড়াগুলো করালে ঢোকাই। জুলি হাইটস সম্ভবত টেবিল সাজিয়ে বসে থাকবে আমাদের জন্যে। পেটে কিছু না-পড়া পর্যন্ত দেখছি মাথাটা ঠাণ্ডা হবে না।'

ছেলেটাকে মনে মনে নাকচ করে দিয়ে গোড়ালির ওপর ঘুরল শেন, এগোল করালের দিকে। মাথা ঝাঁকিয়ে লয়েসকে ইঙ্গিত করল, ওকে অনুসরণ করার জন্যে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে ওর। লল্যান্ডকে সহ্য করতে পারছে না। স্রেফ ভাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু মেয়েটার কথা ভাবতে বুঝতে পারল, তা সম্ভব নয়।

নিজ নিজ ঘোড়া থেকে স্যাডল খসাল ওরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখতে লাগল শেন। হান্নার ঘোড়াটার পরিচর্যা করল লয়েস। কাজটা শেষ করতে ওদের খড়ের গাদা দেখিয়ে দিল। বলল, ওখান থেকে খড় এনে ওগুলোর সামনে দেয়ার জন্যে।

উদ্বিগ্ন বোধ করছে শেন। কেবিনে রসদপত্র যা আছে, তাতে ইন্ডিয়ানদের ঝামেলা না-মেটা পর্যন্ত এতগুলো মানুষের চলবে কি না ভাবছে। যে পশুখাদ্য আছে, তাতে ওর তিনটে ঘোড়া আর গরুগুলোর পুরো শীতকাল চলেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। কিন্তু বাড়তি পশুগুলোসহ খেলে তাতেও টান পড়বে। খাদ্য কেনার মত টাকা-পয়সাও নেই ওর হাতে।

কাজ শেষ করে লয়েস ও লল্যান্ড এল ওর কাছে। লয়েস লল্যান্ডকে বলল, 'জব, তুমি কেবিনে গিয়ে হান্নাকে দেখো। আমি মি. অস্টিনের সাথে কথা শেষ করে এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

একটা কথাও না-বলে প্রায় চরকির মত ঘুরে গেল লল্যান্ড।

দুমদাম পা ফেলে উঠান পেরিয়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল। শেন ওর যাওয়া দেখতে দেখতে বলল, 'বড় বড় কথা বলা ছাড়া আর তেমন কিছু পারে না বোধ হয়। কিন্তু বউ নিয়ে এদিকে এসেছে কেন ও? কী করছে এখানে?'

'যদ্দূর জানি, এখনও কিছু করছে না,' চিন্তিত স্বরে বলল, 'দু'জনে আসলে লুকিয়ে বিয়ে করার জন্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আমাকে এরকমই বলেছে। এদিকে সুবিধে মত একটা র‍্যাঞ্চ কিনতে চায়। কারণ ইয়াম্পার এদিকে তাদের কেউ খুঁজে নাও পেতে পারে।'

'র‍্যাঞ্চ কিনবে! ওর মত ছেলে অত টাকা পাবে কোথায়?'

'সেটা আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, বাড়ি থেকে আসার সময় নাকি প্রচুর টাকা নিয়ে এসেছে। আমি বাড়ি থেকে পালানোর কথাটা বিশ্বাস করেছি। তবে টাকা চুরি করে আনার কথাটা...। ওদের আসলে চোর বলে মনে হচ্ছে না। হান্নাকে তো নয়ই।'

'কে বলতে পারে?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল শেন। 'এখানে সব ধরনের মানুষ আছে। অনেকে পেছনে খারাপ অতীত রেখে এসেছে। এখানে এই বন-জঙ্গলে তারা ওসব ভুলে থাকতে চায়।'

'হতে পারে। তবে সীমান্ত এলাকায় কেউ চাইলে নিজের অতীতের ওপর যবনিকা টেনে দিতে পারে। এখানে কেউ কারও অতীত নিয়ে আগ্রহী নয়। বর্তমানে লোকটা কী করছে, তারা সেটাই বিবেচনা করে। সারাক্ষণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবাই। জব লল্যান্ড মনে হয় না এখানে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। হান্নাও পারবে না।'

শেন হাসল। 'জুলির হাতে যখন পড়েছে, তখন দেখবে হয়তো সুড় সুড় করে বাড়িমুখো হয়েছে, দুজনেই।'

'জব পারলে আজই চলে যায়। কিন্তু মেয়েটার মেরুদণ্ড

ইস্পাতের মত শক্ত মনে হয়েছে আমার।' একটু থামল লয়েস। নদীর ওপাড়ে উইলো ঝোপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বলেছ, উইলোর ঝোপে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে ইন্ডিয়ানরা। সত্যিই নাকি?'

'আমি নিশ্চিত নই,' স্বীকার করল শেন। 'তবে ওরা যে আমাদের ওপর নজর রাখছে না, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। ওরা এখনও আমাদের ওপর হামলা করেনি, তার মানে এই নয় যে, করবে না। দেখা যাবে আমরা যখন হামলা করবে না ভেবে নিশ্চিন্ত হতে শুরু করেছি, তখনই ওরা হামলা করে বসেছে। কিংবা হয়তো তা না করে চুপি চুপি আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়েই সটকে পড়বে।'

'সেটা আরও খারাপ,' মুখ বাঁকাল লয়েস। বিতৃষ্ণ স্বরে বলল, 'আমি গ্রীলি থেকে এসেছি। ন্যাট স্লিকার, তার বউ লোরা এবং মেয়ে জেসিকে চিনি। ওদের একটা আদর্শ আছে, আমি সে-আদর্শকে শ্রদ্ধা করি। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, আমি একজন ধর্মপ্রচারক। কিন্তু আমি চার্চের কাজ ছেড়ে এসেছি ওকে ওর এজেন্সির কাজে সহায়তা করার জন্যে। এ-মাসের প্রথম দিকে স্লিকার গ্রীলিতে ছিল। সে সময় ওর সাথে অনেক কথা হয়েছে আমার। ও ওর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলেছে আমাকে। ও উতেদের নিয়ে রিজারর্ভেশনের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে চায়।'

'ওর কোন পরিকল্পনাই কাজে আসবে না,' প্রিচারের উৎসাহে পানি ঢেলে দিল শেন। 'ওকে আমিও চিনি। ওর আসলে বাস্তব জ্ঞান নেই। শিশুকালে তুমি নিশ্চয় আগে হাঁটতে শিখেছ, দৌড়াতে নয়। এখানকার উতেরা আসলে ছেলে মানুষের মতই বুদ্ধিহীন। ওরা আবেগের বশে চলে। আজ সকালে ব্রেড ওয়ালের ওপর যেভাবে হামলা চালিয়েছিল, তাকে কোনভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ বলা যাবে না। অতটা উগ্রতার কোনও দরকার ছিল না। ওদের

যেটুকু বুদ্ধি, তা কেবল লড়াইকে ঘিরেই।'

শেনের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে লয়েস। মাথা থেকে টুপি খুলে চুলে আঙুল চালাল। 'এবার গ্রীলি থেকে আসার সময় অনেকগুলো ছেলেকে নিয়ে এসেছে ও। প্রায় সবগুলোকেই আমি চিনি।...আচ্ছা, এজেন্সির অবস্থা কী এখন?'

'বলতে আমার খারাপ লাগবে,' গম্ভীর স্বরে বলল শেন। 'স্লিকার এবং তার শ্বেতাঙ্গ সহযোগীরা খুন হয়ে গেছে উতেদের হাতে। ওরা ওকে ঘৃণা করত। ঘৃণা করার অনেকগুলো কারণ ছিল। এর একটা কারণ হলো, স্লিকার তাদের ঘোড়াগুলো কেড়ে নিত, ওদের চারণভূমিতে লাঙল চালাত জোর করে। সুতরাং ওরা খেপে গিয়ে হামলা চালায়। এজেন্সিতে শ্বেতাঙ্গ যারা ছিল, ওদের কেউই রেহাই পায়নি।'

বিরক্ত মুখে সামনের দরজায় দাঁড়াল জুলি হাইট। 'দয়া করে খেতে আসবে? নাকি সব বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। তোমাদের জন্যে বসে বসে টেবিল পাহারা দেয়া সম্ভব নয়।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আসছি,' তাড়াতাড়ি মহিলাকে শান্ত করার চেষ্টা করল শেন। পা বাড়াল দ্রুত কেবিনের দিকে। ওর সাথে সাথে চলল লয়েসও। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মনে হয়, গ্রীলি থেকে আসাটাই উচিত হয়নি আমার। আমাকে বলা হয়েছিল এজেন্সির লোকগুলো ধর্মের কথা শুনতে চায়। আমিও সে জন্যেই এসেছিলাম। আমি এখানে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি।'

'তুমি চাইলে এখন নিজের জন্যে কিছু করতে পার। অন্তত নিজের জীবনটা বাঁচানোর চেষ্টা করতে পার।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার উইলো বনের দিকে চাইল লয়েস। ওর আশঙ্কা, ইন্ডিয়ানরা ওখানে লুকিয়ে থেকে তাদের ওপর নজর রাখছে কিনা। 'আমারও তা-ই বিশ্বাস।' চোখ ফিরিয়ে নিল উইলোর ঝোপ থেকে। এটা এখন আমাদের সবার জন্যেই

সমস্যা।'

'শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে,' উদ্বিগ্ন ধর্মযাজককে আশ্বস্ত করতে চাইল শেন। 'উতেরা আবার শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাবে। হয়তো কলোরাডোর দিকেই চলে যাবে ওরা। সব কিছু থিতিয়ে আসার পর আমাদের এখানে হয়তো একজন প্রিচারের দরকার হবে।'

'বেশ তো।' উৎসাহী হয়ে উঠল লয়েস। 'তখন এখানে থাকতে আমারও ভাল লাগবে।'

সাত

হান্নাকে নিয়ে কিচেনে ঢুকল জুলি। ওরা আসার আগে টেবিল পরিষ্কার করে বাসনকোসন ধুয়ে ফেলেছে ফ্লোরা। হান্নার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিল জুলি। তারপর বলল, 'তুমি এখন বিশ্রাম নাও, মেয়ে। তোমার তো দেখছি অবস্থা কাহিল। অসুস্থ নাকি?'

'না না,' প্রতিবাদ করল হান্না। 'আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি একদম ঠিক আছি।' তবে জুলির ঠেলে দেয়া চেয়ারটায় যেভাবে ধপ করে বসে পড়ল, তাতে মনে হলো, ওটা না-পেলে হয়তো শেষ পর্যন্ত মেঝেয় বসে পড়ত।

সিটিং রুমের ভেতর দিয়ে ওদিকের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল জুলি, 'টনি, এদিকে এসো।'

কেবিনে ঢুকে দাদির কাছে এল টনি। কৌতূহলী চোখে তাকাল হান্নার দিকে। ওর সাথেও হান্নার পরিচয় করিয়ে দিল জুলি। তারপর বলল, 'অনেক কাজ পড়ে আছে, বাছা। পানি এনে

আগে রিজার্ভায়ারটা ভর্তি করো। তারপর চায়ের কেতলি চাপাও। স্টোভের পেছনে বয়লারেও পানি রাখতে হবে গরম করার জন্যে।'

আড়চোখে দাদির দিকে চাইল টনি। 'এত পানি দিয়ে কী করবে তুমি? গোসল করবে নাকি?'

'আমি না, হান্না করবে।'

'এত বেশি পানি!' মুখ গোমড়া করে ফেলল টনি। 'আমি ভেবেছিলাম কেবল তোমার জন্যেই এত পানি লাগে...এখন দেখছি...'

মারার ভঙ্গিতে হাত তুলল জুলি। তার আগেই যেন পিছলে সরে গেল টনি। বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। হাতের সুখ মেটাতে না-পেরে রাগে গজ গজ করতে লাগল জুলি। 'বড় বেশি চালাক হয়ে গেছে পাজিটা!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ফ্লোরা। 'ও খুব ভাল ছেলে, জুলি। আমি জানি, তুমি ওকে খুবই পছন্দ করো।'

হাসল জুলিও। 'করি,' স্বীকার করল সে। 'তবে ওকে সেটা বুঝতে দিতে চাই না। তা হলে বিগড়ে যাবে।...আচ্ছা, হরিণের মাংসটা কেটে নিচ্ছি আমি।'

'আমার ব্যাপারে ব্যস্ত হবার দরকার নেই,' এতক্ষণে কথা বলার ফুরসত পেল হান্না। 'আমি ঠিক আছি। কেবল নোংরা দেখাচ্ছে, এই যা।' একটু থেমে বলল, 'অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা। দু'জনে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছি। আমাদের লোকেরা এসে দু'জনকে ধরে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে দ্রুত ছুটেছি। কোথাও থামিনি, কেবল চলার ওপরই ছিলাম। আমি বরং...'

'সে জন্যেই তো ভূতের মত চেহারা হয়েছে,' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল জুলি। 'ওসব শুনছি না। তাড়াতাড়ি নিজেকে পরিষ্কার করে নাও। তুমি অস্টিনের খাটে ফ্লোরাকে নিয়ে শোবে। ফ্লোরা নিশ্চয় নোংরা কাউকে তার পাশে শুতে দেবে না।'

মাংস কাটার ছুরি হাতে কিচেনের দিকে পা বাড়াল জুলি। দুই বালতি পানি এনে রিজার্ভয়ারটা পূর্ণ করল টনি। তারপর চায়ের কেটলি নিয়ে পাম্পের দিকে গেল। মাথা নিচু করে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল হান্না। ফ্লোরার মনে হলো, কাঁদছে মেয়েটা। কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল ও। 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না, হান্না। ও এরকমই। আমাদের ওপরও সারাক্ষণ তর্জন গর্জন আর হম্বিতম্বি চালায়। কাউকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু ও মানুষ ভাল।'

'আমি ওর কথা শুনব না,' মুখ তুলল হান্না। 'ও একদম আমার মার মতই দজ্জাল। কিন্তু আমি এখানে ওই হাতিমার্কা মেয়েলোকটার মাতবরি সইতে আসিনি। আমি গোসল করব না–আর আমি জবের সাথেই ঘুমোব। স্ত্রী হিসেবে আমার সেটাই উচিত। অধিকারও।'

বাড়ানো হাতদুটো টেনে নিল ফ্লোরা। সোজা হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে, মেয়েটা এবার কান্না ছেড়ে ঝগড়া শুরু করতে যাচ্ছে। শীতল গলায় বলল, 'টনি আর আমি ওর কথা শুনি। তোমাকেও শুনতে হবে। ইন্ডিয়ান হামলা বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত এখানে আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত। মি. অস্টিন আমাদের বলে দেবে, কখন কী করতে হবে।'

'হ্যাঁ, ও মহিলাকে দিয়েই তো?'

হেসে ফেলল ফ্লোরা। 'হ্যাঁ, ওর নির্দেশগুলো জুলির মারফতই আসবে। কিন্তু আমি বলছি, মহিলারা সবাই কেবিনের ভেতর আর পুরুষেরা বাইরে ঘুমোবে। ইন্ডিয়ান হামলার আগে ওরা কেবিনে আসবে না। এখানে যার যা ইচ্ছে, সেভাবে কেউ চলতে পারবে না।'

একগুঁয়ে ভঙ্গিতে ওর দিকে চাইল হান্না। 'আমি জবের সঙ্গেই ঘুমোব।'

বিরক্ত হলো ফ্লোরা। 'দুঃখিত, হান্না। কিন্তু এখানে থাকতে

চাইলে কথা শুনতে হবে। তা না হলে তুমি আর তোমার স্বামী এক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ো। তারপর দেখবে মাইল পেরোনোর আগেই খুন হয়ে গেছ উতেদের হাতে। দু'জনেই।'

জানালার সাথে লাগোয়া টেবিলটির কাছে গেল ও। কেটলি হাতে টনি এল, স্টোভের ওপর বসিয়ে দিল ওটা, আবার বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ফ্লোরা। ওর পিঠ হান্নার দিকে ফেরানো–বিরক্ত বোধ করছে ও, সাথে সাথে মেয়েটার জন্যে সহানুভূতিও।

মেয়েটা, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। ওর একগুঁয়েমি দিয়ে এখানে কোন কাজ হবে না। জুলি সহ্য করবে না। কথা না-শুনলে জোর করে শোনাতে চাইবে। কিন্তু তাতে ফল হবে উল্টো। মেয়েটা যেরকম রাগী, সোজা স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, বিপদের তোয়াক্কা করবে না।

জানালা দিয়ে দেখছিল হান্নাও। জুরিকে দেখল, পোল থেকে মাংস কেটে নামাচ্ছে। তিন চাকা মাংস কেটে নিয়ে বাকিটা আবার মুড়ে রাখল যত্নের সাথে। 'মাংসটা বাইরে রাখ কেন?' জানতে চাইল সে।

'দুটো কারণে,' জবাব দিল ফ্লোরা। 'প্রথমত, মি. অস্টিনের কেবিনে কুলার কিংবা আইস হাউজ নেই। সুতরাং বছরের এ-সময়টায় ওটা ঘরে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, পোলের ওপর থাকলে কোন জীব-জন্তু মুখ দিতে পারবে না।'

'এমনটি আমি আর শুনিনি,' বিড়বিড় করল হান্না।

পানি ভর্তি দুটো বালতি হাতে ঘরে ঢুকল টনি। একটা বড় তামার পাত্রে খালি করল বালতি দুটো। আবার পাম্পের কাছে গেল। জুলি এসে ঢুকল। হাতে হরিণের মাংসের চাকা। ওগুলো ভাজতে শুরু করল ও। কফিপটটা রাখল স্টোভের সামনে। এরই ফাঁকে ফ্লোরাকেও আলুর খোসা ছাড়ানোয় সাহায্য করছে। এরপর ফায়ারবক্সে কাঠ গোছাতে শুরু করল।

লল্যান্ড এসে ঢুকল কিচেনে। 'এখানে আরও কাঠ লাগবে, মি. লল্যান্ড,' ওকে দেখে বলল জুলি। 'তাড়াতাড়ি কিছু কাঠ নিয়ে এসো। মি. অস্টিন শুকনো কাঠের গুঁড়ি এনে রেখেছে বাইরে। ওখান থেকে করাতে কেটে সাইজ করে নিয়ে এসো। করাতটা বাইরেই পাবে।'

মুখ ঝাঁকাল লল্যান্ড। 'আমি হান্নাকে দেখতে এসেছি। জানতে এসেছি ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না।'

'ও এখানে চমৎকার আছে,' ভারী কণ্ঠে বলল জুলি। 'এখানে রান্নাবান্নার সময় ঝামেলা করার দরকার নেই। ডিনার তৈরি হলে সবাইকে ডাকা হবে।'

একজায়গায় দাঁড়িয়ে রইল লল্যান্ড। নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে হান্না এসে ওর হাতে হাত রাখল। ওর দিকে চাইল লল্যান্ড।

ওকে দেখছে ফ্লোরা তীক্ষ্ণ চোখে। বিশাল শরীর লল্যান্ডের। অসহিষ্ণু এবং সম্ভবত অলসও, ভাবল সে। জুলির দিকে বিরক্তিভরা চোখে চাইল লোকটা। তারপর আচমকা ফেটে পড়ল রাগে। 'দরকার হলে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারাদিন লড়ব। কিন্তু কাঠটাঠ আনতে পারব না। ওটা অস্টিনের কাজ, আমার নয়।'

রাগের ঝিলিক দেখা দিল জুলির চোখে। এক মুহূর্তের জন্যে ফ্লোরার মনে হলো, কষে একটা চড় বসিয়ে দেবে লোকটার গালে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত স্বরে বলল জুলি, 'তুমি অবশ্য কাজ করবে, বাছা। নইলে খেতে পাবে না আমাদের সাথে। আর এখন তাড়াতাড়ি আমার সামনে থেকে ভাগো, আমার মেজাজ খারাপ হবার আগেই।'

'যাও, জব,' বিড়বিড় করে ওকে অনুনয় করল হান্না। 'আমাদের দু'জনকে এখানে খেতে হবে। তাই কাজটা তোমাকে করতে হবে।'

বিশাল কাঁধদুটো ঝাঁকাল লল্যান্ড। তারপর ধুপধাপ করে পা

ফেলে বেরিয়ে গেল কিচেনের পেছন দরজা দিয়ে। একটু পরে করাতের শব্দ শুনল ফ্লোরা। ধীরে অলস ভঙ্গিতে করাত চালাচ্ছে লল্যান্ড পাইনের গুঁড়িতে।

রান্না শেষ করার আগে আর একটি কথাও বলল না জুলি। কাজ শেষ করে পিটার লয়েসকে ডেকে কিচেনে আসতে বলল। লয়েস আসতে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ফ্লোর। হাত-মুখ ধুয়ে আঙুল চালিয়ে চুল আঁচড়ে নিল লয়েস। পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে লল্যান্ডের উদ্দেশে হাঁক দিল জুলি, 'খাবার রেডি। কাঠ যা কেটেছ, ওগুলো নিয়ে চলে আসো, মি. লল্যান্ড।'

ছোট্ট এক বোঝা কাঠ নিয়ে ভেতরে এল লল্যান্ড। উডবক্সে রাখল বোঝাটা। তারপর হাত-মুখ না-ধুয়েই বসে পড়ল খাবার টেবিলে। ওর গোমড়া মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। পিটার লয়েস টেবিলে বসতে খেতে শুরু করল ও গোগ্রাসে।

কিচেনে এল শেন। টনিকে বাইরে পাঠাল নজরদারি করার জন্যে। দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও। ফ্লোরা গেল ওর কাছে, ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসল শেন। হাসি ফিরিয়ে দিল ফ্লোরা। শেনের সাথে আজকের দিনটা অন্যরকম লাগছে ওর। অন্যরকম আনন্দ আর উপলব্ধি, অন্য রকম নির্ভরতা। এখন ও জানে শেন ওর কী—এবং কতটুকু?

ওর ইচ্ছে হচ্ছে, শেনের সাথে কিছুক্ষণ একা সময় কাটাতে। কিন্তু এখানে কেবিনভরা লোকজনের মধ্যে শেনকে কোনভাবেই একা পাওয়া সম্ভব নয়।

নিজের প্লেট থেকে মুখ তুলল লল্যান্ড, জুলির দিকে তাকাল। সরু চোখে দেখল ওকে। তারপর বলল, 'কত চাও তোমার খামারটার জন্যে?'

হতভম্ব চোখে এক মুহূর্ত ওর দিকে চাইল জুলি। তারপর চোখ নামিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'আমি কি বলেছি, ওটা বেচব?'

'নিশ্চয় বলবে!' খেঁকিয়ে উঠল লল্যান্ড, যেন এমন জবাব আশা করেনি ও জুলির কাছ থেকে। 'এখনই ঠিক করে নাও, র‍্যাঞ্চটার জন্যে তুমি কত চাইবে আমার আর হান্নার কাছ থেকে।'

'বাছা,' শুকনো কাঠের মত খটখটে শোনাল জুলির গলা। 'তোমাকে আমি সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, ওটা আমি বেচব না। এই ফার্ম গড়ে তুলতে আমার আর টনির অনেক ঘাম ঝরেছে। কতটা তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ঈশ্বর চাইলে ওখানেই আমি বাকি জীবনটা কাটাতে চাই। পারবও, যদি ইনজুনদের হাতে মারা না যাই।'

'একটা দাম বলে ফেলো,' জুলি কী বলেছে, যেন কানেই ঢোকেনি লল্যান্ডের, 'তা হলে সেটার ওপর মুলোমুলি করতে সুবিধে হবে।'

সজোরে নিঃশ্বাস টানল জুলি। ফ্লোরার মনে হলো, এই বুঝি রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছে বিশালকায় মহিলা। ওর ধারণা হয়তো সত্যি হত, যদি না এর মধ্যে পিটার লয়েস কথা বলে উঠত। 'তুমি ওর কথা শুনেছ, জব,' নরম গলায় বলল লয়েস। 'ও ওটা বেচবে না।'

'ঠিক বলেছ, মি. লয়েস।' নিজেকে সামলে নিল জুলি। 'আমি ওটা বেচতে চাই না।'

কাঁধ ঝাঁকাল লল্যান্ড, যেন অবুঝ মহিলাকে বোঝাতে না-পেরে অগত্যা ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দিল।

শেনের হাতে মৃদু চাপ দিল ফ্লোরা, ওর চোখ লয়েসের ওপর। দেখছে ওকে। ব্যাপারটা ওর একদম ভাল লাগেনি। খুব বাজে একটা পরিস্থিতি। অনাহূত এই দুই তরুণ-তরুণীর আচরণ যেন কেমন। অনর্থক জ্বালাতন করছে বেচারী জুলি হাইটকে। তবে বেয়াড়া লোকটাকে এক কথায় থামিয়ে দিল লয়েস গলা একটুও উঁচু না-করে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই দু'জন পুরুষকে দেখে প্রথমেই

দুই রকম অনভূতি হয়েছিল ফ্লোরার। লল্যান্ড যুবক, স্বভাবত ওর দিকেই প্রথমে দৃষ্টি গিয়েছিল ওর। কিন্তু প্রথম দেখায় লোকটাকে অপছন্দ হয়ে যায়। লয়েসকে দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হয়েছে ওর। শান্তশিষ্ট গোবেচারা টাইপের লয়েস ওর সমীহ কেড়ে নেয়। ওর গোবেচারা ভাব দেখেও ফ্লোরার মনে হয়েছে, লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা সচরাচর অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। সে-মুহূর্তে ওর সঙ্গে শেনের চরিত্রের মিল খুঁজে পেয়েছে ফ্লোরা। ওর অনুভূতি যে মিথ্যে নয়, সেটা এখন লল্যান্ডকে মোকাবিলা করতে দেখেই স্পষ্ট হয়ে গেছে ওর কাছে। আসলে লয়েসের আপাতশান্ত ভাবের মধ্যে এমন এক কঠিন ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে, যার মুখোমুখি হওয়া লল্যান্ডের মত দুর্বল চরিত্রের লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনজনের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জুলি। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, 'এবার টেবিল ছেড়ে দিতে হবে তোমাদের। আমাদের অনেক কাজ। ওটা পরিষ্কার করতে হবে, হান্নাকে গোসল করাতে হবে। শেন, আমাদের আরও কাঠ দরকার। তুমি এই কাজটা করো। তবে কেবিন থেকে বেশি দূরে যেও না। যে কোন সময় তোমার দরকার হতে পারে।'

'অসুবিধে নেই, ম্যাম,' জুলিকে আশ্বস্ত করল শেন। 'ডাকামাত্রই আমি এসে হাজির হব।'

'খাবারটা চমৎকার হয়েছে, ম্যাম,' ঢেঁকুর তুলল লয়েস। 'ধন্যবাদটা দিতেই হচ্ছে...' হাসল।

'তার দরকার নেই,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জুলি। তোমরা খেয়ে খুশি হয়েছ, এতেই আমি খুশি। কিন্তু এবার দয়া করে বেরোও। আর সময় দিতে পারছি না।'

'বেশ বেশ, যাচ্ছি,' বলল শেন। হাসল। 'বাব্বাহ, জান খারাপ করে দিচ্ছ তুমি...' পেছনের দরজা দিয়ে বেরোল। ওর পেছন পেছন লয়েস আর লল্যান্ডও।

ওরা বেরিয়ে যেতেই দরজা ভেজিয়ে দিল জুলি। ফ্লোরার দিকে চেয়ে হাসল। 'ব্যাটা ছেলেদের একদম শান্তি দেবে না। আমি সবসময় বলি, পুরুষদের আস্কারা দিতে নেই। তা হলে ওরা মাথায় চড়ে বসে। ওদের সব সময় ভয় দেখাতে হয়।'

'শেনকে ভয় দেখিয়ে সুবিধে হবে না,' বলল ফ্লোরা। 'ও কাউকে ভয় পায় না। ইন্ডিয়ানদেরও না।'

'না, ও-ও ভয় পায়। তবে ভয়ে অস্থির না-হয়ে সতর্ক হয়ে যায়। ওটাই উচিত। ও খুব ভাল মানুষ, ফ্লোরা। তুমি যদি ওকে ভালবাসো, তা হলে তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী। ঠিক আছে, এখন চলো, ডিশগুলো ধুয়ে মুছে নেই। এরপর আবার হান্নাকে গোসল করাতে হবে।'

'আমি বাচ্চা মেয়ে নই, মিসেস হাইট,' ঘোঁৎ করে উঠল হান্না। 'আমি নিজেই গোসল করতে পারি।'

'নিশ্চয় পারো, হানি,' যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে সামলাচ্ছে, এমন গলায় বলল জুলি। 'কিন্তু তোমার গায়ে অনেক ময়লা জমেছে। আমি মেজে দিলে তোমার সুবিধে হবে। তুমি গোসল করতে করতে ফ্লোরা তোমার কাপড়চোপড় ধুয়ে দেবে। তারপর ওগুলো শুকানো পর্যন্ত তুমি আগুনের কাছে বসে থাকবে। আস্তে আস্তে তোমার শরীর ঝরঝরে হয়ে উঠবে। তুমিও চাঙা হয়ে উঠবে।'

অসহায় চোখে ফ্লোরার দিকে চাইল হান্না। যেন বলতে চাইছে, তুমি কীভাবে এই মহিলার সাথে মানিয়ে চলো? এ তো মেয়ে নয়, বুনো মোষ।

মৃদু হেসে চোখ মটাকাল ফ্লোরা। আশ্বস্ত করতে চাইল মেয়েটাকে। যেন বোঝাতে চাইল ও যা বলে, চোখ বুজে করে যাও। তা হলে আর হাঙ্গামা হবে না।

বাসনকোসন ধোয়া শেষ করে টাবে গরম ও ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে নিল জুলি। হান্নার দিকে ফিরে বলল, 'কাপড়চোপড় খুলে

ফেলো, বাছা।'

নিরুপায় ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল হান্না। জুলি আবার তাড়া দিতেই আস্তে আস্তে জামার বোতাম খুলতে শুরু করল। এক একটি পোশাক খুলে জুলির হাতে দিচ্ছে ও, সপাটে আছড়ে ওগুলো থেকে ধুলোবালি ঝাড়ছে জুলি। ধুলো উড়ছে ঘরময়। শেষে অন্তর্বাস পর্যন্ত এসে থমকে গেল হান্না। জুলি ওর দিকে তাকাতেই শেষে সেটাও খুলে দিয়ে স্টোভের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

হান্নার কাপড়চোপড় ধুতে ধুতে ওর দিকে চাইল ফ্লোরা। শুকনো হাড্ডিসার মেয়েটা। হাড়ের সাথে চামড়া লেপ্টে আছে যেন। ছোট, প্রায় চিমসানো বুকটা দু'হাতে ঢেকে রেখেছে। বিব্রত চোখে তাকাচ্ছে ফ্লোরার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিল ফ্লোরা। হান্নাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না।

'তোমার কোমরে দেখছি কালো কালো দাগ। এগুলো হলো কী করে?' পর্যবেক্ষণের চোখে চাইল জুলি।

'এগুলো এখনকার নয়, বাড়ি ছেড়ে আসার আগের।'

'মলম আছে শেনের কাছে। লাগালে সেরে যাবে আশা করি। কাজ শেষ করে আমিই লাগিয়ে দেব।' একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে তাতে সাবান ঘষছে জুলি। থেমে আবার তাকাল হান্নার কোমরের দাগগুলোর দিকে। 'ফ্লোরা,' ডাকল ও। 'এদিকে এসো তো। দেখো, এই মেয়ের পাছায় এগুলো কীসের দাগ? আমি এরকম আর কখনও দেখিনি। এগুলো কী করে হলো বলো তো, বাছা?'

হাত ধুয়ে অ্যাপ্রোনে মুছে টাবের কাছে এল ফ্লোরা। তাকাল হান্নার কোমরের ওপর ও নীচের দিকে। কালশিরে দগদগ করছে এখনও। তারপর হান্নার মুখের দিকে চাইল। চোখে প্রশ্ন। লজ্জায় লাল মুখ নিয়ে চুপ করে রইল মেয়েটা। যেন না-বলে পারলে বেঁচে যায়। শেষে নিচু স্বরে বলল, 'আমার মায়ের কাজ। চাবুক দিয়ে পিটিয়েছে আমাকে।'

'আহ বাছা!' জুলির শক্ত, কর্কশ মুখটা এখন কোমলতায় ঢল

ঢল করছে। 'আমি আরও বলছি, তুমি একটা বোকার হদ্দ মেয়ে। নইলে এমন একটা ছেলের সাথে কী করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আস, যে তোমার ঠিকমত যত্ন পর্যন্ত নিতে জানে না। আসলে এখন মনে হচ্ছে আমি নিজেই বোকার হদ্দ। বুঝতে পারিনি, এমন কিছু ঘটতে পারে। এই যদি হয়, তোমার ঘরের অবস্থা, তা হলে তো ঘর ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকাই ভাল।'

মেয়েটিকে দু'হাতে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরল জুলি। চুমু খেল ওর কপালে। আচমকা ডুকরে কেঁদে উঠল হান্না। জুলির সাথে পরিচয়ের পর থেকে এই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখল ফ্লোরা। টপ টপ করে পানি ঝরছে ওর ভাটার মত দু'চোখ থেকে। চুপচাপ নিজের কাজে গেল ও। ব্যস্ত হাতে কাপড় ধুতে শুরু করল ফের। ওর গলার ভেতর দলা পাকাচ্ছে কিছু একটা। একটু পর দুগালে গরম জলের ধারা টের পেল ও। কাঁদছে সেও।

বিশাল শরীরের মহিলা জুলি হাইট। ওর চলাফেরা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবই পুরুষালি। ধমকে ছাড়া কথা বলতে পারে না। কিন্তু এসবই ওর বাইরের রূপ। ওর ভেতরের মানুষটাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে শেন অস্টিন। জুলির শরীরের মতই বিশাল ওর মনটাও। হান্নার জন্যে কিছু করতে চাইলে ও-ই পারবে।

আট

পাইনের শুকনো গুঁড়িগুলোকে করাতে কেটে টুকরো করে নিচ্ছে শেন আর পিটার লয়েস। টুকরোগুলোকে আবার কুড়াল দিয়ে ফেড়ে নিচ্ছে লয়েস। গায়ের কোট খুলে ফেলেছে ও, ঝুলিয়ে

রেখেছে একটা গাছের ডালে। জামার হাতাও গুটিয়ে নিয়েছে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর সবল, দৃঢ় পেশীর দিকে তাকাল শেন। কোনও ধর্মপ্রচারকের অমন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পেশী এর আগে দেখেনি।

কাজ করতে করতে টুকটাক কথা বলছে ওরা। কথা বলতে বলতে মাঝে মধ্যে থামছে লয়েস, তবে সেটা কথা বলার জন্যেই, বিশ্রামের জন্যে নয়।

'কোনও ধর্ম প্রচারককে এতটা নিখুঁতভাবে কাজ করতে দেখিনি আমি,' বলল শেন। 'অবশ্য তাদের নিয়ে কাজও করিনি। তবে...' একটু থেমে কথাটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল। 'আসলে চোখে না-দেখলেও একজন অন্ধ পর্যন্ত শুধু শব্দ শুনে বলে দিতে পারবে করাত আর কুড়ালে তুমি কতটা দক্ষ।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল লয়েস। তারপর কুড়ালটা একটা কাটা গুঁড়িতে গেঁথে রেখে সোজা হলো। মৃদুস্বরে বলল, 'এগুলো দিয়ে আমি আগেও কাজ করেছি।' তারপর যেন প্রসঙ্গটার ইতি ঘটানোর জন্যেই পুবদিকে পাহাড়াচুড়োর দিকে তাকাল। পাহাড় চুড়োয় এখনও ঝুলে আছে গাঢ় মেঘ। অপরাহ্নে এখন তাপমাত্রা কিছুটা কম–ভারী বাতাসে আসন্ন বৃষ্টি কিংবা তুষারপাতের গন্ধ।

চুড়ো থেকে চোখ নামিয়ে নিল ও। কেবিনের কাছে কর্মরত লল্যান্ডের দিকে চাইল। চেরাই কাঠগুলো নিয়ে স্টোনের কাছে সাজিয়ে রাখছে। ধীর অলস ভঙ্গিতে কাজ করছে ছেলেটা–বোঝাই যাচ্ছে, একটুও উপভোগ করছে না কাজটা। আগের মতই মৃদুস্বরে বলল লয়েস, 'ওকে টনির সাথে ইন্ডিয়ানদের পাহারা দেয়ার কাজে দিলেই পারতে। এটা ওর কাজ নয়।'

ব্যাপারটা যে শেনও লক্ষ করেছে, তা ওর মাথা নাড়া দেখেই বোঝা গেল। লোকটা আসলেই কোন কাজের নয়। একবার করাত টানতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু টানতে গিয়ে ওর হাঁপানো আর কাজে শ্লথগতি দেখে ওকে বাদ দিয়ে লয়েসকে ডেকে নেয়

শেন। লল্যান্ডকে এরপর দেয়া হয় লাকড়ি চেরাইয়ের কাজ। সেখানেও মিনিট খানেকের বেশি টিকতে পারেনি। ওর কুড়ালের প্রথম কোপটা লাগে গুঁড়ির বাইরে। দ্বিতীয় কোপ গুঁড়ির একপাশে লেগে ছিটকে যায়। পরের কয়েকটা কোপ এলোমেলো হলেও গুঁড়িতে বসাতে সক্ষম হয়। কিন্তু দশ সেকেন্ড পরে আরেকটা কোপ গুঁড়ির এক পাশে লেগে ছিটকে গিয়ে হাত থেকে কুড়ালের বাঁটটাই ছুটে যায়। শেনের সামনে হাতখানেকের মধ্যে গিয়ে পড়ে কুড়াল। এরপর আর ওর ওপর ভরসা করার সাহস পায়নি শেন। ইশারা করতেই লয়েস গিয়ে কুড়ালটা তুলে নেয়। শেন এরপর ওকে লাকড়ি বওয়ার কাজে লাগায়। কাজটাকে নিজের মর্যাদার হানি বলে বিবেচনা করে লল্যান্ড। বারকয়েক আপত্তি জানায় ও। কিন্তু শেনের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে না-পেরে অগত্যা গোমড়া মুখে লাকড়ি টানতে শুরু করে।

এখন ওর মুখের ভাব আর কাজের বহর দেখে শেষ পর্যন্ত লয়েসের সাথে একমত হলো ও।

এক পাঁজা কাঠ নিয়ে স্টোভের কাছে সাজিয়ে রেখে এল লল্যান্ড। ইশারায় ওকে কাছে ডাকল শেন। বলল, 'ইন্ডিয়ানদের ওপর নজর রাখার জন্যে টনির সাথে আরেকজনকে দরকার। কেবিনের সামনে আমার হেনরী রাইফেলটা আছে। ওটা নিয়ে তুমি বার্নের কাছে চলে যাও। ওখান থেকে নজর রাখবে ইন্ডিয়ানদের ওপর।'

'উঁহু।' একগুঁয়ে চোখে ওর দিকে চাইল লল্যান্ড। 'আমি বরং কেবিন থেকে নজর রাখব।'

'না, আমি যা বলেছি, তা করো। বার্নের কাছে যাও। আর নয়তো এক কাজ করো। নদীর ধারে চলে যাও। ওখান থেকে ওপারে চোখ রাখো।'

'তারচে' আরেকটা কাজ করো,' ও। কথা পাত্তাই দিতে চাইছে না লল্যান্ড। 'পিচ্চিটাকে বার্নের কাছে বসিয়ে দাও। আমি

কেবিন থেকে...'

রাগে দু'হাতের মুঠো পাকাল শেন। মুখ দিয়ে গালাগাল বেরিয়ে আসার ভয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। লোকটার অহেতুক গোঁয়ার্তুমি দেখে এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল পিটার লয়েসের। রাগী গলায় বলল, 'জব, আমার মনে হয়, তুমি এখান থেকে চলে গেলেই ভাল করবে। তুমি একা। হান্না তোমার সঙ্গে যাবে না।'

'কেন যাবে না? ও আমার স্ত্রী না?'

'সেটা আমার জানা নেই। তবে তুমি যদি ওর স্বামী হয়ে থাকো, তা হলে দয়া করে স্বামীর কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করো।'

এক মুহূর্ত শেনের চোখে চোখ রাখল লল্যান্ড। ওর চোখে বুনো দৃষ্টি, ঘৃণা আর আক্রোশ ঠিকরে বেরোচ্ছে। তবে চোখ নামাতে হলো ওকে—বুঝতে পেরেছে, চোখ রাঙিয়ে কাবু করার মত প্রতিপক্ষ নয় লোকটা। বিড়বিড় করল আপন মনে, 'বেশ, ঠিক আছে। আমিও...' কথা শেষ না করে পায়ের গোড়ালির ওপর ঘুরে কেবিনের দিকে চলল।

'ও যদি এরপরও এখানে থেকে যায়, তা হলে আচরণ পাল্টাতে হবে ওকে। নইলে ওর ঘাড় ভেঙে দিতে বাধ্য হব আমি!' ঘোঁৎ করে উঠল শেন।

'সে রকম কিছুই ঘটলে তোমাকে আমি দোষ দেব না, শেন। হান্নার সাথে এখনও ভাল করে কথা বলার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি, ওর মত অপদার্থের সাথে মেয়েটা ঘর ছাড় কী করে?' একটু ইতস্তত করল ধর্মপ্রচারক, তারপর আবার বলল, 'তুমি ওর ওপর নজর রেখো। ও আসলে কারও আদেশ নিষেধ শুনতে পছন্দ করে না।'

'রাখব, অবশ্যই রাখব, লয়েস। ও শুধু বকোয়াজ আর অহঙ্কারীই নয়, বোকাও। ও জুলি হাইটের র‍্যাঞ্চ কিনতে

চাইছে–অথবা একটা র‍্যাঞ্চ চালানোর মত বুদ্ধি ওর আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' ওর সাথে একমত হলো লয়েস। 'দেখা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত একটা কাজও দেখিনি ও ঠিকমত করতে পেরেছে।'

কুড়ালটা তুলে নিয়ে নিজের কাজ শুরু করল লয়েস। শেনও করাত হাতে নিল। লল্যান্ডকে নিয়ে ভাবছে ও। উতেদের নিয়ে এ-মুহূর্তে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, তার সাথে যোগ হয়েছে অপদার্থ এই লোকটাকে নিয়ে হতাশা ও উদ্বেগ। লোকটা অস্বাভাবিক, অকৃতজ্ঞও।

সূর্য ডোবা পর্যন্ত কাজ করল ওরা। জুলি হাইট কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে জানাল, খাবার তৈরি প্রায় শেষ। ওরা ঘোড়াগুলোকে করালে ঢুকিয়ে এলেই খেতে পারবে। কেবিনের পাশে মওজুদ করা লাকড়ির দিকে তাকাল ও। অনুমান করল, যেটুকু, লাকড়ি জমা করা হয়েছে, তাতে উতেদের ঝামেলা মেটা পর্যন্ত চলবে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর চিবুকের কালো তিলটা খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'শেন, তোমার বিছানায় আমি হান্নাকে ঘুমোতে বলেছি। ওর সঙ্গে থাকবে ফ্লোরা। আমি কাউচটায় শোব। তোমরা পুরুষরা সবাই বার্নে ঘুমোবে। ঠিক আছে?'

'সবাই এক সাথে ঘুমোব না আমরা। দু'জনকে পাহারায় থাকতে হবে। ব্রেডের কী অবস্থা?'

'চমৎকার!' তেতো শোনাল জুলির গলা। 'একদম তরতাজা হয়ে উঠেছে। তোমাকে এবার সাবধান হতে হবে ওর ব্যাপারে। মানে তোমাকে আর ফ্লোরাকে।' তিলটা আবার খুঁটতে শুরু করল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'শেন, মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। হান্নার কথা বলছি। একদম বাচ্চা মেয়েটা, এমন এক পরিস্থিতিতে এসে পড়েছে। যাকে বিয়ে করেছে বলছে, সেটা তো অপদার্থের চূড়ান্ত। আমি চাই, হান্না আজ সারারাত নির্বিবাদে

ঘুমোতে। ওই অপদার্থটা এসে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলে আমি সহ্য করব না। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই ম্যাম,' মৃদু হেসে মাথা দোলাল শেন। 'ব্যাপারটা আমি দেখব। ও আমাদের সাথেই থাকবে। পালা করে পাহারাও দিতে হবে ওকে।'

লয়েসও ছিল ওখানেই। শেনের কথা শেষ হতেই বলল, 'একটা কথা। হান্না বাচ্চা মেয়ে হলেও ওর মধ্যে দৃঢ়তার কমতি নেই। জবকে ও ঠিকই সামলাতে পারবে। কিন্তু ওর কাছে যেতে না-দিলে ছেলেটা কী করে বসবে, তার ঠিক নেই। আমি বলতে চাইছি, আসলে ওর মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।'

ওর দিকে চোখ পাকাল জুলি। 'তুমি আমার সাথে ঝগড়া বাধাতে চাও নাকি?'

'মোটেই না,' তাড়াতাড়ি ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল লয়েস। 'আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, হান্না, বুদ্ধিমান মেয়ে। আর জবের মাথা ঠিক নেই। ও কখন কী করে বসে, কে জানে। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, মেয়েটা ওর সাথে কেন বাড়ি থেকে পালাল? মনে হচ্ছে, ও ফুটন্ত কড়াই থেকে লাফ দিয়ে জ্বলন্ত চুলোয় পড়েছে।'

'ওর বাড়ি ছাড়ার কারণ আছে,' ভারী কণ্ঠে বলল জুলি, ওদের দিক থেকে ফিরে কেবিনের পাশ দিয়ে পেছনের দরজার দিকে এগোল। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফেরাল। মনে করিয়ে দিল, সাপার প্রায় রেডি, ওরা যেন আর দেরি না-করে।

একটা গুঁড়ির সাথে কুড়ালটা ঠেস দিয়ে রাখল লয়েস। তারপর বলল, 'আমার মনে হয়, জুলির কথাই শোনা উচিত। ওর সাথে ঝগড়া বাধাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আশা করি, কথাটা ও বুঝতে পেরেছে।'

শেন হাসল। 'আমারও তা-ই ধারণা। কেউ ওর মতের বিরুদ্ধে যাবে, জুলি তা স্বপ্নেও ভাবে না।'

কেবিনের পাশ দিয়ে হেঁটে বার্নে গেল ওরা। টনিকে যেখানে থাকতে বলেছিল, ওখানেই দেখল শেন। তবে জব লল্যান্ড যে জায়গায় থাকার কথা, সে জায়গায় পাওয়া গেল না ওকে। একটু খুঁজতে দেখা গেল, করালের একপাশে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল শেনের। আচমকা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল ও, 'হা ঈশ্বর, এসে গেছে উতেরা! সবাই তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে ঢোকো।'

'অ্যাঁ!' বলে ধড়মড় করে উঠে বসল লল্যান্ড। ঘুম টুটে গেছে বেচারার। রাইফেলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে এক চক্কর ঘুরে চেঁচিয়ে উঠল নিজেও, 'কই? কোথায় উতে? আমি ওদের গুলি করে মারব।'

চুপ করে রইল শেন। লোকটার কাণ্ড দেখছে। ঝট করে নদীর দিকে ফিরল লল্যান্ড। তারপর গুলি করতে শুরু করল পাগলের মত। যেন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, ইন্ডিয়ানরা ওপারে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা ধরে ওকে থামাল শেন। 'শুধু শুধু গুলি নষ্ট কোরো না। এখানে কোন ইন্ডিয়ান নেই।'

'নেই? তা হলে তুমি যে বললে ওরা এসে গেছে!'

'তোমাকে জাগানোর জন্যে,' রুক্ষস্বরে বলল শেন। 'তোমাকে আসলে পিটানো উচিত ছিল। তুমি যদি সেনাদলে থাকতে, তা হলে ডিউটির সময় ঘুমোনোর অপরাধে গুলি করে মারা হত তোমাকে। তোমার এই দায়িত্বহীনতার জন্যে আমরা সবাই মালা পড়তে পারতাম।'

কপাল কুঁচকে চিন্তা করল লল্যান্ড, ধীরে ধীরে সত্যিটা বুঝতে পারল। কিন্তু কাঁচা ঘুম ভাঙায় মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর। তা ছাড়া শেনের চালাকিটাও ভাল লাগল না। খেঁকিয়ে উঠল, 'তাই বলে তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারো না। আমি তা সহ্য করব না।'

কুঁদে এসে শেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ও। বিশাল দু'হাত মুঠো পাকানো। বাউলি কেটে সরে গিয়ে পরমুহূর্তে এক পা এগিয়ে ওর চোয়ালে আপার কাট ঝাড়ল শেন। প্রচণ্ড আঘাতে পিছিয়ে গেল লল্যান্ড, ককিয়ে উঠল। 'ওই চেষ্টা আর করতে যেয়ো না যেন,' শান্ত, কঠিন স্বরে ওকে সতর্ক করে দিল শেন। 'এখন থেকে দয়া করে বুঝে শুনে চলবে। একটা কথা ভাল করে মাথায় গেঁথে নাও। এখানে আমার হুকুমমতই চলতে হবে সবাইকে। কেউ হুকুমের বরখেলাপ করলে সহ্য করব না আমি। আর এ-অবস্থা চলবে ইন্ডিয়ানদের হামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

কোনওমতে নিজের ভারসাম্য ফিরে পেল লল্যান্ড। ওর মুখ রাগে বিকৃত, কপাল কুঞ্চিত। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, শেন কী বলেছে, সেটা ওর কানেই ঢোকেনি। আচমকা নিচু হয়ে বড় একটা পাথর তুলে নিল ও ডান হাতে। তারপর ওটা ছুঁড়ে মারতে গেল শেনের দিকে। একই সঙ্গে অনর্গল গালাগালও ছুঁড়ে দিচ্ছে মুখ দিয়ে। এতক্ষণ চুপ থাকলেও দেখে শুনে এবার লয়েসও নাক গলাল। এক লাফে লল্যান্ডের পেছনে গেল ও। ওর পাথর ধরা হাতটা পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। একই সাথে বাম হাতের চাপ প্রয়োগ করল ওর ঘাড়ে। ডান হাত বেমক্কায় মোচড়ানো আর ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড চাপে নড়তে পারছে না লল্যান্ড। ধর্মপ্রচারকের বজ্রকঠিন চাপ থেকে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। অতবড় শরীর নিয়েও শেষমেশ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল ঘাড় নিচু করে।

ঘাড়ের ওপর চাপ একটু শিথিল করল লয়েস। মৃদুস্বরে বলল, 'কী, কথা শুনবে এখন থেকে?'

ঘোঁৎ করে কিছু বলল লল্যান্ড। তবে সেটা যে সম্মতি বোঝা গেল। 'বেশ, মনে থাকে যেন। এখন ভাল করে শুনে নাও। তুমি আর হান্না আমার সাথে এসেছ, এটা ঠিক। কিন্তু তোমার এসব উদ্ভট আচরণের দায় আমি নেব না। সেটা কেবল তোমাকেই বহন

করতে হবে। আর তা যদি না-পারো, তা হলে এক্ষুণি স্যাডলে ওঠো। দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তাড়াতাড়ি মন স্থির করো, যা ভাল লাগে, তা-ই করো।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল লয়েস। নদীর দিকে তাকিয়ে ঘাড়-গলা মালিশ করতে লাগল লল্যান্ড। একটু পর ফিরল শেনের দিকে। 'বেশ, আমাকে যা করতে বলা হয়, সেটা না-হয় করব। কিন্তু তারপরও আমি বলব, তোমরা আসলেই বোকা—দুজনেই। এখানে আসা অবধি একটা ইনজুনের চিহ্নও দেখতে পাইনি। তোমরা আসলেই ভীতুর ডিম। নিজের ছায়া দেখেই ভিরমি খাও। একটু পরে আমি নদীর ধারে যাব, তন্নতন্ন করে খুঁজব উতেদের। যদি কাউকে না-পাই, তা হলে কারও কথা শুনব না—হান্নাকে নিয়ে চলে যাব এখান থেকে।'

'এখন তুমি কোথাও যাচ্ছ না,' বলল শেন। 'নদীর ধারেও না। ওখানে গেলে তোমার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'আর হান্নাও যাচ্ছে না তোমার সাথে,' ধর্মপ্রচারকও তার মতামত জানিয়ে দিল।

কথা বলল না লল্যান্ড, তবে দুজনের দিকে পালা করে এমনভাবে তাকাল, যেন স্রেফ খেয়ে ফেলবে।

পাত্তা দিল না শেন। কেবিনের দিকে ঘুরল। পা বাড়াবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দাও। এ-মুহূর্তে এটাই তোমার কাজ।' আবার পা বাড়াতে গিয়ে থামল। টনির দিকে চেয়ে বলল, 'কী মনে হয়? ইন্ডিয়ানরা আছে না গেছে? এমন কিছু টের পেয়েছ, যাতে বোঝা যায়, ওরা কাছেপিঠে লুকিয়ে আছে?'

'না, মনে হয় চলে গেছে ওরা।'

'হতে পারে। তবে আমরা ঢিল দিচ্ছি না। ধরে নিচ্ছি, ওরা এখনও যায়নি। গা ঢাকা দিয়ে আছে কাছেপিঠে কোথাও। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কী বলো?'

'ঠিক আছে।' মাথা দুলিয়ে সায় দিল টনি। 'আমি সতর্ক থাকব।'

কেবিনে ঢুকে ব্রেড ওয়ালকে দেখল শেন। খাটে শোয়া নয়, চেয়ারে বসে আছে মৎস্য শিকারী। আগের সেই উদ্ভ্রান্ত ভাব নেই এখন আর চোখে, রীতিমত সচেতন দেখাচ্ছে। শেনকে দেখে নড়ে চড়ে বসল একটু। মৃদুস্বরে বলল, 'ফ্লোরা আমাকে সব কিছু বলেছে। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। ইন্ডিয়ানরা হামলা করার পর ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাকবোর্ড নিয়ে ছুটেছিলাম—এটুকু শুধু মনে আছে, এরপর কী ঘটেছে, কীভাবে তোমার এখানে এসেছি, কিছুই মনে করতে পারছি না এখন।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা হাত কপালে রাখল। 'ভীষণ মাথা ধরেছে। কিছুই মনে করতে পারছি না কেন, অ্যাঁ?'

'পিন্টোয় চড়া উতেটা তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল। আমি ওকে বাধা দিয়েছি।' বলল শেন। 'গোলমাল না-মেটা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে।'

'আমি তোমার বোঝা হতে রাজি নই,' বেজার মুখে বলল ব্রেড। 'তবে কেউ যদি আমার জীবন বাঁচায়...'

বুড়োর গোয়ার্তুমি যাবার নয়, বুঝতে পারল শেন। সেও কড়া সুরে বলল, 'তোমাকে বোঝা বানানোর ইচ্ছে আমারও নেই। তবে তোমাকে একটা কথা এখনি বলে দেয়া ভাল। আমি আর ফ্লোরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি যদি এতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাও, তা হলে তোমার ঘাড় ভেঙে দেব। ফ্লোরার মত বুদ্ধিমান ও ভাল মেয়ে তোমার মত অথর্ব বুড়োর ঝি ারি করে জীবনটা বরবাদ করুক, তা আমি চাই না। ওর বিয়ের বয়স হয়েছে।'

'না, আমি বাধা দেব না,' চোখ সরিয়ে নিল ব্রেড। ওর মুখ লাল হয়ে গেছে। লজ্জা নাকি রাগে, কে জানে?

কিচেনের দিকে চলল শেন। বুড়ো ব্রেড ওয়ালের কথাগুলো ভাবছে। ব্রেডের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। এখন

বললেও শেষ পর্যন্ত যে লোকটা নিজের কথায় অটল থাকতে পারবে, তা বিশ্বাস হচ্ছে না। কয়েক মিনিট পরে লল্যান্ডকে নিয়ে কিচেনে ঢুকল লয়েস। শেনকে বলল, 'আমি গিয়ে টনিকে ছুটি দেব। ও এসে সাপার খাবে।'

'বেশ,' মাথা দোলাল শেন। 'আমি যাচ্ছি একটু পর।'

ক্রুদ্ধ চোখে চারদিক তাকাচ্ছে লল্যান্ড। হান্নাকে না-দেখে মেজাজ চড়ে গেছে ওর। বিশাল শরীর কাঁপিয়ে জানতে চাইল, 'আমার স্ত্রী কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে,' জবাব দিল জুলি হাইট। 'ওর প্রচুর ঘুম দরকার। তুমি গিয়ে ওকে বিরক্ত করতে পারবে না।'

কয়েক সেকেন্ড পুরো কিচেনে কারও মুখে কোন কথা শোনা গেল না। সবাই চুপ করে গেল। কেবল ফায়ারপ্লেসে পাইন কাঠ পোড়ার চট চট শব্দ আর স্টোভে একটা প্যানে পানি ফোটার হিস হিস আওয়াজ বড় প্রকট শোনাল।

'আমার কথা কি তোমার কানে গেছে, বাছা?' জুলি শুধাল, নীরবতার মধ্যে ওর নীরস গলা কাঠে কাঠ ঠোকার মতই বাজল সবার কানে।

লল্যান্ডের দিকে চোখ গেল শেনের। কিছু বলছে না লোকটা, তবে এত ঘৃণা শেন এর আগে আর কারও চোখে দেখেনি। লয়েস বোধ হয় ভুল বলেনি, এই লোকের সাথে মানিয়ে চলা মেয়েটার জন্যে খুবই কষ্টকর। রীতিমত ব্যালেন্স করে চলতে হয় ওকে। মেয়েটার হয়তো সে-ক্ষমতা আছে।

লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, রাগলে পাগল হয়ে যায়। এখনও সম্ভবত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে। এক্ষুণি ফেটে পড়বে বোধ হচ্ছে। এক পা এগোল সে। সতর্ক। উল্টোপাল্টা করলে রামধোলাই দেবে এখন। কিলিয়েই ওর ভূত ছাড়াবে।

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে এল লল্যান্ডের চেহারা। ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব দুটোই মিলিয়ে গেল

মুহূর্তেই। ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল, 'ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি।'

'বেশ, তা হলে বসে পড়ো এবার। সাপারের দিকে মন দাও।'

মন দেয়ার মত সাপারই বটে। অন্তত শেনের কাছে সে রকমই লাগল। কিন্তু তা নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পেল না সে। ওর ধারণা, টেবিলে যারা খাচ্ছে, কেউই আন্তরিকতার ছোঁয়া পাচ্ছে না। একটা তিক্তভাব যেন ঘিরে আছে সবাইকে।

ওর পাশে ফ্লোরা। টেবিলের নীচ দিয়ে ওর কোলের ওপর একটা হাত রাখল মেয়েটা। বাম হাতে ওর হাত ছুঁয়ে দিল শেন, মৃদু চাপ দিল। বোঝাতে চাইল, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। মনে মনে হাসল। উতেদের হামলার কারণে যতই আতঙ্কে ভুগুক, একটা দিকে কিন্তু লাভই হয়েছে ওর। এ-ছাড়া ফ্লোরার সঙ্গে মেশার কোন সুযোগই পেত না। অথচ এখনও ফ্লোরার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সময় কাটাচ্ছে। ওর হাত ছুঁতে পারছে। এই হামলা না-হলে ওরা পরস্পরের কাছে আসতে পারত না—অন্তত বুড়ো ওয়ালের খপ্পর থেকে ফ্লোরাকে বের করে আনার সুযোগ পাওয়া যেত না। ওরা দুজন এখন পরস্পরের সান্নিধ্যে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর জুলি টনিকে বলল, 'তুমি যাও এবার, লয়েসকে পাঠিয়ে দাও খেতে।'

শেন বলল, 'টনি, তুমি আর লয়েস মাঝরাত পর্যন্ত পাহারা দেবে। মাঝরাতের পর থেকে আমি আর লল্যান্ড।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল টনি। কিন্তু লল্যান্ড ব্রেডকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ওই বুড়ো কী করবে? ওর কাজ কী?'

'আমার শরীর ভাল নেই, গোমড়া মুখে বলল ব্রেড।

'আমারও। তবু আমি পাহারা দেব। তোমাকেও দিতে হবে। তবে আজ রাতে নয়—কাল দিনে,' জানিয়ে দিল শেন।

কেবিন থেকে বেরিয়ে লয়েসের কাছে গেল ও। ধর্মপ্রচারককে বলল ভেতরে গিয়ে সাপার খেয়ে আসার জন্যে। এরপর উঠান পেরিয়ে বার্নের দিকে এগোল। বিকেলের ম্লান আলো মরে গিয়ে সন্ধে নামছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। থামল ও, বার্ন আর করালের মাঝের অন্ধকার জায়গাটার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। পেছনে পায়ের শব্দ শুনল ও। ঘাড় ফেরাতেই দেখল মেয়েটাকে। এক মুহূর্ত পরে ওর প্রায় বুকের ওপর এসে পড়ল ফ্লোরা। ফিসফিস করে বলল, 'সারাদিন একটু কথা বলতে পারিনি তোমার সঙ্গে। খুব খারাপ একটা দিন গেল আজ, শেন।'

ওকে এক মুহূর্ত জড়িয়ে রাখল শেন। বলল, 'হ্যাঁ, ফ্লোরা। খুবই কঠিন দিন। সকাল থেকেই।'

'কিন্তু এ-অবস্থা থাকবে না। আমি জানি। এটা আচমকা গা কাঁপিয়ে আসা জ্বরের মত। ছেড়ে দিলেই শান্তি। ভাল কিছু পেতে হলে কষ্ট করতে হয়, তাই না?'

'ঠিক বলেছ।' হাসল শেন। 'তবে কষ্টটা কতদিন করতে হয় কে জানে?'

ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে মেয়েটাকে কেবিনে পাঠিয়ে দিল শেন। তারপর করালের দিকে গেল। সতর্ক ও। প্রতিটি জায়গায় চোখ বুলাচ্ছে তীক্ষ্ণভাবে। লল্যান্ডের কথাটা মনে পড়ল। লল্যান্ডের ধারণা, ওরা ছায়া দেখে চমকে উঠছে। হতে পারে। তবে কথা হলো, ছায়া কায়া থেকেই হয়। কায়াটা কিন্তু মোটেই ছায়া নয়। বিপদের আশঙ্কা আছে জানলে তার মোকাবিলার সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি নিতে হয়।

এ ধরনের পরিস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। সবাইকে কোন না কোন সময় এর ভেতর দিয়ে যেতে হয়। লল্যান্ড কিংবা ব্রেড ওয়ালের মত লোকেরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝে না। তাই মুখ ফিরিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু পিটার লয়েস এবং ওর নিজের মত যারা, তারা বুঝতে পারে। তাই মোকাবিলার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়।

শেনকে এখন পরিস্থিতির মোকাবিলায় হাতের কাছে যা আছে, ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সবকিছুই ব্যবহার করতে হবে দক্ষতার সাথে। উদাসীন থাকলে কিংবা ভয়ে পিছু হটলে চলবে না।

নয়

বুকভরা আশ্বাস আর নিশ্চয়তা নিয়ে কেবিনে ফিরে গেল ফ্লোরা। শেনের ছোট্ট, সংক্ষিপ্ত চুমু আর একমুহূর্তের আলিঙ্গন যেন ওকে নতুন জীবন দিয়েছে। সারাদিনের ধকল আর উদ্বেগে ওর মনে যে-হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেটে গেছে এখন।

আজ সারাদিন তার অন্যরকম কেটেছে। শেনের কাছে আজ ও মনের আগল খুলে দিয়েছে। জানত, লোকটা ওকে পছন্দ করে। লোকটাকে দেখার পর থেকে ওর মধ্যেও অবশ্য চাঞ্চল্য জেগেছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা দূরে থাক, নিজের কাছেও কখনও স্বীকার করেনি। আসলে বাপের কথা চিন্তা করে সে-চাঞ্চল্যকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। ও জানে, ওকে ছাড়া ওর বাস্তব বুদ্ধিহীন অপদার্থ বাপটা একদিনও টিকতে পারবে না। যতই গাল-মন্দ করুক, মেয়ের জন্যে দরদের কমতি নেই ব্রেডের। ও নিজেও ভালবাসে বাবাকে। তাই নিজে বিয়ে করে বাবাকে একা অসহায় ফেলে যাবার কথা ভাবতে পারেনি। এদিকে শেনের প্রতিও ওর দুর্বার আকর্ষণ। তবু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, বাবা বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়ে যাবে না। শেনকে তাই কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। উদাসীনতা আর রূঢ় ব্যবহারের বর্মে নিজেকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করত সব সময়। জানে, ওকে প্রশ্রয়

দিলে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।

কিন্তু আজ উতেদের ভয়ে ওরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। নিয়তির কারসাজি সম্ভবত একেই বলে। আজ সকালে শেনের নিবেদনের জবাবে ওর মুখের ওপর 'না' বলতে পারেনি ফ্লোরা। বুঝতে পেরেছে যতই নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, শেষ পর্যন্ত লোকটাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

আজ সকালে ওরা একমত হয়েছে যে, বিয়ে করবে। সেটা চাইলে আজই করে ফেলতে পারে। তা-ই করা উচিত: বিয়ে পড়ানোর জন্যে ধর্মপ্রচারক বা পাদ্রীও এসে হাজির হয়েছে। পিটার লয়েস। লোকটাকে এ পর্যন্ত যতটা দেখেছে, খাঁটিই মনে হয়েছে ফ্লোরার। ও যখন ধর্মপ্রচারক, তা হলে কি আর বিয়ে পড়াতে পারবে না? প্রিয় মানুষটাকে একান্ত আপনার করে পাবার সম্ভাবনায় শিহরিত হলো ওর মন।

কেবিনের সামনের দরজায় পৌঁছতেই পেছনে শেনের পায়ের শব্দ শুনল ও। দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরোল ধর্মপ্রচারক। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সমস্যা, শেন?'

'কেউ একজন আসছে নদী পেরিয়ে। বুঝতে পারছি না লোকটা কে? হাবভাবে মনে হচ্ছে খুব তাড়া।'

পোর্চে বেরিয়ে এসে নদীর দিকে তাকাল লয়েস। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, কেউ একজন আসছে।'

'আমার হেনরীটা নিয়ে দরজার পাশে পজিশন নাও' দ্রুত নির্দেশ দিল শেন। 'আমি উইনচেস্টার নিচ্ছি। জুলি আর টনিকে ওদের রাইফেল নিয়ে এদিকে আসতে বলো। লোক মনে হচ্ছে একজনই আসছে। তবে বলা যায় না, পেছনে হয়তো আরও থাকতে পারে।'

জায়গায় জমে গেছে ফ্লোরা। আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাসে। লয়েস গলা চড়াল, 'জুলি! টনি! শেন তোমাদের অস্ত্র নিয়ে এখানে আসতে বলছে। তাড়াতাড়ি।'

রান্নাঘর থেকে জুলি আর টনির ছুটে আসার শব্দ শুনল ফ্লোরা। আচমকা সচকিত হয়ে উঠল ও। আতঙ্ক কেটে গেল ওদের ছুটন্ত পায়ের শব্দে। দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, ভাবল ও, এখানে নিশ্চয় আরও অস্ত্র আছে। তবে ও নড়ার আগেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জব লল্যান্ড। চেঁচাচ্ছে। 'তোমার রাইফেলটা আমাকে দাও, অস্টিন। আমি ওকে নদীর ওপারে ভাগিয়ে দিয়ে আসি।'

নিজের বাবাকে দেখল ফ্লোরা। ব্রেড ওয়াল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর কী করবে বুঝতে না-পেরে বসে পড়ল ফের। আতঙ্কে ধূসর মুখ।

আগন্তুক এরই মধ্যে অনেকটা কাছে এসে গেছে। আবছা আঁধারে বোঝা যাচ্ছে না, লোকটা কে? চেঁচিয়ে জানতে চাইল শেন, 'কে তুমি? পরিচয় দাও।'

কোন জবাব এল না।

পরপর দু'বার গুলি করল শেন। ভেতরে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনে তাকাল সেদিকে। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখা শার্পসটা তুলে নিয়ে বেগে বেরিয়ে এল জুলি হাইট। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল টনি আর ফ্লোরা। প্রথমে ফ্লোরার সাথে ধাক্কা খেল জুলি। ধাক্কার চোটে এক পাশে ছিটকে গেল ফ্লোরা। কোনমতে টাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল, শেষ পর্যন্ত ধপ করে জায়গায় বসে পড়ে চিত হয়ে পড়া থেকে বাঁচাল নিজেকে। আরেক পা এগোতে টনির ওপর গিয়ে পড়ল। দাদির দশাসই শরীরের ধাক্কা সওয়া সম্ভব হলো না নাতির পক্ষে, সেও ছিটকে পড়ল একদিকে। ভ্রূক্ষেপ করল না জুলি, এগোচ্ছে। আরেকটু সামনে দাঁড়ানো লয়েস অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করল লাফ দিয়ে সরে যেতে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। গণ্ডারের মত জুলি হাইট এসে পড়ল ওর ওপর। বেমক্কা ধাক্কায় চিত হয়ে পড়ল ধর্মপ্রচারক।

মাত্র তিন সেকেন্ডেই ঘটে গেল তিনটি দুর্ঘটনা। ঘোড়সওয়ার ততক্ষণে কেবিন পেরিয়ে গেছে। ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

শার্পস থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জুলি। ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে বলল লয়েস, দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। জুলির গুলি ছোঁড়া দেখে বলে উঠল শেন, 'তুমি তো লোকটাকে দেখোইনি। গুলি ছুঁড়ছ কাকে?'

'ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তো শুনেছি,' জবাব দিল জুলি পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, পুরো কাজটা একটু পাগলামো ধরনের হয়ে গেছে। শেষে হাসল বোকাটে ভঙ্গিতে। 'আসলে আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি, তাই না?'

'তাড়াহুড়ো!' রাগ সামলাল লয়েস, শান্তস্বরে মন্তব্য করল 'না, খুব বেশি নয়। তবে এরকম তাড়াহুড়ো করতে চাইলে সামনে থেকে একটু আগেভাগে সবাইকে বলে দিও। তা হলে আমরা অন্তত সরে যাবার সময়টুকু পাব। শেন, তুমিও তা-ই বলবে নিশ্চয়?'

জবাব দিল না শেন, হাসল। তবে টনি একমত হলো ধর্মপ্রচারকের সাথে। দাদির হাতের রেঞ্জের বাইরে গিয়ে বলল 'হ্যাঁ, জুলি। তুমি এক ধাক্কায় আমাকে, আরেক ধাক্কায় ফ্লোরাকে...' কথা শেষ করল না সে, প্যান্ট ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'ভাগ্যিস, আমি ওর সামনে ছিলাম না,' মন্তব্য করল লল্যান্ড। 'ও যখন আমার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, মনে হলো যেন বুনো মোষ ছুটেছে শিঙ উঁচিয়ে লড়াই করতে।'

কেবিনের ভেতর থেকে আলোর ছটা এসে পড়েছে জুলির মুখে। তাতে দেখা গেল মহিলার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। রাগে নাকি লজ্জায়, বোঝা গেল না। তবে টনির ভয় হলো, ওর দাদি হয়তো এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে লল্যান্ডের ওপর। কিন্তু স্বস্তির সাথে

দেখল, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে জুলির চেহারা।

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে,' ব্যাপারটায় ইতি টানার ভঙ্গিতে বলল জুলি। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ঘাড় ফেরাল লয়েসের দিকে। 'তোমার সাপার, মি. লয়েস। তাড়াতাড়ি খেয়ে না-নিলে বাইরে ফেলে দেব।'

'কী হয়েছে ওখানে?' ভেতরে ব্রেডের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুধাল ও।

'কিছু নয়!' ধমকে উঠল জুলি। 'তোমার মত বুড়ো ছাগলের তাতে নাক না-গলালেও চলবে।'

চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে এল ব্রেড। মুখ রাগে লাল। জুলি হাইটের মাতবরি অসহ্য লাগছে তার। 'দেখো, ওই বুড়ি গাধিটাকে... শুরু করতে গেল।

চরকির মত ওর দিকে ঘুরল টনি। 'তোমার মত অপদার্থ নয় ও!' খেপে উঠল দাদির পক্ষ নিয়ে।

'ইজি, বয়।' ওর কাঁধে হাত রাখল শেন। 'সব কথায় কান দিতে নেই। ওটা ওদের সমস্যা। তোমার নয়।'

ঘোঁৎ করে উঠল ব্রেড, বিড়বিড় করল অস্পষ্ট স্বরে, তারপর ভেতরে ঢুকে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

'কে লোকটা, শেন?' ফ্লোরা শুধাল। 'এভাবে চলে গেল কেন?'

'বুঝতে পারছি না।' মাথা নাড়ল শেন। 'ওকে যখন দেখি, তখন ও উইলো ঝোপের আড়ালে ছিল। আর এখন যখন কাছে এল, অন্ধকারে ঠাহর করতে পারিনি। আমি আবছা ছায়াকে গুলি করেছি। গুলি লাগেনি, তবে ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি, এটা বলতে পারি।'

'ভয়ই পেয়েছে, ওর পালানোর ভঙ্গি দেখে তো সেরকমই মনে হলো, বলল লয়েস। 'তোমার গুলিতে যতটা না, তারচে' বেশি জুলির গুলিতে। এতক্ষণে তার না-হলেও দশ মাইল দূরে

চলে যাওয়ার কথা।'

'লোকটা কিন্তু একজন সাদা মানুষ, তাই না?'

'আমারও সে-রকম মনে হয়েছে,' জবাব দিল শেন। 'কিন্তু সাদা মানুষ হলে এভাবে পালাবে কেন? আমার কথার জবাবও তো দিল না। ওর কাণ্ড দেখে মনে হলো, আমাদেরও সে উতেদের মতই ভয় পেয়েছে। কিন্তু তা কেন হবে? এখন তো একজন সাদা মানুষের আরেকজন সাদা মানুষকে দেখে স্বস্তি পাওয়ার কথা।'

'মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।' হাত ওল্টাল লয়েস হতাশার ভঙ্গিতে।

'কিচ্ছুই না,' ওর সাথে একমত হলো শেন।

লয়েসের বাহুতে হাত ছোঁয়াল ফ্লোরা। 'তোমার সাপার, মি. লয়েস। জুলির মন-মেজাজ ভাল নেই। শেষে হয়তো বাইরে না-ফেলে তোমার মাথায় এনে ঢালবে।'

'ঠিকই বলেছ,' আঁতকে ওঠার ভান করল লয়েস। 'মাথার ওপর না-উঠে ওটা পেটে গেলেই আমার ভাল লাগবে।' দ্রুত পা বাড়াল ও কিচেনের দিকে।

'একটা অস্ত্র পেলে আমি লোকটাকে ঠিকই ধরে আনতাম,' খেদোক্তি করল লল্যান্ড। 'তা হলে তোমরা জেনে নিতে পারতে ও আসলে কে?'

জবাব দিল না শেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভেতরের দিকে পা বাড়াল লল্যান্ড।

'খালি কলসি!' ঘোঁৎ করে উঠল শেন। 'নইলে ওর নিজেরই অস্ত্র থাকত।'

'হান্না কিন্তু নয়। মেয়েটার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে, শেন।'

একটু পরে টনির কাছে গিয়ে নিচুস্বরে কথা বলতে শুরু করল শেন। এগিয়ে গেল ফ্লোরা, জানতে চাইল, 'কী হয়েছে শেন?

কীসের কথা বলছ তোমরা?'

'তেমন কিছু নয়,' ওকে আশ্বস্ত করল শেন। 'ভাবছি, উতেরা লোকটার পিছু ধাওয়া করে আসছে কি না। লোকটা চলে গেছে অনেকক্ষণ হলো। উতেরা তাড়া করলে তো এতক্ষণে ওদের দেখা যাওয়ার কথা।'

'সেটা নাও হতে পারে,' বলল টনি। 'লোকটা হয়তো এমনি যাচ্ছিল এখান দিয়ে। আমাদের কেবিনে আলো জ্বলতে দেখে তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে।'

'কেন, পালাবে কেন?' ফ্লোরা একমত হলো না ওর সঙ্গে। 'তোমরাই তো বললে ও একজন সাদা মানুষ। এখনকার এই বিপদের সময় সব সাদা মানুষই একত্রে থাকতে চাইবে। ইন্ডিয়ানদের ভয়ে একাকী ছুটোছুটি করার চেয়ে সবাই একত্রে থাকাটাই তো নিরাপদ।'

'এখানে একজন সাদা মানুষ আছে, যে সেরকম নাও ভাবতে পারে,' মৃদুস্বরে বলল শেন। 'আমি রিক পলের কথা বলছি।'

'সেই দোকানদার!' অবাক হলো ফ্লোরা। 'কেন সে তো উতেদের সাথে ব্যবসা করে আসছে বছরের পর বছর। ওর সাথে ইন্ডিয়ানদের চমৎকার সম্পর্ক, তাই না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শেন। 'লোকটা অসাধু ব্যবসায়ী, যত রাজ্যের পচা বাসি মাল গছিয়ে দিত ইন্ডিয়ানদের। ওরা প্রথম প্রথম বুঝত না। কিন্তু এখন জানে, লোকটার ঠকানো ব্যবসা। তাই আগের মত আর ভাব নেই ওর সাথে। ওদিকে সাদারাও ওকে ঘৃণা করে। লোকটা ব্যবসার নামে উতেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সুতরাং এখন বিপদের সময় ও সাদাদের কাছে আসবে কোন্ সাহসে?'

শেনের একটা হাত ধরে নেড়ে দিল ফ্লোরা। 'আমি ভেতরে যাই। ওখানে জুলিকে বাসনকোসন ধোয়া মোছায় সাহায্য করি। সকালে তোমার সাথে দেখা হবে, শেন।'

'অবশ্যই, ফ্লোরা,' হাসল শেন। 'দেখো, ভয় পেয়ো না যেন। নিশ্চিন্তে ঘুমোও। আমরা পাহারায় থাকব। ওরা আমাদের কাছেও আসতে পারবে না।'

পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল ফ্লোরা। লয়েস ফিরে আসছে সাপার শেষ করে। সামনাসামনি হতেই ওকে নড করল ধর্মপ্রচারক। 'শুভ রাত্রি, ম্যাম।'

প্রত্যাভিবাদন জানাল ফ্লোরাও। হঠাৎ ও আর শেনের বিয়ে পড়ানোর ব্যাপারটা বলার কথা মনে এল ওর। কিন্তু লজ্জা এসে মুখ বন্ধ করে দিল ওর। পরক্ষণেই ভাবল, এই কাজটা আসলে ওর নয়, শেনের। শেনই মি. লয়েসকে বলবে কথাটা।

তা ছাড়া ওর অতি উৎসাহটা শেনই বা কীভাবে নেবে, কে জানে। দু'বছর ধরে ওর পিছে ঘুর ঘুর করেছে লোকটা—একটা দিনের জন্যেও পাত্তা পায়নি। আর আজ সবে মাত্র পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটেছে—এরই মধ্যে ও হন্যে হয়ে উঠেছে বিয়ের জন্যে, ব্যাপারটা অবাক করবে শেনকে। হয়তো বা কৌতূহলীও। নাহ্, এটা ঠিক হবে না। তা হলে তার সাথে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের পার্থক্য খুঁজে পাবে না শেন। সুতরাং অতটা খেলো হওয়া ঠিক হবে না। সত্যিটা আচমকাই উপলব্ধি করল ফ্লোরা।

কিচেনে গিয়ে জুলির সঙ্গে হাত লাগাল। ধোয়া মোছা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল জুলি। হাই তুলল। আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'বাব্বাহ্, একটা দিন গেল বটে আজ। জঘন্য। আশা করছি, কালকের দিনটা এত খারাপ যাবে না।'

সামনের রূমে ব্রেড ওয়াল আর জব লল্যান্ড বসেছিল। কিচেন থেকে বেরিয়ে ওদের কাছে গেল জুলি। দু'জনকে পালাক্রমে দেখে নিয়ে বলল, 'এই যে তোমরা, বার্নে বিছানা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো গে।'

ওরা দুজনে বেরিয়ে যেতে দরজা ভেজিয়ে দিল ও।

ডোরবারটা তুলে নিল। লাগাতে গিয়ে নামিয়ে নিল, ফের দেয়ালের সাথে রাখল। 'ডোরবারটা লাগানোই উচিত। কিন্তু লাগাব না। বলা যায় না, বাইরে গোলমাল শুরু হলে ওদের তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকতে হবে।'

টেবিলের ওপর থেকে একটা বাতি নিয়ে বেডরুমে ঢুকল ফ্লোরা। আস্তে আস্তে প্রায় নিঃশব্দে দরজা আটকাল, যাতে হান্নার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু দরজা লাগানো মাত্র ওকে অবাক করে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল হান্না।

'দুঃখিত, হান্না। আমি তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি।'

'না, তুমি আমার ঘুম ভাঙাওনি। গোলাগুলির শব্দে ভেঙে গেছে। আমি এখানে শুয়ে শুয়ে জবের জন্যে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম। গোলাগুলি কেন হয়েছিল?' জানতে চাইল হান্না।

বাতিটা রেখে জামা-কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে ঘটনাটা বলল ফ্লোরা। মেয়েটাকে দেখছে ও। ছোট্ট একটা বাচ্চার মত লাগছে। দুর্বল। ওর পরিষ্কার ফাঁপানো সোনালি চুল কাঁধ আর ঘাড়ের ওপর ছড়ানো। নাইটগাউনের অভাবে শেনের একটা জামা পরেছে। শরীরের তুলনায় অনেক লম্বা আর ঢোলা জামাটা। তাতে যতটা নয়, তারচে' বেশি কৃশ দেখাচ্ছে ওকে। ওজন নব্বুই পাউন্ডও হবে না মেয়েটার। তবে দেখতে মিষ্টি আর আকর্ষণীয়।

নিজের নাইটগাউন পরে বিছানায় ওর পাশে বসল ফ্লোরা। হাসল। 'তুমি একটা মিষ্টি মেয়ে, হান্না। স্বামীকে প্রচণ্ড ভালবাস। তবে ওকে গড়েপিঠে সত্যিকার পুরুষ বানানোর দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। ও দেখতে বিশাল, গায়ে অনেক জোর, কিন্তু ব্যক্তিত্বের ছিটেফোঁটাও নেই। ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল মনের মানুষের জায়গা এ-দেশে নেই।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল হান্না, একই সঙ্গে ওর চোখ থেকে পানিও বেরিয়ে এল। কাঁদছে ও। দু'হাতে চোখ মুছল; নাক টানল সজোরে। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি জানি। কিন্তু ওকে

এ-দেশে নিয়ে আসার মত ভুলটা আমিই করেছি। ওর মাথা গরম কথায় কথায় রেগে যায়; কখন কোন কথাটা বলতে হয়, তাও জানে না। তবে আমার সামনে থাকলে একদম শান্ত, সুবোধ। কোন কাজই ও ঠিকমত করতে পারে না। বেচারা এই জন্যে হীনম্মন্যতায় ভোগে। তাই মুখে বাহাদুরি করে নিজেকে জাহির করতে চায়। ওর বাবা একজন দোকানদার। বাড়িতে থেকে বাবার সাথে দোকানে কাজ-কর্ম করলে হয়তো আস্তে আস্তে সব কিছু জানত, বুঝত। কিন্তু তার আগেই ওকে আমি ফুসলে নিয়ে এসেছি।'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ফ্লোরা, চুমু খেল ওর কপালে বিকেলে মিসেস হাইটের মা-মা ভাবটা যেন এখন ওর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। মায়া লাগছে মেয়েটার সরল স্বীকারোক্তি শুনে। জুলি হাইটও সম্ভবত একই রকম মায়া অনুভব করেছিল কোমল স্বরে বলল, 'আমাকে সব খুলে বলো তুমি।'

মিনিট খানেক চুপ করে রইল হান্না। ফ্লোরার কাঁধে ওর মাথা একসময় সোজা হয়ে বসল। ফ্লোরার দিকে তাকিয়ে যেন গুছিয়ে নিল কীভাবে বলবে। তারপর শুরু করল, 'আমার মনে হয়, তুমি একজন ভাগ্যবতী মেয়ে। তোমার বাবা আছে, যে তোমাকে মারে না, তোমার একজন বন্ধু আছে মিসেস হাইটের মত রাগী কিন্তু হৃদয়বতী—সবচে' বড় কথা, মি. অস্টিনের মত একজন ভালবাসার মানুষ তুমি পেয়েছ। আমার সমস্যাটা তুমি ঠিকমত বুঝতে পারবে না। কিন্তু তুমি জানো, মানুষ যে দয়ালুও হতে পারে, তা তোমাদের সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আমি জানতামই না।'

দু'হাঁটু একত্র করে তার ওপর চিবুক ঠেকাল হান্না, দোল খেল বার কয়েক। বলে চলল, 'আমার মা মহিলাটা যে কীরকম জাঁদরেল, চিন্তাও করতে পারবে না তুমি। পশুর মত ঠেঙাত আমাকে। আমার পিঠ ও পাছায় তার নমুনা তো তোমরা বিকেলে গোসল করার সময় দেখেছ। এর দুটো কারণ থাকতে পারে

প্রথমত আমার অবাধ্যতার জন্যে সেটা অস্বাভাবিক নয়। সন্তান অন্যায় করলে সব বাবা-মাই তা করে কিন্তু অন্য যে কারণটা, সেটা সম্ভবত মায়ের জেদ কিংবা নিষ্ফল ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। মা আমাকে বেশিরভাগ সময় পেটাত বাবা রাতে মদ খেয়ে এসে তাকে পেটানোর পর। প্রতি রাতেই চলত এরকম মারধর। মা বাবাকে কিছু করতে পারত না বলে আমার ওপরই তার শোধ তুলত। কিন্তু আমার কী দোষ? বুদ্ধি হবার পর থেকে এরকম দেখে আসছি। আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। দিনের পর দিন বছরের পর বছর। এরকম অশান্তি আর কার ঘরে আছে, বলো? একটু বড় হবার পর জব আমার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতেই আমি ওকে আঁকড়ে ধরলাম। ওর তো আসলে বয়স কম। বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও হয়নি। আমি ওকে প্ররোচিত করলাম বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার জন্যে। এখন আমি যদি বাড়ি ফিরে যাই, তা হলে মা আমাকে নির্ঘাত মারতে মারতে একদম মেরেই ফেলবে। জবও আর বাড়ি যেতে পারবে না।'

থামল হান্না। ওর চোখ দেয়ালের দিকে। নিবিষ্ট মনে দেখছে কিছু একটা। যেন বছরের পর বছর ধরে বাড়িতে নিজের মায়ের হাতে নিগৃহীত হরর ছবিগুলো ওখানে ফুটে উঠেছে। ফ্লোরা শুধাল, 'জব বাড়ি যেতে পারবে না বলছ কেন? ওর সমস্যা কী?'

'ওর সমস্যা আরও জটিল। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেও আমাদের দু'জনের কারও কাছেই একটা ডলারও ছিল না। দু'জনেই কপর্দকহীন। হওয়ারই কথা। দু'জনেই তো বেকার। কিন্তু খালি হাতে বেরোই কী করে? সুতরাং জব ওর বাবার সেলার ভেঙে সব জমানো টাকা হাতিয়ে নেয়। বেশি টাকা নয়, মাত্র আটশো ডলার। কিন্তু ওটাই ছিল ওর বাবার একমাত্র সঞ্চয়। জব যদি এখন বাড়ি ফিরে যায়, ওর বাবা ওকে নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

মাথা দোলাল ফ্লোরা। সমস্যাটা বুঝতে পারছে। নিজের

পরিবারের কথা চিন্তা করল। অপদার্থ বাবাকে নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় ওকে। সেখানেও খারাপ অবস্থা। কিন্তু হান্নার পরিবারের মত অতটা নয়। মেয়েটার গল্প অবিশ্বাস করতে পারছে না ও। বিশেষ করে ওর পিঠে মারের দাগগুলো দেখার পর।

'আমাদের হাতে এখনও প্রায় পুরো টাকাটাই আছে,' আবার বলল হান্না। 'ওই টাকা দিয়ে জব র‍্যাঞ্চ কিনতে চায়। কিন্তু র‍্যাঞ্চিংয়ের কিছুই জানে না ও। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। র‍্যাঞ্চ না-কিনে টাকাটা জমা রেখে দু'জনে কাজকর্ম করব কিনা ভাবছি। আমার গায়ে শক্তি নেই ভেবো না,' ফ্লোরাকে ওর দিকে তাকাতে দেখেই যেন ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল। 'তা ছাড়া ছোট বেলা থেকে আমি কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। এখন জব যদি কথায় কথায় হামবড়াইটা ছাড়তে পারে আর লোকজনের সাথে উদ্ভট আচরণটা শোধরাতে পারে, তা হলে ও নিজেও চাকরি বাকরি বা কাজকর্ম করতে পারবে।'

'এদিকে লোকজন কম। মুষ্টিমেয় কিছু লোক নদীর ভাটিতে থাকে।' হাই তুলল ফ্লোরা। 'চলো, এখন শুয়ে পড়ি। রাতে ভাল ঘুম হলে কাল সকালে হয়তো মনে পড়তে পারে, কারও লোক লাগবে কি না।'

বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে হান্নার পাশে শুয়ে পড়ল ও। মিনিট খানেকের মধ্যে হান্নার শ্বাসপ্রশ্বাস ভারী হয়ে উঠল—ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। তবে অত সহজে ঘুম এল না ফ্লোরার চোখে। হান্নার কথা ভাবছে ও। মেয়েটা অসম্ভব ভালবাসে লল্যান্ডকে। আশা করছে, ওর স্বামী ধীরে ধীরে বুঝতে শিখবে, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। কিন্তু ফ্লোরার মনে হচ্ছে, তা কখনও হবে না লল্যান্ড। বরং ভয়ই পাচ্ছে ও হান্নার জন্যে। মেয়েটা উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলোয় এসে পড়ল কিনা কে জানে। যে দুঃখ এড়ানোর জন্যে সে বাড়ি ছেড়েছে, সে দুঃখ

হয়তো তার কখনও কাটবে না। অযোগ্য ও অপদার্থ পুরুষের সঙ্গে থেকে ওকে হয়তো আরও বেশি কষ্ট ও অপমান সইতে হবে। মেয়েটার জন্যে কিছু একটা করার ইচ্ছে হচ্ছে তার। কিন্তু কী-ই বা করতে পারবে সে? ওকে কেবল বাড়ি ফিরে যাবার পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু ওর কাহিনি শুনে এবং পিঠের অবস্থা দেখে ওকে সে-পরামর্শ দেয়াটাও এক ধরনের অমানবিক কাজ হবে।

দশ

না-ঘুমিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত বসে থাকা যে কী কষ্টের, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে টনি হাইট। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মধ্যে অদ্ভুত সব শব্দ; এমন শব্দ সে আর কখনও শোনেনি। থেকে থেকে চমকে উঠছে ও, বার্ন আর করালের জমাট ছায়ার দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। সন্দেহ হচ্ছে, ইনজুনরা হয়তো ঘাপটি মেরে বসে আছে ছায়ার মধ্যে। অন্ধকারে টের পাচ্ছে না সে।

অথচ রাতের পাহারায় সেও থাকছে শুনে দিনভর একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগছিল ও। মনে মনে এরকম একটা স্বপ্নও দেখছিল যে, ইন্ডিয়ানরা রাতের বেলা কেবিনে হামলা চালাতে এসেছে, আর সে আগে ভাগে টের পেয়ে দু'একটাকে গুলি করে শুইয়ে দিয়েছে। বাকি ইনজুন সব পালিয়ে বেঁচেছে। ইতোমধ্যে গুলির শব্দে শেন, জুলি, ফ্লোরারা জেগে উঠেছে এবং শেন খুশি হয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওকে সত্যিকারের একজন সাহসী ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে—এদিকে ওর দাদি জুলি বলছে, ও

আগেই জানত যে, টান একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ।

কিন্তু এখন এই ভয়াবহ অন্ধকারে টনি বুঝতে পারছে, স্বপ্ন আর বাস্তবে কতটা ফারাক। এখন যদি ইন্ডিয়ানরা এসে ওদের ঘোড়াগুলো চুরি করে নিয়ে যায় আর ও যদি টের না-পেয়ে থাকে, তা হলে কীভাবে মুখ দেখাবে শেন আর জুলিকে।

তা ছাড়াও, ইন্ডিয়ানরা চুপিসারে এসে ওকে খুনও করতে পারে। তারপর একে একে সবাইকে। তা হলে তো সে আর কাউকে দেখতে পাবে না। জুলিকেও না। হঠাৎ দাদির জন্যে মন কেমন করে উঠল ওর। বুড়িকে ও একদম পছন্দ করে না—তবু ওকে হারানোর কথা ভাবলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। আচমকা চোখ জ্বালা করে উঠল ওর। গালে গরম পানির আঁচ পেল। কাঁদছে ও! তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিল।

এখন এ-আতঙ্ক থেকে কেবল একজন মানুষই ওকে বাঁচাতে পারে। সে পিটার লয়েস। অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে ধর্মপ্রচারক। সে যদি এসে বলে, সব ঠিকঠাক চলছে, কোথাও সমস্যা নেই, তা হলে স্বস্তি পাবে টনি। লয়েস লোকটা ভাল, একদম শেন অস্টিনের মতই। ওকে পছন্দ করে সে।

কিন্তু টনি যে ভয় পাচ্ছে, লোকটা জানবে কী করে? আর টনিও সে-কথা কীভাবে বলে? লজ্জার কথা তো। সুতরাং ভয় তাড়ানোর জন্যে গান গাইতে শুরু করল সে। তাতে দুটো লাভ। ইনজুনরা দূর থেকে গান শুনলে ভাববে, কেবিনের লোকেরা জেগে আছে—আর লয়েস মনে করবে, শক্তপোক্ত ছেলে টনি—ভয়-ডর কাকে বলে জানেই না।

পরে, টনির হিসেবে, অনেকক্ষণ পরে শেন আর লল্যান্ড এল তাদের পালা শুরু করার জন্যে। শেন লল্যান্ডকে বলে দিল, ইন্ডিয়ান কিনা নিশ্চিত না-হয়ে যেন গুলি না-করে। ওর ইঙ্গিতে উইনচেস্টারটা লল্যান্ডকে হস্তান্তর করল টনি। তবে না-দিয়ে পারলেই যেন খুশি হত। ওর চোখে পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছে,

লোকটা আসলেই অপদার্থ, অকর্মার ধাড়ি। যতটা সাহসের ভান করে, তার অর্ধেকও নেই তার মধ্যে। লোকটা সম্ভবত একটু হাঁদা টাইপেরও।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল শেন।

'সব।' মাথা দোলাল টনি।

'বেশ। এবার যাও, ঘুমিয়ে পড়ো।'

বার্নে ঢোকার আগে শীতের কথা মনে হয়নি টনির। খড়ের গাদায় একটা কম্বল দেখে ওটা নামিয়ে গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। একটু পরে লয়েস এসে শুলো ওর পাশে। ঘোড়ার পা আছড়ানো আর একটু দূরে ঘুমন্ত ব্রেড ওয়ালের নাক ডাকার শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সকালে, কিন্তু ওর মনে হলো ঘুম আসতে না-আসতেই, শেনের ধাক্কাধাক্কিতে উঠে বসতে হলো ওকে। 'হাত-মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করো, টনি। দেরি করলে কিন্তু নাশতার বদলে জুলির দাবড়ানি খেতে হবে।'

সেটা টনির চেয়ে বেশি আর কে জানে? উঠে উঠানে ট্রাফের কাছে গেল।

এর পর ব্রেডকে নিয়ে পড়ল শেন। ওকেও ধাক্কা মেরে জাগাল ঘুম থেকে। 'সারারাত নাক ডাকিয়েছে, ওয়াল। মাথা ব্যথা ছেড়ে গেছে নিশ্চয়। এবার উঠে পড়ো। দিনের পাহারার দায়িত্বে থাকবে তুমি।'

গাঁইগুঁই শুরু করল ওয়াল। 'অবশ্যই, শেন। নিশ্চয়। আমি তা জানি...। কিন্তু আমার মাথাটা...মানে...'

কথা শেষ করার অবকাশ দিল না ওকে শেন। ওর শীর্ণ কাঁধ খামচে ধরে টেনে বার্ন থেকে বের করে নিল। তারপর প্রায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল উঠানে ঘোড়ার ট্রাফের কাছে।

'ছাড়ো, ছেড়ে দাও, অস্টিন!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রেড। 'শোনো, আমার কথা শোনো...আমি...'

বাকি কথাগুলো আর শুনতে পেল না টনি। ওয়ালের দুর্গতি দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে ওর। ওয়ালের ঘাড় ধরে মুখটা ঠাণ্ডা পানিতে ঠেসে ধরতে দেখল ও শেনকে। ওয়ালের শীর্ণ শরীরটা কেঁপে উঠল। একটু পর ওর মুখ তুলে ধরল শেন, যেন দম বন্ধ হয়ে মারা না-যায় বুড়ো মাছশিকারী। তিন সেকেন্ড পর আবার ঠেসে ধরল ট্রাফে। আবার তুলে ধরল। রাইফেলটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

বাম হাতে রাইফেলটা নিল ব্রেড। ডান হাতে মুখ থেকে পানি ঝাড়ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'তুমি একটা বর্বর, অস্টিন। আমার বয়স যদি আরেকটু কম হত, তা হলে চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলতাম...'

'তোমার বয়স আরও কম হলেও তুমি কিছুই করতে না, ওয়াল। তোমার মত অপদার্থেরা কখনও কিছু করতে পারে না। এখন আমি কী বলি শোনো,' ওর বুকে তর্জনীর গুঁতো লাগাল শেন, 'উতেরা যদি আমাদের ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যায়, আর তুমি সে-সময় ঘুমিয়ে থাক, তা হলে লাথি মেরে তোমার বাঁকা ঠ্যাঙদুটো ভেঙে দেব। এখন মাত্র দিনের শুরু। ওরা তক্কে তক্কে থাকবে, একটু ফাঁক পেলেই নদী পেরিয়ে এসে ঘোড়া চুরির চেষ্টা চালাতে পারে। সুতরাং সাবধান! চোখ-কান খোলা রেখে পাহারা দেবে কিন্তু।'

ঘুরে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল শেন। রাইফেলটা বাম হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে করালের দিকে গেল ব্রেড, বাঁ হাতে মুখ থেকে পানি মুছতে মুছতে।

হর্স ট্রাফটা পরিষ্কার করতে করতে লয়েস আর লল্যান্ডকে আসতে দেখল টনি। ব্রেডের দুর্দশা দেখেছে ওরা। কাছে আসতে লল্যান্ডের উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'অস্টিন নিজেকে কী মনে করে, অ্যাঁ? ওকি আমাদের কিনে নিয়েছে যে, যখন তখন চোখ রাঙাবে আর দুর্ব্যবহার করবে? ইচ্ছে হলেই গায়ে হাত দেবে?'

'ওই একমাত্র লোক যে আমাদের ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে,' মৃদুস্বরে বলল ধর্মপ্রচারক। 'নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চাইলে ওর নির্দেশমতই চলতে হবে আমাদের। এরপরে ও কোন কিছু করতে বললে এ-কথাটা মনে রেখো।'

তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট ওল্টাল লল্যান্ড, নাকচ করে দিল ধর্মপ্রচারককে; তবে তর্কে গেল না।

বাঘের মত ক্ষুধা নিয়ে উঠান থেকে কিচেনে ঢুকল টনি। ওর পেছন পেছন গেল লয়েস আর লল্যান্ডও। কফির সুবাস ওর নাকে ঝাপ্টা মারল, সাথে জইয়ের তৈরি মিষ্টি কেক আর ফ্রায়িং বেকন। উৎফুল্ল স্বরে সবাইকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল জুলি। 'বসে পড়ো সবাই, ব্রেকফাস্ট তৈরি। যত পারো, খাও। পেট ভরে না-খেলে রাঁধুনীরা মনে কষ্ট পাবে কিন্তু। সব তোমাদের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে।'

আড়চোখে দাদির দিকে তাকাল টনি। বুড়ি হঠাৎ অত খুশি কেন বোঝার চেষ্টা করছে। একটু পরে হাল ছেড়ে দিয়ে তাকাল হান্নার দিকে। স্টোভ থেকে কেক নামাচ্ছে ফ্লোরা, হান্না ওগুলো টেবিলের ওপর রাখছে। ধোয়া, ইস্ত্রি করা কাপড় পরেছে মেয়েটা। গোসল এবং রাতের পর্যাপ্ত ঘুম ওর চেহারা পাল্টে দিয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে ওকে, গতকালকের সে বিধ্বস্ত চেহারা পুরো পাল্টে গেছে। হান্নার গালে গোলাপী আভা, মাথার সোনালি চুল গোলাপী রিবনে যত্ন করে ঘাড়ের ওপর বাঁধা।

টনির একা নয়, বাকিদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে হান্না। দরাজ গলায় প্রশংসা করল শেন, 'চমৎকার, তাই না?' ধর্মপ্রচারককে সাক্ষী মানল।

মাথা নাড়ল লয়েস। 'একশো বার। গতকালের গুবরে পোকাটা আজ রাতারাতি প্রজাপতি বনে গেছে।'

প্রথমে হাসার চেষ্টা করল হান্না, কিন্তু আচমকা লজ্জা পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। টনি আবার বলল, 'তোমাকে সত্যিই অপূর্ব

দেখাচ্ছে, হান্না।' মেয়েটাকে মোটেও বিবাহিত বলে মনে হচ্ছে না ওর: বয়সে বড় জোর বছর দুই-তিনেক বড় হবে হয়তো।

আড়চোখে স্বামীর দিকে চাইল হান্না। হতাশার সাথে দেখল, লোকটা তার সামনে কেক নিয়েই ব্যস্ত। এরা যে এত কথা বলছে, কিছুই যেন তার কানে ঢুকছে না। ও যেন এখানকার কেউ নয়–যেন জানেই না, কিচেনে অন্যদের সাথে তার স্ত্রীও আছে। চোখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, ওপরের ঠোঁট কামড়াল, তারপর স্টোভের কাছে ফ্লোরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

লল্যান্ডের অস্বাভাবিক নীরবতা ও উদাসীনতা অবশ্য জুলি নিজেও খেয়াল করল না। হান্নাকে এভাবে সরে যেতে দেখে সে ধমকে উঠল, 'থামো তো এবার! সবাই মিলে মেয়েটিকে লজ্জা পাইয়ে দিচ্ছ তোমরা।'

'না না, ঠিক আছে,' লজ্জিত সুরে প্রতিবাদ করল হান্না। 'সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে লজ্জা পাওয়ার কী আছে। তাতেও বরং খুশিই লাগার কথা।'

কেকের ওপর সিরাপ ঢেলে বিশাল এক কামড় বসাল লল্যান্ড। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, হান্না কী বলেছে, তার কানেই ঢোকেনি। ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না টনি হাইটের। লয়েসের সাথে যখন এল, দেখামাত্র লোকটাকে নাকচ করে দিয়েছিল ও। হান্নার সাথে ওর সম্পর্কের কথা জেনেও ভাল লাগেনি। ওর মনে হয়েছে, ওর মত লোকের বউ হওয়া কোনভাবেই মানায় না হান্নাকে। অসন্তোষটা ওর তখন থেকে শুরু। এ-মুহূর্তে রীতিমত ঘৃণা হচ্ছে ওর লোকটার প্রতি। হান্নার মত মেয়েকে অপমান করার কোন অধিকারই নেই অপদার্থটার।

খাওয়া শেষ হতে জুলি বলল, 'শেন, এখানে তুমিই কর্তা। সবার দায়িত্ব তোমার কাঁধে। তোমার হুকুমেই সব কিছু চলা উচিত। আমাদের নাক গলানোর কিছু নেই। তবে আমার একটা কথা আছে।'

হাসল শেন। 'ঠিক আছে। কিন্তু দায়িত্ব থাকলেই যে কারও কথা শোনা যাবে না, এমন নিয়মও তো নেই। বলো, কী বলতে চাও?'

'বেশ, তা হলে শোনো। গতকাল তোমার এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে টনিকে খেত থেকে গোল আলু তুলতে লাগিয়েছিলাম। তাড়াহুড়োর কারণে পুরোটা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারিনি। বেশির ভাগ খেতেই পড়ে আছে। আজ যদি রোদ না হয়, তা হলে আলুগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'হুঁ,' একমত হলো শেন। 'তা এখন কী করতে চাও?'

'আমি ভাবছি, আলুগুলো নিয়ে আসার জন্যে টনি এবং তার সাথে আরেকজন যাক। আমি মি. লয়েসের কথাই ভাবছি। কারণ তোমার এখানেই থাকা দরকার। ওরা গিয়ে কিছু আলু নিয়ে আসবে। বাকিগুলো সেলারে তুলে রাখবে। টনি, কিচেন থেকে শুয়োরের মাংসটাও নিয়ে এসো। কিছু গাজর আর বাঁধাকপিও নিয়ে আসবে আসার সময়। ঠিক আছে?'

'চমৎকার প্রস্তাব,' উৎসাহিত হলো শেন। ধর্মপ্রচারকের দিকে চাইল। 'যাবে নাকি, পিট?'

'নিশ্চয় যাব। যদি তুমি মনে করো আমরা না-থাকলেও কোন সমস্যা হলে তুমি চালিয়ে নিতে পারবে।' রাজি হলো পিটার লয়েস।

কিন্তু টনির পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা। ব্রেড ওয়াল আর জব লল্যান্ড দু'জনেরই থাকা না-থাকা সমান কথা। ওরা দু'জন চলে এলে শেন আসলেই একা হয়ে পড়বে। কথাটা শেনকে বলবে কি না ভাবছে; পরে ভাবল, শেন নিজেও নিশ্চয় ব্যাপারটা বোঝে। তারপরও যে রাজি হচ্ছে, এর কারণ টনিও বুঝতে পারল। আসলে এতগুলো মানুষের জন্যে পর্যাপ্ত খাবার ওর কাছে নেই। খাবারের টান পড়বেই। সুতরাং ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে। এ জন্যেই বোধ হয় জুলির প্রস্তাবে সায় দিচ্ছে ও।

টনি নিজের চিন্তার সূত্র ধরেই যেন শেনকে আবার বলতে শুনল, 'জুলির নিজের রাইফেল আছে, ফ্লোরাও ভাল গুলি চালাতে জানে। বিপদ হলে ওদের সাহায্য পাব আমি। তোমরা যাও, পিট। জুলি ঠিকই বলেছে। রসদটা আগে দরকার। উতেরা আজ হোক আর কাল হোক, হামলা করবেই। হয়তো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখবে। তখন খাবারের টান পড়লে কিন্তু টিকতে পারব না। সুতরাং আগেভাগে তৈরি থাকতে হবে সব রকম পরিস্থিতির জন্যে।'

চেয়ার ছাড়ল টনি। 'আমি যাচ্ছি, মি. লয়েস। ওয়্যাগনে ঘোড়া জুড়ব। তুমি তাড়াতাড়ি আসো।'

'হ্যাঁ, বাছা,' লয়েসও উঠল। 'চলো, আমিও হাত লাগাই।'

একটু পরে নদীর উজান ধরে চলল ওরা। কেউ কোন কথা বলছে না। নদীর ওপারে উইলো ঝোপের দিকে তাকাচ্ছে টনি বারবার। ঝোপের ভেতর ছায়া অন্ধকার। তবে এমন কিছু দেখছে না কিংবা কোন শব্দও শুনছে না, যাতে ওখানে উতেরা লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ হতে পারে। অবশ্য উতেদের দেখতে পাবে, এমন আশাও সে করছে না। ওদের সম্পর্কে একটা কথা ওর ভালই জানা আছে। সেটা হলো উতেরা নিজে থেকে দেখা দিতে না-চাইলে ওদের কখনও দেখা যায় না। সামান্য একটা ঝোপ, ছোট্ট একটা মাটির ঢিবি, লম্বা ঘাস কিংবা গাছের ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনড় পড়ে থাকতে পারে ওরা—অনেক সময়, ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও চোখ এড়িয়ে যায়। তবু সন্দেহ যাচ্ছে না টনির। কিছু দেখবে না জেনেও বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে উইলো ঝোপের দিকে।

কেবিনে পৌঁছে ঘোড়াগুলোকে বার্নে বাঁধল ওরা। খেতে গিয়ে খুঁড়ে তোলা আলুগুলোকে বস্তা ভর্তি করতে শুরু করল। কাজ করতে করতে আবারও নদীর দিকে চোখ চলে যাচ্ছে টনির। রাইফেল দুটো ওদের পাশে একটা উঁচু ভূমির ওপর রাখা। কিন্তু

সম্পূর্ণ খোলামেলা বাগানটায় এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে দূর থেকে হামলা শুরু হলে চট করে লুকিয়ে পড়ে পাল্টা জবাব দেয়া যাবে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড সমানে লাফাচ্ছে টনির। আতঙ্ক বোধ করছে ও; নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভয় যেন বুকের ভেতর পাথর হয়ে চেপে বসেছে।

সব আলু বস্তায় ভরা শেষ করল ওরা। যেগুলো নেবার সেগুলো রেখে বাকি বস্তাগুলো সেলারে নিয়ে রাখতে লাগল।

ওরা এসেছে অনেকক্ষণ। এ পর্যন্ত সব ভাল ভালই কেটেছে। কিন্তু টনির আতঙ্ক যাচ্ছে না। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, ওরা শেনের কেবিনে পৌঁছার আগেই গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। এরকম কেন মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছে না ও। কিন্তু ভাবনাটাকে কিছুতে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

আতঙ্কের কথাটা অবশ্য লয়েসকে বলতে পারল না সে; আত্মসম্মানে লাগছে। চুপচাপ তাই কাজ করে যেতে লাগল। বেশ কয়েক বেলা খাবার উপযোগী গাজর তুলে নিল ওরা—বাঁধাকপিও তুলল কিছু। তারপর সব বস্তায় ভরে ওয়্যাগনে রাখল। হঠাৎ শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা অনুভূতি হলো টনির। উপত্যকাকে মনে হলো অস্বাভাবিক শান্ত আর নিথর। এরকম আর কখনও হয়নি।

পর্বতের ওপর থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে উইলো ডালের দুলুনি ছাড়া আর কোথাও কোন কিছুর সামান্যতম নড়াচড়া নেই। কেবিন হাউসটার দিকে চোখ গেল ওর; পরমুহূর্তে ওর হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে চলে এল। নিচু অব্যক্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ও নিজের অজান্তে—এমন নিচু যে কাছেই আরও কিছু বাঁধাকপি খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে কিনা পরখ করে দেখতে থাকা লয়েসের কানে তা স্রেফ গোঙানির মত শোনাল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল লয়েস, টনির দিকে তাকাল। 'কী হয়েছে, বাছা?' পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশে রাখা রাইফেলটা তুলে নিয়ে

টনির কাছে চলে এল।

'বাড়ির ভেতর একটা...একটা সাদা মানুষ। জানালা দিয়ে এক ঝলকের জন্যে ওর মুখ দেখেছি আমি। আমার চোখে চোখ পড়তে সরে গেছে জানালা থেকে।

'তা হলে তো মনে হয় ও অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেখছে,' চিন্তিত স্বরে বলল লয়েস। 'কিন্তু এতক্ষণ ধরে যখন কিছু করেনি, ধরে নেয়া যায় করবেও না। সুতরাং ওকে না-ঘাঁটানোই উচিত। কিন্তু তা বলে জেনেশুনে একটা লোককে বাড়ির ভেতরে রেখে যাই কী করে? বিশেষ করে মিসেস হাইট যদি জানতে পারে, তা হলে তো আস্ত রাখবে না আমাদের।'

'একদম ঠিক বলেছ,' ওর সঙ্গে একমত হলো টনি। 'তা ছাড়া কিচেন থেকে শুয়োরের মাংসটাও নিয়ে যেতে হবে। ওটা নিয়ে না-গেলে আমাকেই শুয়োর ভেবে ছুরি নিয়ে তেড়ে আসবে বুড়ি।'

ওর পিঠে একটা হাত রাখল লয়েস। 'তুমি এক কাজ করো। ওয়্যাগনটা চালিয়ে পেছনের দরজার দিকে চলে যাও। ওখানে সেলারের কাছে গিয়ে থামবে। ও হুট করে বুঝে উঠতে পারবে না তুমি আসলে কী করতে চাও। এদিকে আমি পটেটো খেতে কিছু একটা খোঁজার ভান করতে করতে সামনের দরজার দিকে যাব। তারপর আচমকা ছুটে গিয়ে দরজার পাশে অবস্থান নেব। ও নিশ্চয় তখন আমার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠবে—সে ফাঁকে তুমিও পেছনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে এতে ও আটকা পড়বে দুদিক থেকেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যেন ভুলে একে অন্যকে গুলি করে না-বসি। ঠিক আছে?'

পরিকল্পনাটা তেমন মনে ধরছে না টনির। কিন্তু এরচে' ভাল কিছু আর এ-মুহূর্তে মাথায় আসছে না। অগত্যা এতেই সায় দিল ঘাড় নেড়ে। পা বাড়াল ওয়্যাগনের দিকে। কিন্তু দুই পা না-যেতেই কেবিনের ভেতর থেকে ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'পেছনে দেখো! নদীর দিকে।'

যেন সহজাত প্রবৃত্তিবশেই মাটিতে আছড়ে পড়ল টনি। ওই অবস্থায় নিজেকে ঘুরিয়ে নিল নদীর দিকে। এক মুহূর্ত মনে হলো, কিছু নেই, পুরো এলাকাটা নীরব, নিথর; কিন্তু পরমুহূর্তে ডজন খানেক গলার বুনো হুঙ্কারে কানে তালা লেগে গেল ওর।

ডজন খানেক ইন্ডিয়ান যেন মাটিতে থেকে গজিয়ে উঠল ভোজবাজির মত। এক সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে বিজলীর মত ছুটল কেবিন লক্ষ্য করে।

দেখামাত্র গুলি করতে শুরু করল টনি। ভুলে গেল ঘরের ভেতর সাদা মানুষটার কথা। এক মুহূর্ত পরে লয়েসের রাইফেলের শব্দ পেল। ঘোড়ার পিঠে কেঁপে উঠতে দেখল এক ইন্ডিয়ানকে। দু'হাত ওপরে তুলে পাখির ডানার মত মেলে দিল লোকটা, যেন এক্ষুণি উড়াল দেবে, তবে পরক্ষণেই কাত হয়ে পড়ল ভূতলে। দুটো ঘোড়া হোঁচট খেতে খেতে আরোহীদের ফেলে দিল পিঠ থেকে। তারপর নিজেরাও মাটিতে শুয়ে চার পা আছড়াতে লাগল। গুলি খেয়েছে জন্তুগুলো। ওদের আরোহীরা অবশ্য মাটিতে পড়া মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

নেতা ইন্ডিয়ানটা একটা পিন্টোর ওপর বসা। অবস্থা বেগতিক দেখে এক হাত ওপরে তুলে ঝাড়ু দেয়ার মত করে ঘোরাল। সাথে সাথে এগোতে থাকা ইন্ডিয়ান ঘোড়াগুলোর মুখ ঘুরে গেল পেছনে। দেখতে না-দেখতে সবগুলো ঢুকে গেল নদী পেরিয়ে উইলোর জঙ্গলে।

তিনজন ইন্ডিয়ান ঘোড়া ছাড়া ছুটছে। ওদের দু'জন আচমকা পেছন ফিরে গুলি চালাল। টনির মাথা যেখানে, তার মাত্র ফুটখানেকের মধ্যে ধুলো ওড়াল একটা গুলি। একজন অবশ্য গুলি করছে না। ঠিকমত দৌড়াতেও পারছে না বেচারা। খোঁড়াচ্ছে। সম্ভবত ঘোড়া থেকে আছড়ে পড়ে পা ভেঙেছে। সুস্থ দুই ইন্ডিয়ান আবার ছুটল। খোঁড়া জনকে পাশ কাটিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল ওরা। একটু পরেই ওপরে উইলো ঝোপে ঢুকে গেল।

উঠে দাঁড়াল টনি। গুলি চালাল খোঁড়াকে লক্ষ্য করে। মিস করল। আরও কয়েকবার গুলি করল ও। তবে খোঁড়া ইন্ডিয়ান এঁকে বেঁকে ছুটে শেষে নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল।

আর গুলি করল না টনি। বুঝতে পারল, অতদূর থেকে গুলি লাগানোর মত দক্ষতা ওর নেই।

ইন্ডিয়ানরা সম্ভবত কেবিনে সাদা মানুষটার উপস্থিতির কথা জেনে গিয়েছিল, ভাবল টনি। তাই ওকে খুন করতে সদলবলে ছুটে এসেছিল। কিংবা এমনও হতে পারে কেবিনে সে আর জুলি একা আছে ভেবে ওদের খুন করে কেবিন জ্বালিয়ে দিতে এসেছিল। কিন্তু ওদের হিসেবে ভুল হয়ে যায়। ওরা যে এখান থেকে চলে গেছে এবং আজ সকালে দু'জন সশস্ত্র লোক কেবিনে এসেছে, এখবর পায়নি। তাই নিশ্চিন্ত মনে হামলা করতে এসে খোলা জায়গায় সরাসরি গুলির মুখে পড়বে, ভাবতেই পারেনি। তাই আচমকা পাল্টা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পিঠটান দিয়েছে।

উপুড় থেকে উঠে বসে টনি মাত্র দাঁড়াতে যাচ্ছে, এমন সময় ফায়ারের আওয়াজ শুনে আবার শুয়ে পড়ল। ইন্ডিয়ানরা উইলো ঝোপে বসে এখন পাহারা দিচ্ছে ওদের।

আরেকটু হলেই গেছিল মাথা ফুটো হয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে ভাবল টনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তা হয়নি। যীশুর দয়ায় এখনও বেঁচে আছে ও।

ক্রল করে কেবিনের দিকে এগোল। লয়েসকে দেখতে পাচ্ছে না। ওর কী হয়েছে ভেবে উদ্বেগ বোধ করছে। দাঁড়িয়ে দেখতে পারলে হত। কিন্তু মাত্র এক ইঞ্চির জন্যে ইন্ডিয়ানদের গুলি খাওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার পর সে-সাহস আর হয় কী করে?

ক্রল করতে করতে কেবিনের পাশে চলে গেছে ও। একটু আড়াল হয়েছে এখন ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে। উঠে দাঁড়াল সাহসে ভর করে। তারপর এক দৌড়ে পেছনের দরজার কাছে চলে গেল। উইলো ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা উতেরা

এখন আর দেখছে না তাকে। স্বস্তিবোধ করছে কিছুটা।

রান্নাঘরে ঢুকে থমকে গেল টনি। স্থির অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মপ্রচারক, হাতে উদ্যত রাইফেল। সামনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে চিনতে দেরি হলো না। চেঁচিয়ে উঠল, 'এই লোকটাই রিক পল, মি. লয়েস। মুদি দোকানদার। হেডেন থেকে মালপত্র এনে এখানে ইন্ডিয়ানদের সাথে ব্যবসা করে।'

'করতাম!' খেঁকিয়ে উঠল দাড়িঅলা। 'কিন্তু হারামীর বাচ্চারা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছে।'

পল মানুষটা ছোটখাট। নাক আর দুই চোখ বাদে মুখের নীচের অংশ পুরোটাই ঘন দাড়িতে ঠাসা। গায়ে ময়লা বাকস্কিনের জামা আর পায়ে মোকাসিন। একনজর দেখেই নাকচ করে দিল ওকে টনি। দূর থেকেও ওর গায়ের ঘাম আর ঘোড়ার নাদির গন্ধ এসে ঝাপ্টা মারল ওর নাকে।

'শুয়োরের মাংসটা বের করে নাও, বাছা,' পলের ওপর থেকে চোখ না-সরিয়ে বলল লয়েস। 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। ইন্ডিয়ানরা হয়তো আবার হামলা চালাতে পারে।'

'ওরা আমাকে ধাওয়া করে এসেছে,' বলল দোকানদার। 'আচমকা তোমাদের রাইফেলের আওতায় বেকায়দায় পড়ে যাওয়ায় আপাতত পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু একদম চলে যায়নি। তোমরা এখান থেকে চলে গেলে এসে হামলা চালাবে কেবিনের ওপর। আগুন লাগিয়ে দেবে আর আমাকে পেলে গুলি করে মারবে।'

'কাল রাতে কি তুমিই শেন অস্টিনের কেবিনের পাশ দিয়ে গিয়েছিলে?' জানতে চাইল টনি।

'হ্যাঁ,' মুখ বিকৃত করল পল। 'তোমরা গাধার মত গুলি করে আমাকে আহত করেছ। নইলে কি আর এখন এখানে দেখতে পেতে? যাক, এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো। ওরা যে কোন

মুহূর্তে চলে আসতে পারে।'

লয়েসের অস্ত্রের মুখে সোজা ওয়্যাগনের দিকে চলল পল। প্যান্ট্রি থেকে শুয়োরের মাংসটা তুলে নিয়ে ওদের পেছন পেছন ছুটল টনি। প্রতি মুহূর্তে ইন্ডিয়ানদের গুলির আওয়াজ শোনার আশঙ্কা করছে ও। ভয় পাচ্ছে, এই বুঝি একটা গুলি এসে বিঁধছে পিঠে। তবে কোন গুলির শব্দ শুনল না।

বার্ন থেকে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে এল পল। লয়েস বলল, 'ওটাকে ওয়্যাগনের পেছনে বেঁধে দাও। তুমি যাচ্ছ আমাদের সাথে। মনে হয় শেন অস্টিন তোমার সাথে কথা বলতে চাইবে।'

'নাহ্,' আপত্তি জানাল দোকানদার। 'আমি যাচ্ছি না। আমি বরং গোর পাসের দিকে চলে যাব। গত রাতেই চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'একশো গজও যেতে পারবে না,' রূঢ়স্বরে বলল লয়েস। 'তার আগেই ইন্ডিয়ানদের হাতে খুন হয়ে যাবে। এসো, তুমি ওয়্যাগনে টনির পাশে বসো। আমি তোমার ঘোড়ায় চড়ে যাব।'

খ্যাস খ্যাস করে ময়লা দাড়ির গোড়া চুলকাল পল। আড়চোখে একবার লয়েস আর একবার টনির দিকে চাইল। আবার তাকাল লয়েসের দিকে। লোকটার মুখে ভয়ের আভাস, অস্থির দেখাচ্ছে ওকে। টনির মনে হলো, আতঙ্কে হয়তো উল্টো পাল্টা কিছু একটা করে বসতে পারে দোকানদার। ওর এখন মাথার ঠিক নেই। 'ওর দিকে লক্ষ রাখো, মি. লয়েস,' সতর্কস্বরে বলল। 'ওর উদ্দেশ্য ভাল নয়।'

'হ্যাঁ, বাছা। আমি ওর ওপর লক্ষ রেখেছি,' ওকে আশ্বস্ত করল ধর্মপ্রচারক। 'উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলে স্রেফ গুলি খেয়ে মরবে আমার হাতে। ওর সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা শুনেছি, ওটাই আসলে তার প্রাপ্য।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল টনি।

'কই, ওয়্যাগনে উঠলে না?' লোকটার উদ্দেশে গর্জে উঠল

লয়েস। এমন জোরে যে টনি নিজেও আচমকা চমকে উঠল। লয়েসকে এই প্রথম রাগতে দেখল ও। আগুনের গোলার মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ধর্মপ্রচারকের চোখ। টনির মনে হলো, এক্ষুণি বুঝি লোকটাকে গুলি করে দেবে সে।

তবে গুলি না-করলেও দোকানদারের পেটে রাইফেলের নল ঠেসে ধরল। ওর দুই ঠোঁট চেপে বসেছে পরস্পরের ওপর। ওয়্যাগন সীটে ওঠার জন্যে এক পা তুলতে গিয়েও ফের থেমে গেল পল। করুণ স্বরে বলল, 'তুমি আসলে বুঝতে পারছ না যে কী করছ। আমি যাওয়া মাত্র অস্টিন, জুলি হাইট আর ব্রেড ওয়াল মিলে আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

'ওরা তা করবে না,' আচমকা শান্ত স্বরে বলল লয়েস। 'আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পার।'

তারপরও ইতস্তত করছে পল। বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তবে অন্য উপায়ও কিছু দেখছে না সামনে। ছেলেটা ওর পরিচিত, কিন্তু লোকটা অপরিচিত। অবশ্য ওর হাতের রাইফেলটাকে মোটেও অপরিচিত ঠেকছে না। লোকটা বলেছে, ওর সাথে না-গেলে কিংবা পালাতে চাইলে গুলি করবে। সম্ভবত মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। কারণ একটু আগে কেবিন থেকে ও নিজেই দেখেছে লোকটাকে উতেদের দিকে গুলি ছুঁড়তে। আসলে একদম অপ্রত্যাশিতভাবে ওর রাইফেলের সামনে পড়ে যাওয়ায় সুবিধে করতে পারেনি ওরা। সুতরাং লোকটা যদি বলে গুলি করবে, তা হলে করতেও পারে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ওয়্যাগনের সীটে উঠে টনির পাশে বসল।

ওয়্যাগন চলতে শুরু করল, তার পাশে পলের ঘোড়ায় চেপে লয়েসও।

খেপাটে গতিতে ওয়্যাগন চালাচ্ছে টনি। অনবরত তাড়া দিচ্ছে ঘোড়াটাকে। ঘন ঘন চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর মধ্যে আবার ক্ষেপে উঠেছে। ইন্ডিয়ান আক্রমণের ভয়। একটু আগের

গোলাগুলিতে তিন তিনটা ঘোড়া হারিয়েছে ইন্ডিয়ানরা। আহত হয়েছে কমপক্ষে একজন, একজন বোধ হয় মারাও গেছে। এতটা ক্ষতি স্বীকার করে চুপচাপ হজম করে নেয়ার মানুষ ওরা নয়। কিন্তু এতক্ষণেও ওদের ওপর ফের হামলা না-করার অর্থ হলো ওরা অন্য কোন পরিকল্পনা করছে। পরিকল্পনাটা কী হতে পারে, অনুমান করার চেষ্টা করছে টনি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ওর। শেন এবং তাদের কেবিনের মাঝখানের পথটা সোজা নয়। শেনের কেবিন থেকে বেশ কিছুটা উজানে তীক্ষ্ণ একটা মোচড় খেয়েছে ইয়াম্পা। মোচড় খাওয়ার জায়গাটায় প্রচুর উইলোর ঝাড়। এখানে উতেরা এতক্ষণেও পাল্টা আক্রমণ না-করার কারণ হলো, ওরা এখানে নেই। সম্ভবত বাঁকের কাছে গিয়ে উইলো ঝোপের ভেতর অবস্থান নিয়েছে অ্যাম্বুশ করার জন্যে। ওরা বাঁকের কাছে পৌঁছামাত্র আচমকা হামলা চালাবে। কল্পনায় টনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ইন্ডিয়ানরা তাদের হত্যা করে মাথা কেটে নিয়ে উল্লাস করছে। ব্যাপারটা ভাবতে গা গুলিয়ে উঠল ওর। হাত-পা অবশ হয়ে এল।

আচমকা ট্রেইল ছেড়ে কোণাকুণি মাঠ ধরে ছুটল ওয়্যাগন। তীব্র গতির কারণে উঁচু-নিচু মাঠে ঠোক্কর খেতে খেতে লাফিয়ে উঠছে। শরীরের ভিতসহ নাড়িয়ে দিচ্ছে যাত্রীদের। রিক পলের ভয় হচ্ছে, ওয়্যাগনটা যেভাবে লাফাচ্ছে, তাতে উল্টে যায় কি না। সীট থেকে নেমে গিয়ে দু'হাতে ওটাকে আঁকড়ে ধরে টাল সামলাচ্ছে ও। বার কয়েক আপত্তি জানাল আর্তস্বরে চেঁচিয়ে। কিন্তু টনি পাত্তা দিচ্ছে না। ওর মনে কেবল একটাই চিন্তা, কতক্ষণে শেনের কেবিনের সামনে গিয়ে পৌঁছাবে ওয়্যাগন।

এগারো

টীম হর্সগুলোকে হারলেস পরাল শেন। ওয়্যাগনের সাথে জুড়ল। করালের পাশ ঘেঁষে দজার ওপাশে খড়ের গাদার কাছে নিয়ে গেল ওটাকে। স্ট্যাকটা এখনও শেষ করা হয়ে ওঠেনি। ইন্ডিয়ানদের নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে না-গেলে গতকালই শেষ করে ফেলত ও কাজটা।

রশি খুলে নিয়ে ফর্কের সাহায্যে ওয়্যাগন থেকে স্ট্যাকে খড় ছুঁড়ে মারতে লাগল ও। এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ কাজ করে থেমে কম্বল থেকে ঘাম মুছল। গরম লাগছে খুব। চকিতে সূর্যের দিকে তাকাল। মেঘহীন আকাশ বেয়ে তরতর করে উঠে আসছে ওটা। রোদের তীক্ষ্ণতা বলে দিচ্ছে, দিনটা হবে ঝলসানো গরমের।

পুবদিকে পর্বতের গায়ে লেগে থাকা গাঢ় মেঘের চিহ্নও নেই আজ। গতকাল হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস শীতের আগাম আভাস দিচ্ছিল।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে গরম লাগাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটাই আসলে নিয়ম। শীত নামবে মাসের শেষ দিকে। কিন্তু শেনের মনে হচ্ছে, শীতটা আগেভাগে নাম লই যেন ভাল হত। মন চাইছে, এখন থেকেই শীত আর তার সাথে তুষারপাত শুরু হয়ে যাক। তা হলে উতেরা খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। ঠাণ্ডায় জমে গেলে তাদের লড়াইয়ের ইচ্ছে কমে যাবে। কিন্তু গরমের দিনে সে-আশা নেই। গ্রীষ্মে সব কিছু শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। মুহূর্তের অসতর্কতায় ইন্ডিয়ানরা যদি কেবিনে আগুন

ধরিয়ে দেবার সুযোগ পায়, তা হলে ওদের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকবে না।

তবে সেটা যখন হয়, তখন দেখা যাবে। উদ্বেগ থাকলেও তা নিয়ে এখনই ব্যস্ত হয়ে পড়ার কোন মানে নেই। এখন সামনে যা আছে, তা-ই করতে হবে। ওয়্যাগন খালি করে খড়ের গাদা সাজিয়ে তারপর ইন্ডিয়ান হামলার প্রতিরোধে সম্ভাব্য আর কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কাজ করতে করতে নদীর ওপারে উইলো ঝোপের দিকে চাইল ও। ওর উদ্বেগের মাত্রা বাড়ছে। পিটার লয়েস ও টনি হাইটকে জুলির কেবিনে যেতে দেয়াটা ঠিক হয়েছে কি না কে জানে। এ-মুহূর্তে কাছাকাছি থাকা উতেদের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে ওরা। এদিকে তারা না-থাকায় ওর নিজের কেবিনের নিরাপত্তাও কমে গেছে অনেকটা।

ব্রেড ওয়াল আর জব লল্যান্ডকে করালের কাছে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কথা বলতে দেখল ও। কী নিয়ে কথা বলছে, দূর থেকে শুনতে পারছে না। একান্ত আলোচনার বিষয়টা কী হতে পারে, তাও আঁচ করতে পারছে না। তবে মাঝে মধ্যে যেভাবে আড়চোখে চাইছে ওর দিকে তাতে বোঝা যায়, ব্যাপারটা নেহাত বিশ্রম্ভালাপ নয়–এর মধ্যে কিন্তু আছে। মনে হচ্ছে, আলোচনাটা ওকে নিয়েই এবং অবশ্যই ওর বিরুদ্ধে। দু'জনের ভাব-ভঙ্গি দেখে অবাধ্য ও অপদার্থ দুই স্কুল ছাত্রের মত, কীভাবে শিক্ষককে ফাঁকি দেয়া যায়, সে-মতলব ভাঁজছে।

হাসি পেল শেনের। কিন্তু হাসতে গিয়ে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। অসহ্য ঠেকছে ওর লোক দুটোকে। অপদার্থের চূড়ান্ত! এই মুহূর্তে যদি ইন্ডিয়ানরা কেবিনে হামলা করে লোক দুটো ওর কোন কাজেই আসবে না। ওয়াল অলস অসহিষ্ণু–নিজের জন্যে দরকারী কাজটাও ঠিকমত করতে পারে না। লল্যান্ড বাচাল বোকাও। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে বড় বড় কথা বলা ছাড়া আর

কিছু করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। স্বস্তির ব্যাপার হলো, ইন্ডিয়ানদের ঝামেলা কাটার পর চলে যাবে লোকটা। কিন্তু ওয়াল যাবে না, থেকেই যাবে মেয়ে জামাইয়ের কাছে।

স্ট্যাকে আবার খড় তুলতে শুরু করল শেন। ওর মন-মেজাজ খারাপ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বিতৃষ্ণা বোধ করছে ব্রেড ওয়ালের মত একটা অপদার্থের বোঝা বইতে হবে ভেবে। কিন্তু লোকটা ফ্লোরার বাবা—ওর ভাবী শ্বশুর। ফ্লোরাকে পেতে হলে বোঝাটা তাকে বইতেই হবে।

ফর্কটা খড়ের গাদায় গুঁজে সোজা হলো ও। লয়েস আর টনির জন্যে উদ্বেগ বোধ করছে। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ওরা যেদিক থেকে আসবে, সেদিকে। মনের ভেতর কেমন কু গাইছে। ওরা যদি ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়ে তা হলে বেঁচে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর সে রকম কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না ও। ওদের অবশ্য ও পাঠায়নি, প্রস্তাবটা ছিল জুলির। তবু সেটা ওর সম্মতিতেই হয়েছে। ও রাজি না-হলে জুলি জবরদস্তি করত না নিশ্চয়। কারণ, জুলি যত একগুঁয়ে আর উগ্র মেজাজীই হোক, জানে এ-পরিস্থিতিতে ওরা সবাই শেনের নেতৃত্বেই। যে কারও কাছ থেকে যে-প্রস্তাবই আসুক, চূড়ান্ত মতামত দেবার দায়িত্ব ও অধিকার কেবল তারই।

ওয়্যাগন থেকে নামল ও। রাইফেলটা তুলে নিয়ে করালে ঢুকে কালো গেল্ডিংয়ের পিঠে স্যাডল চাপাল। বেরিয়ে এল ওটাকে নিয়ে। ওয়্যাগনের পাশে এসে দাঁড়াল ঘোড়াসহ। ভাবছে। বুঝতে পারছে না ঠিক কী করা উচিত। ও কি টনিদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে নাকি কেবিনে থাকবে? সাধারণ যুক্তিতেই বোঝা যায়, উতেরা যদি হামলা করতে চায়, তা হলে কেবিনেই করবে। কারণ কেবিনে প্রচুর ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্রও। আর এ দুটোর ওপরই তাদের সবচে' বেশি লোভ। তবে এরকম যুক্তি কেবল বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন হিসেবী ইন্ডিয়ানদের জন্যেই। কিন্তু কম বয়সীরা ওসব

হিসেবের ধার ধারতে যাবে না। তারা খুঁজবে উত্তেজনা এবং সে জন্যে তারা আগে খুনখারাবিকে বেছে নেবে। টনি আর লয়েস একদল ইন্ডিয়ান ছোকরার জন্যে খুব সহজ শিকার। হাতের কাছে এমন সহজ শিকার পেলে এমনকী বয়স্করাও ঘোড়া চুরি কিংবা লুটপাটের ব্যাপারটা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত রাখতে পারে।

শেন সাদাসিধে মানুষ, গোলমাল বা ঝামেলা খুঁজে বেড়ানোর ব্যাপারটা ওর ধাতে নেই। কিন্তু এখানে গোলমাল নিজেই ওকে খুঁজে নিয়েছে। উতেদের সাথে ও সহজ সম্পর্কে বিশ্বাসী। ওরা ওদের মত থাকুক, ওর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হলো ওকেও থাকতে দিতে হবে ওর মত। ও এখন ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে, সেটা খুন করার জন্যে নয়–নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। একই কথা খাটে জুলি হাইট, এমনকী ফ্লোরার ক্ষেত্রেও। এরা কেউই ইন্ডিয়ান বিরোধী নয়, কিন্তু এখন ইন্ডিয়ানরাই বাধ্য করেছে ওদের দিকে রাইফেল উঁচানোর জন্যে।

আচমকা নদীর উজানে গুলির শব্দ শোনা গেল। শেনের ইতস্তত ভাব কেটে গেল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। এক লাফে কালো গেল্ডিংয়ের পিঠে চাপল। কোন সন্দেহ নেই, লয়েস আর টনির ওপর উতেরা হামলা করেছে। আক্রান্ত হয়েছে ওরা। সুতরাং সব কিছু ফেলে আগে ওদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু এরই মধ্যে যদি ওরা কেবিনে হামলা করে বসে! একটু থমকাল ও। পরক্ষণেই কাঁধ ঝাঁকাল। অতটা নাও হতে পারে। আর হলেও কেবিনে যথেষ্ট অস্ত্র আর অ্যামুনিশন আছে। জুলি হাইট আর ফ্লোরা ছেড়ে কথা কইবে না–সহজেই কেবিনের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না কাউকে। আর তার সাথে ওই দুই অকর্মা, যদি এক আধটা গুলিও ছুঁড়তে পারে, তা হলেই হবে। কারণ কেবিনটা সুরক্ষিত। আগুন লাগানো ছাড়া ভেতরের মানুষদের কব্জা করা সহজে সম্ভব হবে না।

ব্রেডকে ডেকে টিমহর্সগুলো ওয়াগন থেকে সরিয়ে করালে

ঢোকাতে বলল ও। গেল্ডিংয়ের পেটে স্পার দাবানোর আগে দরজার বাইরে জুলিকে দেখল পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। টনির কিছু হলে, ভাবল মনে মনে, মহিলা স্রেফ পাগল হয়ে যাবে। ছেলেটার সাথে সারাক্ষণই খিটিমিটি করে থাকে ও, কিন্তু এটাও জানে, নাতি ছাড়া ওর বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। হাতের ইশারায় ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল সে, তারপর বেরিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে।

জুলির খামারের কাছে এসে অবাক হলো ও। কোথাও কেউ নেই। কোন কিছুর নড়াচড়ার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। কেবিনটা দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়।

তা হলে!

একটা কথা মনে হতেই আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল ওর। তা হলে কি টনি আর লয়েস কোন সুযোগই পায়নি? ওরা টের পাবার আগেই কি খুন হয়ে গেছে ইন্ডিয়ানদের হাতে!

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিজের কেবিনের উদ্দেশে ছোটার কথা ভাবল শেন। ওর মনে হলো, টনিদের খুন করে কেবিনের মধ্যে কিংবা বার্নের কাছে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ইন্ডিয়ানরা—ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। জানে টনিদের খোঁজে কেউ না কেউ আসবেই। আতঙ্কে অবশ হয়ে উঠল ওর হাত-পা। ও যদি উতেদের হাতে মারা যায়, তা হলে ফ্লোরার কী হবে? কিন্তু এদিকে আবার টনিদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তাও বা না-জেনে যায় কী করে?

পরবর্তী ক'সেকেন্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও। হঠাৎ বাম দিক থেকে ওয়্যাগন চলার শব্দ কানে আসতে ওদিকে তাকাল। ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকাতেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। জুলির ওয়্যাগনটাকে দেখল।

প্রবল ঝাঁকি খেতে খেতে দুরন্ত গতিতে ছুটেছে ওয়্যাগনটা। ঘাড়ের ওপাশে চলে যাচ্ছে। প্রাণপণে ছুটেছে টিমহর্স দুটো। গাড়ি চালাচ্ছে টনি। ওর পাশে একটা লোক বসা। আরেকজন

ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে পিছু পিছু।

যে-পথে এসেছে, সে-পথে না-গিয়ে ওয়্যাগনটা ওদিকে কেন যে যাচ্ছে, বুঝতে পারল না শেন। ওদিকে উঁচু-নিচু ভূমি। অবশ্য ওখান দিয়েও ওর কেবিনে পৌঁছা যাবে। তবু সুস্থ মাথায় কেউ নদীর পাড়ের মসৃণ পথ রেখে ওখান দিয়ে যেতে চাইবে না। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না শেনের। টনি আসলে ভয় পেয়েছে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ছেলেটা, যদিও তার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। সে অবাক হয়ে ভাবল, লয়েস তাকে কিছু বলছে না কেন?ও যেভাবে চালাচ্ছে, তাতে ঝাঁকি খেতে খেতে যে কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে ওয়্যাগন। তাতে টনি নিজে এবং ওয়্যাগনে ওর পাশে যে বসেছে, মারা যেতে পারে। তা ছাড়া ঘোড়াগুলোরও তো জান বেরিয়ে যাবে এভাবে ছোটাতে থাকলে।

রাস্তা থেকে গেল্ডিংকে নামিয়ে সেও ছুটল ওদের লক্ষ্য করে। কিন্তু যখন ওয়্যাগনের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন ওর নিজের কেবিনের শখানেক গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ওটা। 'থামো!' চিৎকার করল সে টনির উদ্দেশে। 'থামো বলছি, টনি। তোমাকে কেউই পিছু ধাওয়া করছে না।'

কিন্তু পেছন ফিরল না ছেলেটা, ঘোড়ার পিঠে চাবুক আছড়াতে আছড়াতে বলল, 'ইনজুন, ইনজুন! ওরা আসছে, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি আমরা।'

ওর পাশের লোকটাকে এবার চিনতে পারল শেন। দোকানদার রিক পল। পাশে যে ঘোড়ায় বসা, ও পিটার লয়েস। ঘোড়াটা নিশ্চয় পলের।

'আরে থামো!' আবার চেঁচাল সে, কিন্তু টনির মধ্যে থামানোর লক্ষণ না-দেখে কর্কশ স্বরে ধমকে উঠল, 'থামাও বলছি, ভীতুর ডিম কোথাকার। নইলে আমি এসে ঘোড়ার চাবুকটাই ওড়াব তোমার পিঠে।'

এবার কাজ হলো। রোপ লাইনে ঢিল দিল টনি। আস্তে আস্তে কমে এল ওয়্যাগনের গতি। ওয়্যাগনের পাশে চলে গেল শেন। টিমহর্সগুলোর দিকে তাকাল। হাঁফাচ্ছে জন্তু দুটো–যেন এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে ওগুলোর দম। সারা গা ঘামে ভিজে একসা। কড়া চোখে টনির দিকে চাইল শেন। 'গতকাল ব্রেড যা করেছিল এখন তুমিও তা করলে। ওকে না-হয় ইন্ডিয়ানরা তাড়া করেছিল। কিন্তু তোমার সমস্যা কী? ভূতের তাড়া খেয়েছিলে নাকি?'

সামনের সমতল ভূমির ওপারে নদীর দিকে তাকাল টনি। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল। কিন্তু সাথে সাথে চুপ মেরে গেল। ওর মুখ লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে লজ্জায়। অভিমানেও হতে পারে।

তবে জবাবটা দিল দোকানদার 'ওরা আমাদের ওপর হামলা করতে এসেছিল, অস্টিন। কেবিনে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই ছেলে আর,' হাত তুলে লয়েসকে দেখাল, 'ওই লোক ওদের রুখে দিয়েছে। ওরা পটেটো খেতে ছিল। আমরা যে বেঁচে আসতে পেরেছি, এটাই আশ্চর্যের।'

শেনের গেল্ডিংয়ের পাশেই নিজের ঘোড়া থামিয়েছে লয়েস। মৃদুস্বরে বলল, 'টনি ঠিক কাজটাই করেছে, শেন। ওকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ঘোড়ার চেয়ে ও আমাদের প্রাণ বাঁচানোটাকেই জরুরি মনে করেছে।'

ফিরে ধর্মপ্রচারকের দিকে চাইল শেন। দেখল ওকে। আতঙ্ক বা ভয়ের কোন ছাপ নেই ওর মুখে। হয়তো টনিও ভীত হয়নি। ভয় নয়, বরং ওর যুক্তিবোধ থেকেই কাজটা করেছে। একটু ভাবল। তারপর টনির দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, বাছা। এবার ব্যাপারটা আসলে কী, আমাকে খুলে বলো।'

ওর দিকে তাকাল এবার টনি। জিভ দিয়ে চেটে শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। তারপর বলল, 'পটেটো খেতে কাজ করছিলাম আমরা। ওরা ওপারের উইলোর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে

আমাদের দিকে আসছিল। প্রথমে টেরই পাইনি। এরপর হুঙ্কার ছেড়ে ওরা ধেয়ে এল আমাদের দিকে। তবে আমরা ওদের হারিয়ে দিয়েছি। আসলে ওরা হয়তো আমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ আশা করেনি–কিংবা আমরা থাকতে পারি, এটা বুঝতে পারেনি। হতে পারে ওরা রিক পলকে খুন করার জন্যে এসেছিল।

'তবে আমরা ওদের হারিয়ে দিয়েছি। ওদের কাউকে মারতে পেরেছি কি না জানি না–তবে দু'তিনজন আহত হয়েছে। সমস্যা হলো, আমরা বুঝতে পারছিলাম না, ওরা এরপর কী করবে। ওরা নদী পেরিয়ে উইলো বনে ঢুকে গিয়েছিল আবার।' নদীর দিকে তাকাল টনি। 'আমার মনে হয়েছে, ওরা এর শোধ নিতে চাইবে। সে জন্যে অ্যাম্বুশ করবে নিজেদের সুবিধাজনক জায়গা থেকে। নদীর যেখানে বাঁক, সেখানে জঙ্গলটা প্রায় রাস্তার সাথেই। অ্যাম্বুশের জন্যে জায়গাটা ভাল। তাই আমি ওদিক দিয়ে আসার ভরসা পাইনি। কোণাকুণি পথ ধরেছি–যদিও এটা ঠিক পথ নয়। তা ছাড়াও...' একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা পথ পাল্টেছি টের পেয়ে ওরা আমাদের পিছু নিতে পারে। তাই চেয়েছি যত শীঘ্র সম্ভব এখানে পৌঁছতে... এ জন্যেই...' থেমে গেল।

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ তুমি, টনি.' ছেলেটার প্রশংসা করল শেন। 'দারুণ বুদ্ধি ও সাহসের কাজ। এখন যাও, আর তাড়াহুড়োর দরকার নেই। কেবিনে গিয়ে ঘোড়াগুলোর যত্ন নিও।

'ঠিক আছে,' হাসি ফুটল টনির মুখে।

ওয়্যাগন চলতে শুরু করল আবার। পিটার লয়েসের কাছে গেল শেন। জিজ্ঞেস করল, 'পলকে পেলে কোথায়, লয়েস?'

'লোকটা আমরা যাবার আগে থেকেই বাড়ির ভেতর লুকিয়ে ছিল। ও বলেছে, ওকে ইন্ডিয়ানরা তাড়া করেছিল। ওরা আমাদের ওপর হামলা করতে গিয়েছিল, আমি আর টনি ভয়ে পিঠটান দেব ভেবেছিল। আমরা রুখে দাঁড়াব, বুঝতেই পারেনি। অবস্থা সবিধের নয় বুঝতে পেরে ওরা পিছু হটে উইলো বনে গিয়ে

ঢোকে। সম্ভবত সশস্ত্র দুইজনের বিরুদ্ধে লড়ার সাহস পায়নি।'

'ওরা যে ওর পিছু নিয়েছে, সেটা গতরাতেই বুঝতে পেরেছিল পল। নইলে এভাবে হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে যেত না।

'আমারও তা-ই ধারণা...' একটু থামল লয়েস ইতস্তত করল, তারপর বলে ফেলল 'ছেলেটার সঙ্গে তুমি খুব রূঢ় আচরণ করেছ, শেন। সেটা ওর প্রাপ্য ছিল না। ইন্ডিয়ানরা হামলা করতে এলে একটুও না-ঘাবড়ে পটেটো খেতে শুয়ে পড়ে গুলি চালিয়েছে ও। যেন তুখোড় যোদ্ধা, আগেও লড়েছে ওদের বিরুদ্ধে। ওর গুলিই লেগেছে ইন্ডিয়ানদের গায়ে। আমি লাগাতে পারিনি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয়ই পেয়েছিলাম আমি। ডজনখানেক নেংটিপরা লোক মুখে রঙ মেখে অস্ত্র হাতে যদি বুনো চিৎকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটে আসে, তখন ভয় না-পেয়ে উপায় কী?'

'তুমি সত্যি কথা বলেছ, পিটার। আমি নিজেও ভয় পেয়েছিলাম।' হাসল শেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারককে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'এটাই এখানকার নিয়ম। এখানে ছোট-বড় সবাইকেই এরকম সাহসী হতে হয়। যে হতে পারে না, সে টিকতে পারে না। তার এখানে না-আসাই উচিত। জব লল্যান্ডের কথাই ধরো। কেবল বড় বড় কথা বলে। আসলে ভীতু। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওরকম সময় এলে লোকটা বোকার মত এমন কিছু করে বসবে, যা ওর নিজের এবং অন্যের জন্যেও মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল ধর্মপ্রচারক। 'তা হলে তো টনি ঠিক কাজটিই করেছে। তা হলে তুমি ওকে বকাবকি করলে কেন?'

'ও ওয়্যাগনটা যেভাবে চালিয়ে এনেছে, সেটা ঠিক হয়নি। তোমাদের কথামত, ইন্ডিয়ানরা যেভাবে পালিয়েছে, সেটা ওদের ধাতের সাথে মেলে না। ওরা ওরকম বান্দাই ন:. তা হলে বোঝা উচিত ছিল ওরা তোমাদের তিনজনের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। টনি সাবধানতার জন্যে ভিন্ন পথে এসেছে, সেটা

ঠিক আছে। আমি হলেও হয়তো তা-ই করতাম। কিন্তু তাই বলে এরকম ভূতের তাড়া খেয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছোটার দরকার ছিল না।'

'কিন্তু সেটা টনি বুঝবে কী করে?' লয়েস নাছোড়বান্দা।

'কেন, তা তো পলের মুখেই শুনেছ। ও বলেনি, ইন্ডিয়ানরা ওকে ধাওয়া করে এসেছিল? তার মানে তোমাদের দু'জনকে নয়। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না, ওরা কেন ওর পেছনে লেগেছে। এটা ঠিক, লক্কড়ঝক্কড় মার্কা অস্ত্র আর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া অ্যাম্যুনিশন বেচে ওদের ঠকিয়েছে ও। কিন্তু তাতেই এতটা খেপে উঠবে? এখানে অন্য কোন ব্যাপার আছে হয়তো। সেটা কী, আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। ও স্বীকার করতে চাইবে না। দরকার হলে পিটিয়ে লাশ বানাব। তবু ওর পেট থেকে কথা বের করবই।'

'ওরা কিন্তু গতকাল ব্রেড ওয়ালকেও তাড়া করেছিল,' মনে করিয়ে দিল লয়েস।

'হুঁ, করেছিল। কিন্তু তার কারণও আছে। ওয়াল ওদের ঘৃণা করে। কখনও ভাল ব্যবহার করেনি ওদের সাথে। ক্ষুধার্ত হয়ে কিছু খেতে এলে শটগান হাতে দূর দূর করে তাড়িয়েছে। এখন ইন্ডিয়ানরা যখন খেপেছে, ওদের তালিকায় ওর নামও আছে। ওদের না-ভোলার ক্ষমতা অসাধারণ।' থেমে এক মুহূর্ত ভাবল শেন। আবার বলল, 'তবু আমি মনে করি না, ওরা ব্রেডকে নিয়ে অতটা ব্যস্ত হবে। ওদের খেতে দেয়নি বা খারাপ ব্যবহার করেছে, এটা তেমন বড় কিছু নয়। ওরা মনে নাও রাখতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, ওরা পলকে সহজে ছেড়ে দেবে না।'

'তা হলে, ওদের দৃষ্টিতে, সে মারাত্মক কোন খারাপ কাজ করেছে,' মন্তব্য করল লয়েস।

মাথা দোলাল শেন। 'এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় আমাদের সাথে মেলে না। আসলে যে যেটাকে যেভাবে দেখে।

ন্যাট স্লিকার ওদের জন্যে অনেক ভাল কাজ করেছে। সেটা আমাদের চোখে। কিন্তু ওরা তা ভাল ভাবে নেয়নি। ওদের কাছে ন্যাট বিষের মত অপ্রিয় ছিল।'

'সে জন্যেই সে মারা গেছে,' ম্লান স্বরে মন্তব্য করল ধর্মপ্রচারক। 'আমি ওকে সাহায্য করতে এসেছিলাম। কিন্তু আসতে দেরি করে ফেলেছি।'

'তুমি ছয় মাস আগে এলেও ওকে সাহায্য করতে পারতে না, পিঠ। কেউই পারত না। কারণ সে-সুযোগ ও কাউকে দেয়নি–নিজেই নষ্ট করে ফেলেছে।'

ঘন ঘন মাথা দোলাল লয়েস, যেন শেনের কথার মর্ম বুঝতে পারছে। কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওর ভেতর কিছু একটার আন্দোলন চলছে–এবং আন্দোলনটা ওর নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি বলছ, উতেরা আমাদের কিছু বলবে না। ওরা কি কেবল পলকেই চায়?'

'ওরকমই মনে হচ্ছে আমার। ওকে ছাড়া আমাদের দিকে নজর দেবার কোন কারণ দেখছি না। তবে এ-মুহূর্ত থেকে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। পল যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তা হলে ওদের চোখে আমরাও শত্রু বনে যাব। আর ওকে যদি তুলে দিই ওদের হাতে, তা হলে কিছু বলবে না।'

'দেবে?'

একটু ভাবল শেন, তারপর মাথা নাড়ল। 'না।'

'তা হলে তো ভুলটা আমিই করেছি,' অপরাধীর গলায় বলল লয়েস। 'সেধেই নিজেদের জন্যে বিপদ ডেকে এনেছি। আমিই ওকে এখানে আসতে বাধ্য করেছি। ও তো গোর পাসের উদ্দেশে যেতে চাইছিল। বলেছিল, তুমি আর মিসেস হাইট নাকি ওকে হাতে পেলেই ঝুলিয়ে দেবে।'

'দেয়াই উচিত। কেন, ও নিজেও জানে। তবে ও জীবনে মিডল পার্কে পৌঁছাতে পারত না। গোর পাসে যাবার আগেই মারা

পড়ত উতেদের হাতে। আমি ওকে প্রচণ্ড ঘৃণা করি। কিন্তু তবু চাই না, ও কিংবা অন্য কোন শ্বেতাঙ্গ ওই রকম ভয়াবহ যন্ত্রণা পেয়ে মারা যাক।'

এরপর চুপ হয়ে গেল ওরা। চুপচাপ এগোল কেবিনের দিকে। ধর্মপ্রচারকের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন পলকে নয়, খোদ শয়তানকে ডেকে এনেছে মা মেরীর কোলে বসানোর জন্যে। অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে বেচারা।

ওকে ধাতস্থ হবার সুযোগ দিল শেন। ইন্ডিয়ানরা এখন কী করতে পারে, ভাবার চেষ্টা করল। ওর ভয় ছিল, ওরা হয়তো ঘোড়াগুলো চুরি করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এই পর্যন্ত সে-চেষ্টা করেনি। তবে এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। রিক পলকে আশ্রয় দিয়ে ওরা এখন ওদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিজেদের। ওরা এবার কেবিন আক্রমণের চেষ্টা চালাবে। রিক পল যে কীভাবে উতেদের বিরাগভাজন হবার মত কাজ করেছে, মনে করার চেষ্টা করছে শেন।

বারো

কেবিনের সামনে অপেক্ষা করছিল ফ্লোরা আর জুলি হাইট। বিশালাকার মহিলার কঠোর মুখ এখন উদ্বেগে আকুল। করাল থেকে বেরিয়ে ব্রেড ওয়াল এগিয়ে এল ওদের দিকে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে জব লল্যান্ড। ওদের দু'জনের মুখে এক ধরনের অস্বস্তির ভাব। মনে হচ্ছে, কিছু একটা করার মতলব ভাঁজছে স্বামী-স্ত্রী। পালাবার সুযোগ খুঁজছে হয়তোবা।

ওয়্যাগন এসে উঠানে থামার আগেই ছুটে গেল জুলি। নাতির শুকনো, লাল মুখের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠল প্রায়, 'কী ব্যাপার, টনি? কী হয়েছে... পরক্ষণে তার চোখ পড়ল পাশে বসা লোকটার ওপর। চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেল, ওর কথা থেমে গেল।

যেন রিক পলকে নয়, একটা র‍্যাটল স্নেককে দেখছে ও। সাপটা যেন আচমকা এসে ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে ওর চলার পথে।

ওয়্যাগন থামিয়ে দীর্ঘশ্বাস টানল টনি। তারপর বলল, 'আলু খেতে কাজ করছিলাম আমরা, ওগুলো বস্তা ভরে নিয়ে এসেছি। গাজর আর বাঁধাকপিও কিছু এনেছি, কিচেন থেকে হ্যামটাও... বলতে বলতে অবাক হয়ে দাদির দিকে চাইল। ওর কথায় কান নেই জুলির। ওর মুখ থেকে গালাগালির তুবড়ি ছুটেছে। লক্ষ্য ওর পাশে বসা দোকানদার রিক পল।

ইতোমধ্যে উঠানে এসে ওয়্যাগনের পাশে ঘোড়া থামিয়েছে শেন আর লয়েস।

এক নাগাড়ে গালাগাল দিতে দিতে দম ফুরিয়ে আসতে থামল জুলি। ঘুরল শেনের দিকে। নিজের কালো গেল্ডিংটা নিয়ে ওর কাছেই আসছে শেন। বিস্ফোরিত হলো আবার জুলি। 'তোমার এখানে নিশ্চয় রশির অভাব হবে না, অস্টিন? কোথায় রেখেছ ওগুলো?'

'তা হবে না।' মৃদু হাসল শেন। 'কিন্তু রশি কেন? কী করতে চাও?' নিরীহ মুখে জানতে চাইল। বিশাল মুখে আগুনের মত লাল টকটকে দুই চোখে বিদ্যুৎ খেলতে দেখা গেল জুলির। 'কী করব, সেটা তুমিও জান, বাছা। আমি এই বেজন্মাটাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। এক্ষুণি।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেবিন মালিক। 'দুঃখিত, ম্যাম। এই মাত্র মনে পড়ল আমার এখানে বাড়তি কোন রশিটশি নেই।'

'আমার কাছে আছে,' আওয়াজ দিল ওয়াল। 'আমার

ওয়্যাগনে। দাঁড়াও, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

'তাড়াতাড়ি!' গর্জে উঠল জুলি। গেরোটা আমি নিজের হাতে লাগাব। আগে ওকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে চলো। ওখানে উঁচু কটনউড গাছটায় মোটা ডাল আছে কয়েকটা। ওগুলোর যে কোন একটায় ঝুলিয়ে দেয়া যাবে।'

ওয়্যাগন সিটে যেন জমে গেছে পল। ওর ছোট কুঁতকুঁতে চোখ দুটোতে আতঙ্ক। একবার শেন, একবার লয়েস, আরেকবার জুলির দিকে চাইছে। আচমকা কর্কশস্বরে গুঙিয়ে উঠল, 'লয়েস, তুমি বলেছিলে, তোমার সাথে এলে আমাকে যাতে ফাঁসিতে ঝোলানো না-হয়, সেটা তুমি দেখবে...'

'সেটা আমি দেখছি,' তেতো গলায় বলল ধর্মপ্রচারক। পুরো ব্যাপারটা বিস্বাদ ঠেকছে ওর কাছে। একটা লোককে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠেছে কেন এরা, বুঝতে পারছে না। এটা কোন ধরনের কথা? কথা নেই, বার্তা নেই, জলজ্যান্ত একটা লোককে লটকে দেয়ার তোড়জোড়! ব্রেন্ডের দিকে তাকাল ও। 'ওয়াল, না, তুমি রশি আনবে না।' জুলির দিকে ফিরল। 'আমি অবাক হচ্ছি, ম্যাম। তুমি রক্ত পিপাসু বর্বরদের মত আচরণ করছ।'

'তুমি এতে নাক গলাতে এসো না, পাদ্রী!' ঝামটা মারল জুলি। 'এই লোকটার বদমায়েশী সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। তোমার বন্ধু স্লিকারসহ আরও বহু লোকের মৃত্যুর জন্যে এ-লোকই দায়ী। ও দুই নম্বরী না-করলে, উতেদের কাছে অস্ত্র না-বেচলে এজেন্সির কেউই ওদের হাতে মারা যেত না। এই লোক শ্বেতাঙ্গদের শত্রু, ইন্ডিয়ানদের দালাল।'

'ঠিক আছে, জুলি,' এতক্ষণে নাক গলাল শেন। 'সকাল থেকেই তুমি কেবল চেঁচানোর মধ্যে আছ, এবার দয়া করে থামো। কিচেনে গিয়ে দেখো, করার কিছু আছে কি না, আর বাইরের কাজগুলো আমাদের পুরুষদের করতে দাও।'

দোকানদারের দিকে তাকাল। 'এসো, পল, তোমার সাথে কিছু কথা আছে।'

রাইফেল হাতে নিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামল পল। হুমকি দিল 'কেউ আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না।' জুলির দিকে তাকিয়ে শাসাল, 'আমি কখনও কোন মহিলাকে খুন করিনি। কিন্তু আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা করলে এখন ঠিক তা-ই করব।'

রশি আনার জন্য অর্ধেক পথ গিয়েছিল ওয়াল। দোকানদারের শাসানি শুনে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আবার হাঁটা শুরু করতে রাইফেলের নল ওর দিকে ঘোরাল পল। 'খবরদার বলছি, ওয়াল। আর এক পা এগোলে গুলি করে দেব।'

আবার থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরাল ওয়াল, লয়েসের দিকে চাইল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কথাটা শুনলেও ঠিকমত বুঝতে পারেনি। মাথা দোলাল লয়েস। হাত তুলল বারণ করার ভঙ্গিতে।

রাগে ফুঁসছে জুলি। ওর বিশাল বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে হাপরের মত। আগুনের মত লাল দু'চোখ তুলল লয়েসের দিকে। 'জাহান্নামে যাও, পাদ্রী! তুমি পাগল হয়ে গেছ। নইলে ওর পক্ষে কথা বলতে না। আমি... আমি...'

'আমি পাগল হইনি, ম্যাম। কিন্তু আমি ওকে কথা দিয়েছি। আমি কথার বরখেলাপ করতে চাই না। কথাটা কী বলেছি, বুঝতে চেষ্টা করো।'

'কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না, কথা রাখতে গিয়ে তুমি পক্ষ নিয়েছ একজন চোর, প্রতারক আর খুনির? স্লিকার ওকে অনেকবার নিষেধ করেছে, ওদের কাছে অস্ত্র-গোলাবারুদ না-বেচার জন্যে। কিন্তু বজ্জাতটা ওকে পাত্তাই দেয়নি। এখন ওকে আমরা হাতের কাছে পেয়েছি।'

'যথেষ্ট হয়েছে জুলি!' এবার রীতিমত ধমক দিল শেন মহিলাকে। 'আমাকে দয়া করে ধৈর্য হারাতে বাধ্য কোরো না। এরপরও যদি তুমি এই ব্যাপারে একটা কথা বল, তা হলে

তোমার মুখে স্রেফ তালা আটকে দেব। এখন তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে খাবারের আয়োজন করতে শুরু করো।'

'কী! আমার মুখে তালা মেরে দেবে!' হতভম্ব হয়ে গেল জুলি কেবিন মালিকের কথা শুনে। তারপর বাজখাঁই গলায় চেঁচাল, 'তোমার চেহারা পাল্টে দেব আমি হাতের কাছে পেলে। চেষ্টা করে দেখতে পারো, বিশ্বাস না হলে। তোমার হাত দুটো ছিঁড়ে নেব একদম গোড়া থেকে। ঘুসি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপিয়ে দেব। যেন...'

হাতের রাইফেলটা ওয়্যাগনের সাথে ঠেস দিয়ে রাখল শেন। সামনে এগোল। 'বেশ, তা হলে এসো, পরীক্ষাটা হয়েই যাক...'

ইয়াম্পা নদীর পাড়ে এসেছে জুলি আজ দু'বছর। এর মধ্যে কেউ ওকে ফালতু আস্ফালন করতে শোনেনি।

শেন এগোতে সেও এগোল। যেন মুখে যা বলেছে, তা হাতে করে দেখাতে এক মিনিটও দেরি করবে না। হঠাৎ থমকে গেল ও। হাঁ হয়ে শেনের দিকে চেয়ে রইল। যেন দু'জনে আসলে কী করতে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে বেকুব বনে গেছে। ঢোঁক গিলল ও, বার কয়েক মুখ খুলল আর বন্ধ করল। একটা হাত উঠে গেল মুখের ওপর। তারপর ঘুরে গেল। ভারী স্বরে ডাকল, 'এসো, ফ্লোরা। রান্নাঘরে অনেক কাজ জমে আছে।'

ও দরজার দিকে এগোতে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে জায়গা করে দিল লল্যান্ড আর হান্না। গটগট করে ঘরে ঢুকে গেল জুলি, ওর পেছন পেছন ফ্লোরাও।

শেন আর জুলির নাটকটা রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল ধর্মপ্রচারক। মহিলা চলে যেতেই নিঃশ্বাস ফেলল। 'বাপস! জাঁদরেল মহিলা আরও দেখেছি। কিন্তু তাদের কেউই এর ধারে কাছেও আসতে পারবে না। আরে, তুমি বাধা না-দিলে ওরা হয়তো পলকে ফাঁসিই দিয়ে দিত। ব্যাপার কী, শেন? এটা তো রীতিমত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার মত হত। অ্যাঁ?'

'সে জন্যেই তো হতে দিলাম না। কিন্তু জুলি যা বলেছে, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। রিক পল চোর, প্রতারক, খুনি–তিনটি অভিযোগই সত্যি। স্লিকার উতেদের সাথে ব্যবসার নামে ওদের হাতে অস্ত্র না-তুলে দেয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ করেছে ওকে, ও পাত্তাই দেয়নি। একজন এজেন্ট হিসেবে রিজার্ভেশনের বাইরে কোন ক্ষমতা ছিল না ওর।'

'কিন্তু তারপরও একজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরে ফেলা! খুনের অভিযোগে আমরা সবাই তো গ্রেফতার হয়ে যেতে পারতাম!'

'ঠিক বলেছ.' হাত থেকে নিজের ঘোড়ার লাগামটা বাড়িয়ে দিল শেন ধর্মপ্রচারকের দিকে। 'আমার ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডলটা নামিয়ে নিয়ো আর পলের ঘোড়াটার একটু যত্ন নিয়ো। আর টনি, তুমি টীমহর্সকে ভাল করে দলাইমলাই করে দেবে। ঠিক আছে? চলো, পল।'

শেনের পেছন পেছন করালের দিকে চলল দোকানদার। ওর উদ্বিগ্ন চোখ বারবার ওয়ালের দিকে যাচ্ছে। ওর হুমকি শুনে যেখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল মাছশিকারী, এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। এক পাও নড়েনি। তবু ভয় পাচ্ছে পল।

ওয়ালের কাছে চলে গেল ওরা। শেন বলল, 'পলকে তুমি যতটা ঘৃণা করো, ব্রেড, আমিও তারচে' কোন অংশে কম করি না। কিন্তু ও যখন এখানে এসে পড়েছে, তখন তুমি ওকে কিছু বলতে পার না। এরপরও যদি কিছু করতে যাও, তা হলে তুমি ফ্লোরার বাপ হও আর যে-ই হও, মেরে গাধমরা করে ছেড়ে দেব। কী, কানে গেছে কথাটা?'

'খুব ভাল করে গেছে!' তিক্ত শোনাল ব্রেডের গলা। 'তুমি যা বলেছ, তা করতেও পারবে। কিন্তু তাতে তোমার সুনাম বাড়বে বলে মনে হয় না।'

গুটি গুটি পায়ে কেবিনের দিকে এগোল ব্রেড, শক্ত পাথুরে

মুখে। কিছুদূর গিয়ে লল্যান্ড ও তার বউকে দেখতে পেয়ে থামল। কথা বলল। তারপর তিনজনে মিলে কেবিনের ওপাশে চলে গেল।

করালের ওপাশে খড় বোঝাই ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে পলের জন্যে অপেক্ষা করছে শেন। ও পৌঁছতে ওয়্যাগনের ওপর উঠল। ভাবছে ও। দম্পতির সাথে কীসের এত কথা মাছশিকারীর।

নীচে দাঁড়িয়ে আছে দোকানদার। 'উঠে এসো,' ওপর থেকে ডাকল শেন। 'আমি এখানে কাজ করতে করতে তোমার সঙ্গে কথা বলব। না, না, ওটা–রাইফেলটা নীচে রেখে আসো। এখানে আনার দরকার হবে না।'

ইতস্তত করতে লাগল পল। নদীর ওপাশে উইলোর জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। দেখার চেষ্টা করছে, ইন্ডিয়ানরা ওখানে ঘাপটি মেরে আছে কি না। ভয় পাচ্ছে, ওরা হয়তো ওকে অনুসরণ করে ওখানেও আসতে পারে। কিছু দেখতে না-পেয়ে শেষে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর ওয়্যাগনের সাথে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রেখে ওপরে উঠল।

'ফর্কটা দাও। আমি খড় তুলে দিই,' সাহায্যের প্রস্তাব দিল ও কেবিনমালিককে। আর নইলে আমি ওপরে উঠি, তুমি খড় ছুঁড়ে দাও। আমি স্টকে সাজিয়ে রাখব।' হাসল। 'আরে, আমি শুধু দোকানদার নই, একসময় খামারীও ছিলাম। তখন নিজের স্টকে খড় সাজিয়েছি।'

মাথা নাড়ল শেন। 'দরকার নেই। আমি তোমার সাথে কথা বলব। চাইব আমার প্রত্যেকটা প্রশ্ন মন দিয়ে শুনবে–তারপর ঠিক ঠিক জবাব দেবে। আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, পল, এক বর্ণও মিথ্যে বলার চেষ্টা করবে না। মিথ্যে বললে আমি টের পাব। তারপর এমন ঠেঙানি দেব যে, বাকি জীবনটা স্রেফ পস্তিয়ে মরবে মিথ্যে বলেছ বলে। ঠিক আছে?'

'না শেন, একটুও মিথ্যে বলব না,' একদম বশংবদের মত

নিরীহ মুখে বলল দোকানদার। 'আমি তোমাকে চিনি। জানি, তুমি যা বলো, ঠিক তা-ই করো।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা দোলাল শেন। 'এখানে ব্যবসা করে টাকা-পয়সা তো বেশ ভালই কামিয়েছ, কী বলো?'

'তা কামিয়েছি,' অকপট স্বীকারোক্তি পলের। 'প্রায় পাঁচ হাজার ডলারের মত সঞ্চয় আছে আমার। বউয়ের কাছে। এক সময় ডেনভারে ছিলাম, ওখানে একটা খামার ছিল। কিন্তু তাতে সুবিধে করতে না-পেরে ডেনভার ছেড়ে চলে আসি। দারুণ অর্থকষ্টে ছিলাম তখন। এমনকী বউ নিয়ে উপোস পর্যন্ত করতাম। তারপর বউকে রেখে আমি একা ইয়াম্পার এদিকে চলে আসি। ব্যবসা করতে শুরু করলাম। আয় যা হত, সেখান থেকে নিজের জন্যে খুব সামান্য রেখে বাকিটা বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। ততদিনে ও নিজেও একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। আমার পাঠানো টাকা থেকে এক পয়সাও খরচ করেনি। এখন আমরা ঠিক করেছি, বাকি জীবন একসঙ্গে কাটাব। উপভোগ করব পরস্পরের সান্নিধ্য।'

'ছেলেপুলে নেই?'

'নাহ্। আমি মনে করি, না থাকাতে ভালই হয়েছে। আমার যা জীবন! তোমরা আমাকে চোর, বদমাশ, খুনি সব কিছুই ডাক, তোমাদের ধারণা, মান-সম্মান জ্ঞান জিনিসটা আমার মধ্যে নেই। বেশ, তোমরা যা ভাব। কিন্তু এটাও চিন্তা করে দেখো, ওই লালমুখো শয়তানগুলোর সঙ্গে আমাকে কতটা ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করতে হয়? ওরা তো বর্বর, তাই না? আমি আর আমার বউ যদি উপোস না-করতাম, তা হলে ইয়াম্পার এ-নরকে কখনও আসা হত না। তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে, তা হলে এখন আমাকে যে-ভাষায় গাল-মন্দ করছ, ওগুলো তোমাকেও শুনতে হত।'

'সেটা তোমার ধারণা,' মাথা নাড়ল শেন। 'আমার নয়।

ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে গোলমালের কথা কীভাবে শুনলে?'

'সোমবার রাতে জনা কয়েক সেনাসহ স্যান্ডস আর গর্ডন এসেছিল আমার দোকানে। ওদের মুখে শুনলাম, উতেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। ওরা চলে যাবার পর আমিও পালালাম। চেস্টনাটটা নিয়ে কাছে একটা র‍্যাভিনের ভেতর গিয়ে গা ঢাকা দিলাম। শয়তানগুলো ঠিকই এলো। আমার দোকানপাট সব জ্বালিয়ে দিল।

'সেটা তো মঙ্গলবার সকালের ঘটনা।'

'একদম সকালে। ভোরে ভোরেই ঘটেছে। সূর্য-ওঠার আগেই পালিয়েছে ওরা। আগুনের আলোয় ওদের কয়েকজনকে চিনতে পেরেছি। আমাকে পেলে কচুকাটা করত ওরা। তাই ওরা নদী পেরিয়ে চলে যাবার আগে র‍্যাভিন থেকে বেরোইনি।'

'নেতা ছিল নিশ্চয় একজন? কে?'

'নোশুয়া। একদম বাচ্চা বাচ্চা চেহারা। বয়স কিন্তু কুড়ি পেরিয়ে গেছে। একটা পিন্টোতে বসা ছিল। ওদের সবচে' দ্রুতগামী ঘোড়া ওটা।'

ব্রেড ওয়ালের ওপর হামলার নেতৃত্ব দেয়া উতেটাই বোধ হয় এই নোশুয়া, ভাবল শেন। কারণ লোকটার বয়স এবং ঘোড়ার জাতটার সাথে পলের বর্ণনার মিল আছে। এর চেহারাও প্রায় কিশোরসুলভ। কিন্তু তা হলে অত দূর থেকে এত তাড়াতাড়ি এল কী করে? পলের দোকান থেকে এখানে অনেক দূরের পথ। পথে টুয়েন্টি মাইল পার্ক পেরিয়ে আসতে হয়। তবে যদি খুব ভোরে ভোরে রওনা দেয়া যায়, এবং জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, তা হলে অসম্ভব নয়। পল বলছে, ওরা দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সূর্য-ওঠার আগেই যাত্রা করেছে ওকে ধরার জন্যে। ওরা হয়তো ভেবেছিল, দোকানদার গোর পাসের দিকে পালিয়েছে। তাই ওরাও গোর পাসের পথ ধরেছে। হাতে নাতে গ্রেফতারের জন্যে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটেছে–কিন্তু ওর নাগাল না-পেয়ে শেষে

ওয়ালের ওপর চড়াও হতে চেয়েছে।

'তা তুমি হেডেন কিংবা স্টিমবোট স্প্রিংসে থামলে না কেন? সবাই তো ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে নিরাপদ ভেবে। উতেরা যে তোমার ট্র্যাক অনুসরণ করে এখানে চলে আসতে পারে, এটা বোঝনি?'

'থামিনি ভেবেছ?' ম্লান হয়ে গেল পলের মুখ। 'কিন্তু হাইটদের মেয়ে মানুষটা কিংবা ব্রেড ওয়ালের মত লোক কি ওখানেও নেই ভেবেছ? বরং তোমার কিংবা লয়েসের মত ঠাণ্ডা মাথার লোক একজনও ছিল না। আমাকে দেখা মাত্র লটকে দেয়ার জন্যে রশি হাতে তেড়ে এসেছে। অনেক কষ্টে জান নিয়ে ভেগেছি ওখান থেকে।'

'তুমি এখান দিয়ে যাবার সময়ও খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছিলে। ভেবেছিলে কেবিনে এলে আমরাও তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব, তাই না?'

'তা-ই ভেবেছিলাম!' ঘোঁৎ করে উঠল পল বিরক্তিতে। 'কেউ একজন গুলিও করেছে আমাকে লক্ষ্য করে। সুতরাং কোন সাহসে কেবিনে ঢুকি? তাই হেডেনের মত এখান থেকেও ভাগতে চেয়েছি। পরে দেখলাম, হাইট মহিলার কেবিনে আলো জ্বলছে না। ভেবেছি, নিশ্চয় ভেতরে কেউ নেই। পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দেখি, সত্যিই। তাই রাতটা ওখানে কাটিয়েছি। না-থেমে উপায়ও ছিল না। আমার এবং আমার ঘোড়ার অবস্থা তখন যে কোন মুহূর্তে জান বেরিয়ে যাওয়ার মত।'

চুপচাপ শুনে গেল শেন, প্রশ্ন করল না।

'ভেবেছিলাম, রাতটা কাটিয়ে ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই রওনা দেব ফের,' আবার শুরু করল পল। 'কিন্তু নোশুয়া কিংবা ওর কোন অনুচর রাতে আমার পেছনে লেগেই ছিল। এ পর্যন্ত এসে আমার ঘোড়ার খুরের শব্দ না-শোনায় ধরে নিয়েছে এখানেই কোথাও থেমেছি আমি। সুতরাং ওরাও সকালের জন্যে

অপেক্ষা করেছে।'

বাকিটা নিজেই অনুমান করে নিল শেন। উতেরা সম্ভবত উইলো ঝাড়ে রাত কাটিয়েছে। সকালে হাইটের কেবিনের দিকেও একটা চোখ রেখেছে নিশ্চয়। সে সময় বাইরে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে গিয়ে ওদের চোখে পড়ে গেছে পল। নিচু হয়ে কয়েক ফর্ক খড় ছুঁড়ে দিল শেন স্টকে। পলের কথাগুলো মনে মনে খতিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে কাজ করে থামল। তাকাল পলের দিকে। 'তোমার ভাগ্য ভাল যে, সকালে লয়েস আর টনি গিয়েছিল কেবিনে।'

'অবশ্যই,' স্বীকার করল পল। 'কিন্তু আমি মিডল পার্কের দিকে চলে যেতে চেয়েছিলাম। লয়েসই আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। নইলে তোমার এখানে আসার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না।'

'আমারও ইচ্ছে নেই তোমাকে এখানে থাকতে দিই। কিন্তু যেহেতু তুমি একজন শ্বেতাঙ্গ, তাই ঝামেলা না-মেটা পর্যন্ত তোমাকে রাখব।'

'ধন্যবাদ,' যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পল। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জুলি হাইট আর ব্রেড ওয়ালের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারব।'

'বেশ, এখন একটা কথার জবাব দাও,' ফর্কের হাতলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল শেন। 'নোশুয়া আর তার লোকেরা তোমাকে খুন করার জন্যে অমন হন্যে হয়ে উঠেছে কেন?'

মুখ কালো হয়ে গেল দোকানদারের। 'সেটা কি তুমি নিজেও জান না, শেন? আমি ওদের সাথে ব্যবসা করি। ওদের কাছে অস্ত্র বেচি, ওদের কাছ থেকে ঘোড়া কিনি। তাতে পয়সা কামাই। আমি অবশ্য নতুন অস্ত্র বেচি না। পুরানো জঙধরা সব অস্ত্র। নতুন অস্ত্র আমি পাব কোথায়? ওরা পুরানো অস্ত্র কিনে নেয়। খুব যে খুশিমনে কেনে তা নয়। কিন্তু তাতে আমার কী দোষ? ওরা তো

দেখেশুনেই নেয়। কারণ এরচেয়ে ভাল অস্ত্র ওরা পাবে কোথায়? তবু ওরা আমার ওপর খ্যাপা।'

'তুমি মিথ্যে বলছ, রিক পল। আমি বলিনি, মিথ্যে কথা বললে আমি টের পাব?'

'মিথ্যে? না, খোদার কসম, একটুও নয়,' ককিয়ে উঠল পল। 'তুমি এ-এলাকায় যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। সবাই জানে।'

'সেটা আমিও জানি,' কঠোর স্বরে বলল শেন। 'কিন্তু তবু তুমি মিথ্যে বলছ! তুমি আরও কিছু করেছ। এমন কিছু যা আমাকে বলতে চাইছ না।'

'না না, আমি কিছুই গোপন করিনি। তুমি বিশ্বাস করো...'

লম্বা এক পা ফেলে ওর কাছে চলে এল শেন। ফর্কের সূচাল আগাটা ঠেসে ধরল ওর পেটে। খোঁচা খেয়ে ককিয়ে উঠল দোকানদার। পিছোতে গেল, কিন্তু খড়ের ওপর পা পিছলে ধপ করে বসে পড়ল। দু'হাতে ফর্কের আগাটা ধরে ওপরের দিকে ঠেলে ধরার চেষ্টা করল। চাপ বাড়াল শেন। মৃদু, আলাপের স্বরে বলল, 'তোমাকে সত্যি কথা বলতে হবে, পল। নইলে এই আগাটা ঢুকিয়ে দেব পেটের ভেতর, যাতে আর মিথ্যে কথা বলা কিংবা কথা গোপন করার দরকার না-পড়ে।'

দু'হাতে ফর্কটাকে ওপরের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে পল। কিন্তু ওটার মসৃণ ডাণ্ডায় হাত পিছলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চাপ বাড়াচ্ছে শেন। ওর চোখে খুনে দৃষ্টি। প্রমাদ গুনল পল, হাল ছেড়ে দিল। 'আচ্ছা বলছি...বলছি! ফর্কটা সরাও...উহ্...'

'সরাব, তবে তুমি সত্য কথা বলার পর।' চাপ আরেকটু বাড়াল শেন।

'এক সপ্তাহ...উহ্...এক সপ্তাহ আগে নোশুয়া ওর দলবলসহ কিছু ঘোড়া নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। পঁচিশটার মত হবে। সুন্দর. ভাল জাতের ঘোড়াগুলো। সম্ভবত উতাহ্‌র মরমন

র‍্যাঞ্চারদের স্টক থেকে চুরি করেছিল। ওগুলোর মধ্যে নোশুয়ার পিন্টোও ছিল। পঞ্চাশটা অস্ত্রের বদলে ঘোড়াগুলো আমাকে দিতে চাইল ও। আমি রাজি হয়ে গেলাম। একটা উতে ছেলে ছিল আমার সাথে। ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারে। আমার চেস্টনাটটা ওই চালাত। পিন্টোকে পরখ করতে চাইলাম আমি। ভেবেছিলাম, আমার চেস্টনাট পিন্টোকে হারিয়ে দিতে পারলে ঘোড়াগুলো ভাল নয় বলে দাম আরও কিছুটা কমাতে পারব। হয়তো পঞ্চাশটার জায়গায় গোটা তিরিশেক অস্ত্র দিলেই চলবে। কিন্তু দৌড়ে পিন্টো চেস্টনাটকে হারিয়ে দিলে আমার রাগ উঠে যায়। আমি ব্যাপারটাকে উতে ছেলেটার বদমায়েশী হিসেবে ধরে নিলাম।' থামল পল।

ফর্কের চাপে সামান্য ঢিল দিল শেন। একটু পিছিয়ে গেল। 'তারপর?'

'তারপর...' একটু ইতস্তত করল দোকানদার। 'আমি ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলাম আর নোশুয়াকে বললাম যে, ঘোড়াগুলো আমি নেব না। কিন্তু ওরা তো ওগুলো আমার জন্যেই এনেছে এবং আমি ছাড়া অতগুলো কেনার লোক ওরা পাবেই বা কোথায়? সুতরাং আমাকে ঘোড়া কিনতে বাধ্য করতে চাইল ওরা—কয়েকজন দৌড়ে এল আমাকে পেটানোর জন্যে। আমি তখন গুলি করলাম ওদের। একজন গুলিবিদ্ধ হলো—নোশুয়া চলে যাবার সময় বারবার শাসিয়ে গেল আমাকে খুন করবে বলে। আমার মনে হয়, ওদের চীফ জ্যাক সে সময় তাদের ঝামেলা না-করার জন্যে আগে থেকেই নিষেধ করেছিল কিংবা... সে যা-হোক, এখন গোলমাল শুরু হতেই ওরা আমাকে খুন করতে ছুটে এসেছে।'

ফর্কটা খড়ের গাদায় গাঁথল শেন। 'যাকে গুলি করেছিলে, ও কি মারা গেছে?'

'জানি না। তবে ওকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখিনি।'

'তুমি লোকটা ভয়ানক লোভী আর অসম্ভব বোকা,' কিছুক্ষণ চুপ থেকে মন্তব্য করল শেন। 'গত তিন বছর ধরে ওদের ঠকিয়ে এসেছ, তারপরও তোমার শখ মেটেনি। এখন ওদের দামে রাজি হয়েও আবার কিছুটা কম দেয়া যায় কিনা সে-ধান্দা করেছ, এরপর ওদের ওপর গুলিও চালিয়েছ। তোমাকে ওরা তখনই কেন মেরে ফেলেনি, এটাই আশ্চর্যের। এখন,' আচমকা গর্জে উঠল, 'দূর হও আমার সামনে থেকে। নইলে হয়তো আমিই ঝুলিয়ে দেব তোমাকে।'

বলা মাত্র কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওয়্যাগন থেকে লাফ দিল পল। শেন ওকে দূর হয়ে যেতে বলায় কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি ওর। ও বরং খুশি হয়েছে। কেবিন মালিকের সামনে এতক্ষণ নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়েছে ওর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মনে মনে। শেন যখন আর কিছু করেনি ওকে, যদ্দিন এখানে থাকবে, তদ্দিন আর কিছু বলবেও না। গোঁয়ার টাইপের এ-লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে ও। করলে এখনই করে ফেলত। ওর শারীরিক শক্তি কিংবা কোনটার সাথেই পাল্লা দেয়ার শক্তি পলের নেই।

নীচে নেমে রাইফেলটা তুলে নিল ও। চোখ তুলল শেনের দিকে। 'তুমি আমাকে ইনজুনদের হাতে তুলে দিচ্ছ না তো?'

'ওটা করতে পারলেই সবচে' উচিত কাজটা হত,' ঝাঁজিয়ে উঠল শেন। কিন্তু ওরা তোমাকে পেলে কীরকম যন্ত্রণা দিয়ে মানুষ মারা যায়, সে ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। তুমি লোকটা মহা বদ, কিন্তু তারপরও একজন শ্বেতাঙ্গ। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে ইন্ডিয়ানদের হাতে দিচ্ছি না।'

রাইফেল হাতে বার্নের আড়ালে হারিয়ে গেল পল। আগের চেয়ে সাবলীল মনে হচ্ছে ওকে এখন। শেনের কথায় আশ্বস্ত হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে।

ওয়্যাগনের ওপর থেকে নদীর অপর পাড়ে তাকাল শেন।

গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল উইলো বনের যতটুকু দেখা যায়, তার প্রায় প্রতিটি ইঞ্চি। তবে বড় বড় কটনউড আর নিবিড় জঙ্গল ছাড়া তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ইন্ডিয়ানদের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তাতে আশ্বস্ত হতে পারছে না। ও নিশ্চিত, নোশুয়া তার দলবল নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে বনের ভেতর। অপরিসীম ধৈর্য আর সঙ্কল্প নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করছে।

ওদের সবাই হয়তো নেই, ভাবল শেন। দলের শক্তি বাড়ানোর জন্যে আরও লোক আনতে পাঠানো হয়েছে কাউকে কাউকে। কারণ সুরক্ষিত কেবিনে যারা আছে, তাদের কাবু করতে হলে আরও লোক লাগতে পারে। যারা আছে, তারা সংখ্যায় যথেষ্ট নয়। অবশ্য তাই বলে অলস বসে নেই ওরাও। শেনের বিশ্বাস ওরা কেবিন আক্রমণ করবেই। তবে সময়টা বেছে নেবে ঠিক সন্ধেয় অথবা একদম ভোরে ভোরে। কারণ তখন আলো-আঁধারিতে গা ঢাকা দিয়ে কেবিনের কাছে চলে আসার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবছে শেন। এখানে যারা আছে, ফ্লোরা-টনি-লয়েস-ওয়াল-জুলি-হান্না, এমনকী লল্যান্ড এবং সে নিজে, তাদের জীবনের জন্যে এখন নতুন হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে দোকানদার রিক পল। লোকটা ভাল নয়, যথার্থই খারাপ। ওর মত লোককে কেবিনে আশ্রয় দিয়ে অতগুলো মানুষকে ইন্ডিয়ানদের হামলার মুখে ফেলে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? এর পরিণতি কী হতে পারে, তা না বোঝার কোন কারণ নেই। ইন্ডিয়ানরা পলসহ সবাইকে এক এক করে খুন করবে। কিন্তু রিক পলকে যদি আশ্রয় দেয়া না-হয়, হয়তো হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া সম্ভব। নোশুয়া তার দলবল নিয়ে রিক পলকে ধাওয়া করতে করতে এখানে এসেছে, কেবিনে হামলা চালাবার জন্যে নয়। কিন্তু তারপরও কি শেন পারবে, দোকানদারকে ওদের হাতে

তুলে দিতে?

না, পারবে না। আনমনে মাথা নাড়ল শেন। পরমুহূর্তে মনে হলো, সে আসলে বুঝতে পারছে না ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এখন নোশুয়ার সাথে আট-দশজনের বেশি লোক নেই। এদের নিয়ে নোশুয়া জানে কেবিনের বিরুদ্ধে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। কিন্তু লোকের সংখ্যা যদি বাড়ে? চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ইন্ডিয়ান যোদ্ধা একত্রে হামলা চালালে অবস্থা কী দাঁড়াবে? বুঝতে পারছে না শেন, যতই ভাবছে, ততই মাথা গরম হয়ে উঠছে ওর।

তেরো

দীর্ঘ, ক্লান্তিকর একটা বিকেল কাটাচ্ছে শেন। ভয় ও সিদ্ধান্তহীনতা দুটোই একত্রে চেপে বসেছে ওর নার্ভের ওপর। ও জানে, নদীর ওপারে উইলো বনের ভেতর ঘাপটি মেরে আছে নোশুয়া ও তার দলবল। ওদের চোখে শিকারীর দৃষ্টি ও নৃশংসতা।

ব্রেড ওয়ালের ওপর যখন হামলা হয়েছিল, ব্যাপারটাকে এতটা ভয়ানক মনে হয়নি ওর কাছে। ওটাকে বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। আজ সকালে জুলির কেবিনের গোলাগুলিটাকেও ওই রকম কিছু ভাবা যেত। ইন্ডিয়ানরা পাত্তা না-পেলে অন্য কোন সহজ শিকারের আশায় চলে যেত। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভিন্ন। ও এমন একজনকে আশ্রয় দিয়েছে যাকে ইন্ডিয়ানরা চায়। সুতরাং ওকে পাওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ওরা। বাধা পেলে আরও দুর্বার হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটা এখন আর লল্যান্ডের ভাষায় 'ছায়া' নয়, নিরেট বাস্তব, যা প্রায় অমোঘ এবং ভয়ঙ্কর। রিক পলকে আশ্রয় দিয়ে অনিবার্য ভয়ঙ্করের মুখেই নিজেদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শেন অস্টিন। এখন হোক আর পরে হোক, আক্রমণ ওরা করবেই।

কিন্তু সমস্যা হলো, আক্রমণটা কখন, কীভাবে এবং সংখ্যায় ওরা কতজন হবে, শেন এটা জানে না–এমনকী কোন দিক থেকে আসবে, তাও না। আক্রমণটা উইলো বন থেকে হতে পারে আবার পুবে যে-পাহাড়, সেদিক থেকেও। ওরা পাহাড় বেয়ে নেমে আসতে পারে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। অতটা অবশ্য আশা করছে না শেন– তবে সতর্কতার জন্যে কেবিনের পেছনে টনিকে বসিয়ে রেখেছে।

কেবিন হাউস ও বার্নের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় পায়চারী করতে করতে ভেতরে মেয়েরা কী করছে ভাবছে শেন। ওর এখন ফ্লোরাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ভেতরে যাবার উৎসাহ পাচ্ছে না। ফ্লোরাকে দেখতে গেলে জুলি হাইটকেও দেখতে হবে। শেনের ইচ্ছে হচ্ছে না এ-মুহূর্তে ওই মহিলার সামনে গিয়ে পড়তে। জুলির মেজাজ সকাল থেকেই বিগড়ে আছে। দুপুরে পলকে নিয়ে কথা কাটাকাটি হওয়ায় এখন তা আগুনের মত তেতে আছে। শেন নিশ্চিত, শীঘ্রই তা ঠাণ্ডাও হবে না। সম্ভবত ডিনার খেতে গিয়ে সবাইকে ডিনারের সঙ্গে ওর গোমড়া মুখের ঝামটাও হজম করতে হবে।

সন্ধে হতেই ডিনার সারা হয়ে গেল সবার। লয়েসকে ছাড়া আর সবাইকে বাইরে যেতে বলল জুলি। দোকানদারকেও সবার সাথে টেবিলে বসে খাবার অনুমতি দেয়নি ও। কাজটা, শেনের মতে, এক হিসেবে ভালই হলো। উতেরা জানে, দোকানদার কেবিন হাউসে আছে। হুট করে আলোর মধ্যে গিয়ে পড়লে ওরা হয়তো গুলিও করে দিতে পারে।

খাওয়ার পরে হান্নার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছে

লয়েস। কথা শেষ করে বেরোল একটু পরে। চিন্তিতমুখে নদীর দিকে হাঁটতে লাগল ও। কিন্তু শেনের ডাক শুনেই চমকে উঠে পড়ি কি মরি করে করালের দিকে ছুটল। খালি ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শেন। হাসল।

'আমি জানি,' মুখ লাল হয়ে উঠেছে ধর্মপ্রচারকের। 'ওরা আমাকে দেখতে পেলেই গুলি করবে। সকালে ওদের কী হাল করেছি, ভোলেনি নিশ্চয়। কিন্তু ওরা কি আসলেই আছে? একটাকেও তো দেখলাম না আর দিনভর।'

'দেখবেও না, ওরা দেখা দিতে না-চাইলে। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হয়েছ কি মরেছ। ওরা আছেই। তুমি চাইলে ওদের উপস্থিতি অনুভব করতে পার এমনকী ওদের গন্ধও পেতে পার। কিন্তু সে জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

'ইন্ডিয়ানদের ধৈর্য অসীম। উইলোর জঙ্গলে ওরা চাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন চিত হয়ে শুয়ে থাকতে পারে। এক মুহূর্তের জন্যেও ধৈর্য হারাবে না। রিক পল যে এই কেবিনে, ওরা জানে। ওরা এখন আর এখান থেকে নড়বে না। জানে, এক সময় না এক সময় ওকে ওরা গুলির সাইটে পাবেই। আজ হোক আর দু'দিন পরে হোক। ধৈর্যের পরীক্ষায় ওরা শ্বেতাঙ্গদের অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে।'

শেনের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে উইলোর জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে লয়েস। মাঝে মধ্যে কটনউড গাছগুলোকে দেখছে। উইলো ঝোপের মধ্যে আকাশ ছোঁয়া গাছগুলোকে মনে হচ্ছে প্রাগৈতিকহাসিক দৈত্য।

'আমি কিছু দেখছি না, শেন,' বলল সে। 'মনে হয়, তোমার মত তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর শোনার ক্ষমতা আমার নেই।'

'কেন, তোমার গায়ে কি কাঁটা দিয়ে উঠছে না? মনে হচ্ছে না কেউ তোমার ওপর নজর রাখছে?'

'না,' মাথা নাড়ল পাদ্রী। 'তাই বলে ভেবো না যেন যে, আমি

খুব সাহসী মানুষ। আমি ভয় পাই! আজ সকালে জুলির কেবিনে গোলআলু আনতে গিয়ে উতেদের হামলার মুখে পড়ে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। তাই পালিয়ে আসার সময় টনি যে কীরকম ভয়ানক গতিতে ওয়্যাগন চালিয়ে আনছিল, ওটা পর্যন্ত খেয়াল করিনি।' আবার মাথা নাড়ল। 'কিন্তু এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এত শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশ! এখানে...'

'ভুলটা তো ওখানেই হচ্ছে। খুব বেশি শান্ত আর নিরিবিলি, না? গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না, ঘাসের ভেতর থেকে আচানক কোনও খরগোস লাফিয়ে উঠে ছুট লাগায় না, পাখিও ওড়ে না–যেন মৃত্যুপুরী। এতেই আমার গা শিউরে উঠছে, পিট। আমি বুঝতে পারছি, ওরা আমাকে দেখছে, চাইলে যে কোনও মুহূর্তে গুলি করে লাশ ফেলে দিতে পারে।'

কালো টুপিটা সরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল লয়েস। 'আমি বুঝতে পারি না, শেন। বিপদটা ঠিক কোথায় ওত পেতে আছে, আমি ঠাহর করতে পারি না।'

'এখন তো পারছ? আমি তো তোমাকে বলে দিলাম।'

'হ্যাঁ, পারছি। কিন্তু তা,' নিজের মাথায় টোকা দিল, 'এটা দিয়ে।' বুকে টোকা দিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে নয়। এটা যেন মৃত্যুর পরে স্বর্গে বা নরকে যাব–এরকম জ্ঞানের মত। কিন্তু তা স্রেফ জ্ঞান, অনুভূতি নয়। না-গেলে কীভাবে বুঝব, ওসব অপার্থিব আনন্দ বা কষ্টকে? আমি তোমাকে ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোক আউড়ে মৃত্যুর ভয়াবহতা বোঝাতে পারি, তুমিও তা শুনে বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু স্রেফ ওইটুকুই। সত্যিকার অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি পেতে হলে তোমাকে মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে, তা থেকে বেঁচে উঠতে হবে,' নিজের বুকে ফের টোকা দিল. 'তখনই কেবল তোমার হৃদয়ে সঠিক অনুভূতি জাগবে। তখনই তোমার জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।'

শেন হাসল। 'ভাল বলেছ, পিট। আসলে তুমি তো একজন

যাজক। আমরা সাধারণ মানুষ। তোমার চিন্তাধারা আমাদের মত স্থূল নয়। ভাল কথা, আমি আর ফ্লোরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। কখন, তা ঠিক করিনি এখনও। তবে খুব শীঘ্রিই।'

অনাবিল হাসি লয়েসের মুখেও। 'কাজটা আমি খুশি মনেই করব, শেন। পরস্পরকে ভালবাসে, এমন দু'জন নর-নারীর বিয়ে পড়ানোর মজাই আলাদা।' থামল ও। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'কেবিন থেকে যখন বেরোলাম, ক্ষণিকের জন্যে কেন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম, কোথায়, কী অবস্থায় আছি। নদীর দিকে যাচ্ছিলাম একটু হেঁটে আসার জন্যে। কেমন গাধার মত কাজ, বলো তো? আসলে হান্না আর জবের কথাই আমি ভাবছিলাম তখন। হান্না আমার কাছে একটা পরামর্শ চেয়েছে। কিন্তু আমি ওকে কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'আসলে এখানে সবারই কিছু নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। হয়তো তোমারও আছে। আমার সমস্যা ব্রেড। আমি আর ফ্লোরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। নিজেদের জন্যে আমরা কিছু পরিকল্পনা করব। কিন্তু ওর বাবা একটা বিশাল বোঝা হয়ে থাকবে আমাদের ওপর।'

'ঠিক,' মাথা দোলাল পাদ্রী। 'ওয়াল আসলেই সবার জন্যে সমস্যা। এদিকে দেখো, জব হান্নাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। হান্না বলেছে, তাদের আর ফিরে যাবার উপায় নেই। কারণ, জব ওর বাবার জমানো টাকা চুরি করে এনেছে। ও এখন বাড়ি ফিরে গেলে ওর বদরাগী বাবা ওকে চুরির দায়ে সোজা জেলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করবে, আর হান্নার ভয়, ওর মা ওকে স্রেফ মেরেই ফেলবে। তো এখন ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীতকালটা ওয়ালের র‍্যাঞ্চে কাজ করবে। তাতে কিছু টাকা বাড়তি আয় হবে, জমা টাকাটাও খরচ হবে না। তবে ওরা একটা র‍্যাঞ্চ কিনতে চায় শুনে ওয়াল নিজের র‍্যাঞ্চটা বেচে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। হান্না কিছু বলেনি এখনও। আমার পরামর্শ চেয়েছে কিনবে কি না।'

'শালা, ধান্দাবাজ বুড়ো!' দাঁতে দাঁত ঘষল শেন রাগে। 'ওকি জবকে বলেছে যে, ওর র‍্যাঞ্চ হাউসটা ইন্ডিয়ানরা জ্বালিয়ে দিয়েছে?'

'না,' মাথা নাড়ল লয়েস। 'আমি নিশ্চিত সে তা বলেনি। আমি ওকে বলেছি, জব যেন বাড়ি ফিরে গিয়ে সব টাকা বাবাকে ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় আর সেও যেন ফিরে যায়–এখানে ওদের কোন আশা নেই। এর চেয়ে মায়ের হাতে মার খাওয়া অনেক ভাল। সে রাজি হয়নি। আসলে শেন, একেকজনের একেক ধরনের সমস্যা...'

'অন্যের সমস্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই,' ওকে পাত্তা দিল না শেন। 'আমি আমার সমস্যা নিয়ে ভাবছি। শোন, লয়েস, আমি ফ্লোরাকে বিয়ে করব ঠিক আছে। আমি ওর দায়িত্ব নিতে বাধ্য, কিন্তু ওর ওই অপদার্থ বাবার নয়। আমি ওকে ঘাড় ধরে বের করে দেব কেবিন থেকে। বলে দেব, কখনও আমার ত্রিসীমানায় যেন না-আসে।'

'না, শেন।' মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল লয়েস। 'তোমার মনোভাব আমি বুঝি না এমন নয়। ব্রেড ওয়াল একটি মূর্তিমান সমস্যা। কিন্তু তোমাকে এও বুঝতে হবে, তুমি যাকে ভালবেসে বিয়ে করতে যাচ্ছ, লোকটা ওরই জন্মদাতা। তোমার টান না-থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্লোরার সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক। বাবার অসম্মান মেয়ের বুকে বাজবেই। তখন তোমাদের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে না-চাইলেও তোমরা দু'জনে শেষে অসুখী হয়ে পড়বে।' থামল লয়েস। শেনের মুখের দিকে চাইল। লক্ষ করল ওর মুখের ভাবান্তর। তারপর আবার বলল, 'তা ছাড়া ব্রেড জবকে বলেছে, ইন্ডিয়ানদের ঝামেলাটা মিটে গেলে ও এখান থেকে চলে যাবে। কারণ, ওর ধারণা, তুমি আর ফ্লোরা শীঘ্রিই বিয়ে করতে যাচ্ছ।'

'যাক,' হেসে ফেলল শেন, 'যতটা ভেবেছিলাম, বুড়ো

ছাগলটার জ্ঞান-বুদ্ধি দেখছি তা হলে ততটা ভোঁতা নয়। শুনে ভাল লাগছে। আমি আরও ভেবেছিলাম, আমরা বিয়ে করার পর সে আবার আমাদের ঘাড়ে না চেপে বসে।'

'একটা লোককে কখনও পুরোপুরি চিনতে পারবে না, শেন। কোন লোকই যতটা খারাপ মনে হয়, অতটা খারাপ নয়, আবার যতটা ভাল মনে করা হয়, অতটা ভালও নয়। আমি নিজেও নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি না। আজ সকালে পলকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে ওয়্যাগন থেকে রশি আনতে চাইলে আমি ব্রেডকে খুন করব বলে হুমকি দিয়েছিলাম। অথচ এমন আর কখনও কাউকে বলেছি বলে মনে করতে পারছি না। আসলে সময়ই সবকিছু ঠিকমত চিনিয়ে দেয়।'

'আমার ধারণা, কথা না-শুনলে তুমি ঠিকই খুন করে ফেলতে ব্রেডকে,' মৃদুস্বরে বলল শেন। 'তোমার জায়গায় আমি হলেও তা-ই করতাম। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে সে সময় তা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না।' লয়েসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল শেন, নদীর দিকে তাকাল আবার। 'গত রাতের মত আজকেও পাহারায় থাকব। আজ আমার সাথে থাকবে ব্রেড। লল্যান্ড ঘুমোবে। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমিও না। অন্তত হান্নার মুখে ওর সম্পর্কে শোনার পর।' হাই তুলল পাদ্রী। 'শেন, আমাকে যদি আর দরকার না-থাকে তা হলে যাচ্ছি। খড়ের গাদায় উঠে চিন্তা-ভাবনা করব। হয়তো ঘুমিয়েও নিতে পারি একটু।'

'অবশ্যই,' অনুমতি দেবার ভঙ্গিতে বলল শেন। 'শুধু দরকারের সময় হাতের কাছে পেলেই হলো।'

'পাবে। আমি এখানেই থাকব। ভয় পেয়ো না, এবার আর হাঁটতে বেরোচ্ছি না।' হেসে বিদায় নিল লয়েস।

ও চলে যেতে নিজেও জায়গা থেকে নড়ল শেন। কেবিন হাউসের পুব দিকে পাহাড়ের গোড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে টনি।

ওদিকে পা বাড়াল। কেবিনের অপর পাশে লম্বা হয়ে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে কথা বলতে দেখল ব্রেড ওয়াল আর জব লল্যান্ডকে। ওকে দেখামাত্র কথা বন্ধ করে দিল ওরা। চোখে অস্বস্তি নিয়ে চাইল।

দুই অপদার্থের ভাবগতিক দেখে মেজাজ ফের বিগড়ে গেল কেবিন-মালিকের। হবু শ্বশুরকে ইচ্ছেমত দু'কথা শুনিয়ে দেবার ঝোঁকটা সামলাল অতিকষ্টে। ধর্মযাজকের কথাগুলো মনে পড়ে গেছে। ব্রেডের সঙ্গে বিদ্বেষভাব দেখালে ফ্লোরার খারাপ লাগতে পারে। শেষে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে দাম্পত্য জীবনে। চুপচাপ ওদের পেরিয়ে টনি যেখানে, সেখানে চলে গেল। ওয়ালকে কিছু বলতে না-পেরে মনে মনে ফুঁসছে।

টনির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছ, টনি? কোন খবর?'

'কিছুই না,' কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। 'শেন, আমার মনে হয় তোমার অনুমানটা ঠিক নয়। এদিক দিয়ে ইন্ডিয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা নেই।'

'সেটা তুমি আগেভাগে কীভাবে বুঝছ?' বিরক্ত হলো শেন ছেলেটার ওপর। 'ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে তুমি কতটা জান?'

অপমানিত বোধ করল টনি। শেন যে ওকে বকুনি লাগাবে, বুঝতে পারেনি। তবে ওর নিজের মন্তব্যটাও যে শোভন হয়নি সেটা বুঝতে পারছে। ও আসলে শেনের বিচার-বিবেচনার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলেছে। মৃদুস্বরে বলল, 'দুঃখিত, মি. অস্টিন। ওদের সম্পর্কে আমি অবশ্যই তোমার চেয়ে অনেক কম জানি।'

'ওকে, কিড।' হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিল শেন।

এবার কিন্তু মাইন্ড করল টনি। ও এখন তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পা রেখেছে, ওর এখন 'কিড' নয়, 'ম্যান' শোনার সময় হয়ে এসেছে। তবে মুশকিল হলো, সেটা আবার নিজের মুখে বলে

কী করে?

ফিরে আসার পথে দুজনকে আবার দেখল শেন। একইভাবে বসে আছে লাকড়ির জন্যে কেটে আনা গাছের গুঁড়িটার ওপর। ওরা আভাস পেয়ে আবার কথা বন্ধ করে বসে আছে চুপচাপ, তাকাচ্ছে চোরাচোখে। আগের সেই উপমাটা মনে এল শেনের। দু'জন যেন ত্যাঁদড় দুই স্কুলছাত্র, মাস্টার মশাইকে কীভাবে জব্দ করা যায়, বসে বসে তারই ফন্দি আঁটছে।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল শেন। দু'জনের চোখে অস্বস্তির ভাব দেখে হাসল মনে মনে। মুখে বলল, 'ব্রেড, তুমি থাকছ আজ রাতে আমার সাথে পাহারায়। মাঝরাত থেকে সকাল পর্যন্ত পাহারা দেব আমরা। আর লল্যান্ড, তুমি সকাল পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পার। রাতের পাহারার জন্যে তোমার ওপর ভরসা করতে পারছি না আমি।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ওয়াল, কিন্তু শেনের চোখে চোখ পড়তে মত পাল্টাল। মুখে কুলুপ আঁটল। তবে লল্যান্ড দমল না। ওর আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছে অস্টিন। সুতরাং জবাব তো একটা দিতেই হয়।

'হুঁ!' মুখ বাঁকাল ও। 'আমি সারারাত একাই পাহারা দিতে পারি। তুমি নিজেও তা ভাল করেই জান। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো কি করো না, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আরে, আমিও তো তোমাকে বিশ্বাস করি না। ঠিক আছে, বাদ দাও। আমি রাতে আমার বউয়ের সঙ্গে ঘুমোব, যাতে ওর দেখাশোনা করতে পারি।'

'চেষ্টা করে দেখতে পার,' কাঁধ ঝাঁকাল শেন। 'তবে মনে হয় না সুবিধে করতে পারবে। জুলি হাইট তোমার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।'

ওদের নিয়ে সময় নষ্টা না-করে চলে এল ও। অবাক হয়ে ভাবছে, লোকদুটোর জন্যে করুণা হচ্ছে ওর! ব্রেড ওয়ালের

ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। শেন ওকে যত অপদার্থ আর অকর্মণ্যই মনে করুক, জানে, ও ফ্লোরার জন্মদাতা। উতেদের সাথে যদি শেষ পর্যন্ত সংঘাত বেধেই যায়, ওয়াল তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। কারণ এখানে তার মেয়ে আছে। নিজের মেয়েকে বিপদের মুখে ফেলে পালাবার মত পাষণ্ড সে হতে পারবে না। এ-ব্যাপারে শেন নিঃসন্দেহ। আর জব লল্যান্ড? লোকটার মধ্যে ভাল কিছু দেখতে পায়নি ও। লল্যান্ডের দৌড় শুধু ওর কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছেলেটা বাবার সঞ্চিত টাকা মেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আর সঙ্গে যে-মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে, তাকে শুধু কষ্টই দিচ্ছে সারাক্ষণ। শেনের কাছে এ-লোকের কিছুমাত্র গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ওয়াল আর লল্যান্ডকে একপাশে রেখে দিয়ে এবার রিক পলের কথা ভাবতে শুরু করল শেন। লোকটার ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে ওকে। ও চায় না, ওর জন্যে এখানে আর যারা আছে, তাদের সবাই বিপদে পড়ুক। বিশেষ করে ফ্লোরার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে ওকে। ও মেয়েটাকে ভালবাসে। রিক পলের মত একটা নাদানের জন্যে নিজের প্রেমিকার জীবন নিয়ে ছিনিমনি খেলতে পারে না শেন। তা ছাড়া এখানে টনির মত ছোট্ট একটা ছেলেও আছে, যার সামনে পড়ে আছে পুরো জীবনটা। আছে পিটার লয়েস, দক্ষ ও সৎ একজন মানুষ। লোকটা চাইলে এবং সুযোগ পেলে এ-উপত্যকার সমৃদ্ধির জন্যে অনেক কিছু করতে পারবে।

এ ছাড়া হান্নার কথাও ভাবতে হবে ওকে। চমৎকার মেয়েটা এখন তার ওপর নির্ভরশীল। জুলি হাইটের মত মহিলারও আছে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অধিকার। এমনকী অপদার্থ ব্রেড ওয়াল কিংবা অবিবেচক জব লল্যান্ডের জীবনও রিক পলের মত দুই মুখো মানুষের জীবনের তুলনায় অনেক বেশি দামী। দোকানদারের মত স্বার্থপর একটা লোকের জন্যে এদের সবার

জীবন বিপন্ন হতে দেয়ার কোন অধিকার নেই শেনের।

নিজের এই পর্যন্ত জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে ও। কিন্তু এরকম জটিল অবস্থায় এর আগে আর কখনও পড়েনি। রিক পলকে আশ্রয় দেয়ার ফল কী হতে পারে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে। তবু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না লোকটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করবে। সে কি ওকে উতেদের হাতে তুলে দেবে? কিন্তু তাতেও বিপদ কাটবে কি না কে জানে? উতেরা যদি আক্রমণ করে, তাদের সবাই হয়তো মারা যেতে পারে, কিংবা কপাল ভাল থাকলে কেউ কেউ বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু সবচে' বড় কথা হলো, জেনে শুনে একটা লোককে উতেদের হাতে তুলে দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন আর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া কি ঠিক হবে?

একটু পরে জুলি হাইট সাপারের জন্যে ডাকল সবাইকে। খড়ের গাদা থেকে চোখ মুছতে মুছতে নেমে এল লয়েস, এক ফাঁকে সামান্য ঘুমিয়ে নিয়েছে যাজক। কিচেনের দিকে গেল শেন, ওর মনে তখনও সিদ্ধান্তহীনতা। পলকে নিয়ে কী করবে, ঠিক করতে পারেনি।

পল বেরোল না বার্ন থেকে, ওয়াল রইল পাহারার দায়িত্বে। বাকিরা খেতে বসল। চমৎকার দেখাচ্ছে মেয়ে দুটোকে, হাসিখুশি এবং উৎফুল্ল। তবে দু'ঠোঁট বুজে সারাক্ষণ চুপ মেরে রইল জুলি হাইট। খাওয়া শেষ হতে লয়েসকে বলল, 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে, মি. লয়েস। শেন, চাইলে তুমিও থাকতে পার।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল শেন। লল্যান্ডকে বলল, 'আমরা না-আসা পর্যন্ত তুমি টনির সাথে থাক।'

কিছু না-বলে কাঁধ ঝাঁকাল লল্যান্ড, অপেক্ষা করল একটু, তারপর বেরিয়ে গেল টনির পেছন পেছন।

কিচেন থেকে সামনের ঘরে এল ওরা। দরজার সামনে দাঁড়াল জুলি। শেন আর লয়েস না-বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। ওরা

বসতে এগিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল।

ওর সামনে অস্বস্তি বোধ করছে শেন। জুলিকে সে এমন গম্ভীর আর বিরক্ত চেহারায় এর আগে আর কখনও দেখেনি। ওকে সে *হঠাৎ রেগে উঠে পর মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া* মহিলা হিসেবেই জানে। কিন্তু আজ সকালে ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর থেকে এখনও পর্যন্ত থম থমে মুখ করে রয়েছে ও।

যাজকের অবশ্য তেমন ভাবান্তর নেই। সরল গলায় জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, ম্যাম?'

বিশাল দু'হাত বুকে বেঁধে দাঁড়িয়েছে জুলি। দু'গালে ঘামের সরু ধারা। নেমে যাচ্ছে গলা থেকে বুকের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে হু হু করে, কিন্তু জুলির ঘামানো থামছে না তাতে।

জিভ দিয়ে দু'ঠোঁট চেটে নিল জুলি—তারপর আচমকা কেটে পড়ল, 'কী ভেবেছ তোমরা আমাকে, অ্যাঁ? আমি ঝগড়াটে বুড়ো গাই, সারাক্ষণ শুধু ঢুঁ মারার জন্যে মাথা নাড়ি, সারাক্ষণ শুধু নিজের কথা ওপরে রাখতে চাই...এবং এরকম আরও অনেক কিছু, তাই না? তোমাদের ধারণা, আমি খুব নীচমনা একজন মহিলা, তাই রিক পলকে দেখামাত্র ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে খেপে উঠেছি, এই তো? তোমরা আরও ভেবেছ...'

'তুমি যা বলছ, এসব নিজের সম্পর্কে একান্তই তোমার ধারণা, ম্যাম। তুমি কী চাইছ, আমরাও তা-ই ভাবি?' শীতল গলায় জানতে চাইল যাজক।

হতভম্ব হয়ে গেল জুলি। সরু চোখে তাকাল যাজকের মুখের দিকে। নিজের অমন তেজী গলায় আগুনে-প্রশ্নের জবাবে এরকম ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়া। তা ছাড়া ওর অভিযোগের কোন জবাব দেয়নি যাজক, বরং ওকে এমন একটা প্রশ্ন করেছে, যাতে জবাব দেওয়ার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না সে। ধপ করে একপাশের খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। লয়েসের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেনের

দিকে চাইল, আবার তাকাল লয়েসের দিকে। মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'তোমার তা ভাবছ না? কেন?'

'কেন ভাবব বলো?' অসহিষ্ণু শোনাল লয়েসের গলা। 'এমন চমৎকার আর আকর্ষণীয় মহিলা তুমি। তোমার মত ভাল মানুষ খুব কমই আছে। কী করে জানলাম? সহজ ব্যাপার। মানুষের পরিচয় তার কথায় নয়, কাজে। তুমি তা দেখাতে পেরেছ।'

থামল যাজক একটু, তারপর খেই ধরল আবার, 'টনির কথাই ধরো। মা-বাপমরা ছেলেটাকে তুমি কীভাবে মানুষ করছ, বলো তো? কত দায়িত্বশীল, চমৎকার একটি ছেলে। ও তো তোমার হাতেই মানুষ। তুমি ভাল না-হলে কি ও অত ভাল হত? তারপর হান্না। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা অসহায় অবুঝ মেয়েটার জন্যে তোমার দরদের শেষ নেই। এমন আচরণ করছ, যেন তুমি নিজেই ওর মা। তোমাকে কীভাবে খারাপ ভাবব?

'অবশ্য এটা ঠিক, আজকে সকালের আচরণটা তোমার একটু বিশ্রী হয়ে গেছে। আসলে মানুষকে ঘৃণা করা খুব সহজ, কিন্তু ভালবাসা একটু কঠিন বটে। অথচ মানুষের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমেই তুমি স্রষ্টাকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে পার। মানুষকে ঘৃণা করলে স্রষ্টা দূরে সরে যায়। শয়তান এসে বাসা বাঁধে আত্মার মধ্যে।'

পিট পিট করে বার কয়েক পলক ফেলল জুলি। যেন বুঝতে চাইছে যাজকের কথাগুলো। তারপর বলল, 'ন্যাট স্লিকারের জন্যেও তোমার খুব দরদ ছিল, না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ওর মধ্যে অনেকগুলো সদগুণ ছিল। ওর মৃত্যু আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।'

'আচ্ছা, তা হলে তুমি ইন্ডিয়ানদেরও ঘৃণা করো না?'

'চেষ্টা করি না-করতে,' মৃদুস্বরে বলল লয়েস। 'ওরা বর্বর, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো নই। আমি জানি, ঘৃণা মানুষকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর সেটা আমার মত যাজকের জন্যে

রীতিমত গর্হিত কাজ। মানুষের মধ্যে অনেক রকমের পাপ আছে। কিন্তু ঘৃণা এমন একটি পাপ, যা মানুষকে স্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।'

মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত যেন লয়েসের কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করল জুলি, তারপর ঘাড় ফিরাল শেনের দিকে। 'লাল শয়তানগুলো তো পলের পেছনে লেগেছে, না? তার জন্যেই এতদূর এসেছে ওরা?'

মাথা দোলাল শেন। 'আমার সেরকমই ধারণা।'

'ওকে ওদের হাতে তুলে দিলে আমরা হয়তো বেঁচে যেতে পারি!'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না। আজ সারাটা বিকেল আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। ওরা এখন এখানে যে কজন আছে, তাদের পক্ষে আমাদের পরাস্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে যদি আরও ইন্ডিয়ান এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়, তা হলে আমাদের কোন আশা নেই।' জুলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে, তারপর লয়েসের দিকে। 'তোমরা কি পলকে ওদের হাতে তুলে দেবার কথা ভাবছ?'

'না।' মাথা নাড়ল জুলি। 'আমি ভাবছি না।' রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বলল, 'ওকে এখানে পাঠিয়ে দাও। ওকে আমি সাপার খাওয়াব। ওয়ালকেও।'

একটু পরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। লয়েস বলল, 'কী বুঝেছ? জুলি হাইট আমাদের বোঝাতে চাইছে ও আসলে কী ধরনের মহিলা। চাইছে, আমরা যেন ওকে খারাপ বা দুষ্টমনের মানুষ বলে না-ভাবি। ঠিক না?'

'ও আসলে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, পিট। ওর মত আরও অনেকে আছে, পলকে হাতের কাছে পেলে স্রেফ চিবিয়ে খাবে। তবে তুমি ওকে ভুলটা ধরিয়ে

দিতে পেরেছ। সে যাক, তুমি ওয়ালের জায়গায় গিয়ে ওকে কিচেনে পাঠিয়ে দাও। আমি পলকে পাঠাচ্ছি।'

কেবিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আলো, তবে খুব বেশি আলোকিত করতে পারেনি। ইন্ডিয়ানরা যেখান থেকে কেবিনের ওপর নজর রাখছে, সেখান থেকে মানুষের অবয়ব টের পাওয়া গেলেও বিশেষভাবে কাউকে চেনা সম্ভব হবে না। রিক পল বার্ন থেকে বেরিয়ে উঠান বেয়ে কেবিনে ঢুকল। লোকটাকে দেখে মনে হলো, ভেতরে গিয়ে সাপার খাবার অনুমতি পেয়েও খুব একটা আনন্দ পাচ্ছে না। ওর সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পারল শেন। সকালে যে-মহিলা ওকে প্রায় ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তার সামনে যেতে এখন তেমন স্বস্তি পাচ্ছে না বেচারা।

যাজক যেখানে পাহারা দিচ্ছে সেখানে গেল শেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'এটা আসলে একটা বাঁচা-মারার প্রশ্ন, পিট। জুলি এটা বোঝে। বোঝে বলে ওর অস্থিরতার শেষ নেই। অন্য আর কেউ বুঝতে না পারুক, পলও বোঝে। তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে...'

'আমি তেমন বুদ্ধিমান নই, শেন। বুদ্ধিমানের ভানও করতে পারি না। তুমি দেখো, আমি এখনও হান্নাকে তার প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারিনি।'

আবার চুপ করে রইল শেন। মিনিটখানেক পরে বলল, 'এসো, পিট, পরিস্থিতিটা আমরা আবার আলোচনা করে দেখি। পল যদি আমাদের কেবিনে না-থাকে, তা হলে আমাদের ওপর ইন্ডিয়ান হামলার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। আমার মনে হয়, আমাদের শক্তি সম্পর্কে ওদের পূর্ণ ধারণা আছে। তাই এখন হামলা করার সাহস পাচ্ছে না। পল আমাদের কেবিনে না-থাকলে ওরা হয়তো আমাদের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে অন্য কোন সহজ শিকারের সন্ধানে চলে যাবে। কিন্তু ও থাকলে সে আশা নেই: ওরা পলকে কিছুতে মাফ করবে না। কারণ ও তাদের সঙ্গে বাজি

ধরে হেরে গিয়ে কথা রাখোন, তার ওপর গুলি করে একজনকে আহতও করেছে। ওরা কিন্তু ওয়ালকেও পছন্দ করে না। ওকেও বাগে পেলে খতম করে দেবে। কিন্তু ওকে বাগে পেতে গিয়ে নিজেদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে চাইবে না। আমরা যারা এখানে আরও লোক আছি, তাদের বেলায়ও একই রকম চিন্তা করবে–কিন্তু পলের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। জুলির মতামত তুমি শুনেছ, এখন তুমি কী ভাবছ, বলো।'

'অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি,' শেনের কথার জবাবে নয়, যেন নিজের মনে আলাপ করছে ধর্মযাজক। 'সব কিছু শুকনো খটখটে হয়ে আছে। ওদের পক্ষে কেবিনে আগুন ধরিয়ে দেয়াটা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয়। বার্ন হাউসটাও। তা হলে আমাদের একদম খোলা জায়গায় পেয়ে যাবে ওরা।' শেনের দিকে তাকাল। 'তাই না?'

'হুঁ। তখন আমরা সবাই মারা যাব গুলি খেয়ে,' স্বীকার করল শেন।

'কিন্তু আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না। সম্ভবত তুমিও চাও না। ওরা মহিলাদের ধরে নিয়ে যাবে, এটাও ভাবতে পারছি না। একমাত্র রিক পলকে ওদের হাতে তুলে দিলে হয়তো এসব থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি মনে হয়, তাও পারব না। তা হলে নিজেদের কাছেই আমরা কাপুরুষ হিসেবে পরিচিত হব।'

'আমিও তোমার মতই ভাবছি, পিট,' নিজের মনের ভাব অকপটে খুলে বলল শেন। 'মনের মধ্যে ভয়াবহ একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে। ওরা ধরে নিয়ে গেছে ফ্লোরাকে, হান্নাকে। তারপর রেফ করে অমানুষিক নির্যাতনের পর মেরে ফেলছে। ছবিগুলো বড্ড বেশি স্পষ্ট হয়ে ভাসছে চোখের সামনে। পিট, আমার মনে হয় না, রিক পলের মত বাজে একটা লোকের জীবন বাঁচানোর জন্যে এতটা মূল্য দেয়া ঠিক হবে।'

ওর কথায় যে কান নেই যাজকের প্রথমে খেয়াল করেনি

শেন। খেয়াল করতে যাজককে দেখল বাইরে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দিয়েছে নদীর দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেনের একটা হাত ছুঁলো। ফিসফিস করে বলল, 'বাইরে অন্ধকারে কেউ নড়াচড়া করছে।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল শেন। দেখল লোকগুলোকে। ঘাসের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে কেবিনের দিকে। আরেকটু কাছে আসতে লোকগুলোকে চিনতে পারল ও। অনুমান মিথ্যে নয়। ইন্ডিয়ান। রিক পলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারটা নাকচ করে দিল মন থেকে। এখন আর কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

চোদ্দ

এক মুহূর্তের জন্যে যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল শেনের। পেটের ভেতর ছুরির ঘাইয়ের মত তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করল। উতেরা তা হলে শেষ পর্যন্ত অ্যাকশনে নেমে পড়েছে। ঘোড়াগুলো চুরি করার জন্যে চুপি চুপি বার্নে হানা দিতে আসছে। সম্ভবত পলের জন্যেও। ওদের নিশ্চয় ধারণা, বার্নের ভেতর পলও আছে।

কজন আসছে ওরা, কে জানে? কাজটা ঠিকমত করতে চাইলে ওখানে যারা আছে, তাদের অর্ধেকের চেয়ে বেশি লোককে আসতে হবে। দু'একজন এসে সুবিধে করতে পারবে না।

ঘাসের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আসছে ওরা হামাগুড়ি দিয়ে। শেন আর তাদের মাঝখানে বার্ন আর খড়ের গাদার আড়াল। সবাইকে এক সাথে দেখতে পারবে না ও। দেখা না-

দিয়ে যত কাছে আসতে পারবে, চুরি করতে তত সুবিধে হবে ওদের। আচমকা ঝাপ্টা মেরে ঘোড়াগুলো নিয়ে ভাগবে। ঢুকে যাবে জঙ্গলের ভেতর। তা হলে ঘোড়া হারিয়ে খোঁড়া হয়ে পড়বে কেবিনের বাসিন্দারা।

কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কেটে গেল চুপচাপ। ধীরে ধীরে হাতের রাইফেলটা তুলে কাঁধে ঠেকাল শেন, গুলি করল। পরমুহূর্তে মনে পড়ল, বার্নের কাছে এক জায়গায় বসে পাহারা দিচ্ছে টনি হাইট, একা। ওর কাছে পিঠে জব লল্যান্ড আছে বটে, কিন্তু ওর ওপর ভরসা করা সম্ভব নয়।

'ইন্ডিয়ান!' চিৎকার করে উঠল ও। দৌড়াতে শুরু করল উঠানের মধ্য দিয়ে। ওর ছোঁড়া গুলিটা সম্ভবত সবচেয়ে কাছে চলে আসা উতেটার গায়ে লেগেছে। আচমকা হুঙ্কার ছাড়ল ইন্ডিয়ান, লাফ দিল ওর দিকে। পরমুহূর্তে ঘুরে ছুটতে শুরু করল নদীর দিকে। আলোর স্বল্পতা এবং নিজেও দৌড়ের ওপর থাকায় ঠিক কী ঘটেছে, বুঝতে পারছে না শেন। তবে ওর মনে হলো, ঘাসের ভেতর লুকিয়ে এগিয়ে আসা উতেরা আবার নদীর দিকে পেছাতে শুরু করেছে।

বিভ্রান্ত বোধ করছে শেন। এটা মোটেও হামলা নয়। ইন্ডিয়ান হামলা এতটা সহজ হয় না। ওরা আসলে চুপি চুপি কাছে এসে নির্বিবাদে কাজ হাসিল করতে চেয়েছে। তা পারেনি বলে এখন লেজ নামিয়ে পিঠটান দিতে শুরু করেছে।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙল ওর। আচমকা টনির চিৎকার ও একই সাথে গুলির শব্দ শুনল সে। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে দেখল, অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে দু'জন উতে। করালের দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছে। প্রথম জনকে সই করে গুলি করল শেন, পড়ে গেল লোকটা। অপরজন ততক্ষণে করালের ভেতর ঢুকে গিয়ে বুনো চিৎকার ছাড়ল। ঘোড়াগুলোকে সন্ত্রস্ত করে করাল থেকে বের করে আনার মতলব।

গুলি খাওয়া ইন্ডিয়ানটার ঠিক পেছনে যে আরেকজন ইন্ডিয়ান ছিল, অন্ধকারে তা টের পায়নি শেন। আচমকা দেখতে পেল ওকে, ছুটে আসছে ওর দিকে। ওর হাতে ছুরির ফলা ঝিকিয়ে উঠল সামান্য আলোয়। ঘুরে দাঁড়াল শেন, ততক্ষণে ছুরিটা ছুঁড়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ান।

ছুরির লাইন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারল না শেন। বাম বাহুতে কামড় বসাল ফলাটা। তবে গেঁথে রইল না, ওপরের দিকে লাগায় চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে। পাত্তা দিল না ও; ইন্ডিয়ানটা কাছে চলে এসেছে ছুঁড়ে দেয়া ছুরির পেছন পেছন লাফিয়ে। রাইফেল হাতে আছে শেনের, তবে গুলি করার সময় পেল না। রাইফেলটাকে লাঠির মত দু'হাতে ধরে আঘাত করল প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়া শত্রুকে। ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ল উতে।

লোকটা বাঁচল কি মরল, দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না শেন। কজনকে মেরেছে, সেটাও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বার্নের কোনায় হুটোপুটি শোনা যাচ্ছে। ওখানে টনি আছে, সম্ভবত ওর সাথেই ধস্তাধস্তি চলছে আরেক ইন্ডিয়ানের। কেবিন হাউসের সামনে থেকে লয়েসের ছোঁড়া গুলির শব্দ শুনল ও। এরপরই জুলির শার্পসের গর্জন। তবে সেগুলো বার্ন থেকে অনেক দূরে আন্দাজে ছোঁড়া। বার্নের কোণার দিকে ছুটে গেল শেন। ভয় পাচ্ছে, দেরি হয়ে গেল কি না। টনির মত একটা ছেলে উতের সাথে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে?

তবে কাছে গিয়ে স্বস্তি বোধ করল ও। টনির সঙ্গে যার ধস্তাধস্তি চলছে, সেও টনির মত এক ইন্ডিয়ান পুঁচকে। তবে পুঁচকে হলেও ওর হাতের ছোরাটা কিন্তু মোটেও খেলনা নয়। ঝিক ঝিক করছে ওটার আগা। ছেলেটা চেষ্টা করছে ওটা টনির পাঁজরে কিংবা বুকে ঢুকিয়ে দিতে। তবে সুবিধে করতে পারছে না। টনি দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে ওর ছুরি ধরা হাতের কব্জি, খিস্তি

আউড়াচ্ছে বিড় বিড় করে।

শেন যখন ওদের কাছে পৌঁছাল, তখন দু'জনের পায়ের দাপাদাপিতে ধুলো উড়ছে জায়গাটায়। গুলি করার ঝুঁকিতে গেল না শেন। রাইফেলের নল দিয়ে মারল ছেলেটার মাথায়। খারাপ লাগল ওর প্রায় বাচ্চা ছেলেটাকে এভাবে মারতে; কিন্তু জানে, ছেলেটার উদ্যত ছুরিটা কিন্তু মোটেও বাচ্চা নয়। ফলাটা ঠিক মত গেঁথে দিতে পারলে, টনি তো টনি, একটা জোয়ান মর্দ ইন্ডিয়ানও কাত হয়ে যাবে।

পেছন থেকে একটা ইন্ডিয়ানের গলা শুনে ঘুরে গেল ও। করালের দিক থেকে এসেছে শব্দটা। মাথায় আঘাত খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটা, এবার উঠে দৌড় লাগাল। পায়ের শব্দে আবার পেছনে ঘুরল শেন। আশ্চর্য হয়ে গেল ইন্ডিয়ান ছেলেটার সহ্যশক্তি দেখে। ছেলেটাকে আহত করার জন্যে মেরেছিল ও। তাই বলে আঘাতটা নেহাত কমজোরও ছিল না। কিন্তু বেমালুম হজম করে ফেলেছে ছেলেটা সে-আঘাত। কেমন দৌড়ে পালাল। যেন কিছুই হয়নি।

অপেক্ষা করল ও। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না আর। ঘুরে করালের দিকে গেল শেন। যে-দুজনকে গুলি করেছিল, তাদের কাউকে দেখা গেল না। ওরা তা হলে মারা যায়নি, স্রেফ জখম হয়েছিল। ফাঁক পেতেই উঠে পালিয়েছে। কিংবা মারা গেলেও ওদের লাশ বয়ে নিয়ে গেছে সঙ্গীরা। ঘোড়াগুলোকে করালেই দেখল। খোয়া যায়নি একটাও। তবে ওগুলোর মধ্যে কিছুটা সন্ত্রস্ত ভাব। গুলির শব্দ আর ইন্ডিয়ানদের হৈ হল্লা সম্ভবত পছন্দ হয়নি জন্তুগুলোর। ওগুলোর সঙ্গে কথা বলল শেন। পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে শান্ত হয়ে এল প্রাণীগুলো।

আবার বার্নের কাছে গেল শেন। বার্নের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে টনি, হাঁফাচ্ছে। 'তুমি ঠিক আছ?' জিজ্ঞেস করল

শেন।

'মনে হয়,' জবাব দিল টনি। তবে ভয় পেয়েছিলাম ভীষণ। ওই ছেলেটা আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল।'

একটু পর লয়েস এলো। 'তোমাদের কেউ চোট পাওনি তো?'

'আমার বাহুতে। সামান্য।' ওকে আশ্বস্ত করল শেন।

নদীর দিকে তাকাচ্ছে শেন ঘন ঘন। ইন্ডিয়ানদের আভাস পাওয়ার চেষ্টা করছে। একটু পর বলল, 'নাহ্, চলে গেছে ওরা।' লয়েসের দিকে ফিরল। 'তোমার গুলিতে কেউ মারা গেছে নাকি, পিট?'

কাঁধ ঝাঁকাল ধর্মযাজক। 'অন্ধকার। ঠিক বুঝতে পারিনি। আর ওরা ভীষণ সেয়ানা। সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ির ওপর ছিল, একটাকেও স্থির টার্গেট হিসেবে পাইনি।'

জুলি হাইট আর ফ্লোরা বেরিয়ে এল, বার্নের দিকে আসছে। ওদের পেছনে ব্রেড ওয়াল আর রিক পল।

হঠাৎ লল্যান্ডের কথা মনে পড়ল শেনের। লোকটা কোথায়? টনিকে জিজ্ঞেস করল, 'ইন্ডিয়ানরা বার্নের ভেতর ঢুকতে পেরেছিল?'

মাথা নাড়ল টনি। 'না। ওদের যখন প্রথম দেখি, তখন আমি বার্নের দুয়ারে দাঁড়ানো। ওদের দেখা মাত্র গুলি করেছি। কিন্তু মনে হয় মিস করেছি। ওদের মধ্যে ছোটটা আমাকে আক্রমণ করে বসে। বাকি দু'জন করালের দিকে গিয়েছিল।'

ততক্ষণে ওদের কাছে চলে এসেছে জুলি ও অন্যরা। বিশাল শরীর নিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড়ে এসে হাঁফাচ্ছে জুলি। কোনমতে কথা বলল, 'টনি, তুমি আহত?' ওর চোখে উদ্বেগ।

'না, আমি ঠিক আছি, জুলি। কোন সমস্যা নেই।'

ফ্লোরার দিকে চাইল শেন। একটা হাত বাড়াল। কাছে এগিয়ে এল ফ্লোরা। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিল শেন। 'আমরা সবাই ভাল আছি, ডার্লিং।

তোমরা কেবিনের ভেতর চলে যাও। সবাই।...ইয়ে, হান্না কোথায়?'

'ও বেড রুমে,' জানাল ফ্লোরা। 'গুলিগোলা শুরু হবার পর থেকে ওখানে আছে।'

'দেখো, ও যেন বাইরে না-আসে।' আস্তে করে ঠেলে দিল ওকে শেন। 'এবার ভেতরে গিয়ে সাপার সেরে নাও। পল, তুমিও যাও, ওয়াল, তুমিও।'

দ্বিরুক্তি না-করে কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল ফ্লোরা। পল ও ওয়াল শেনের কথায় বিভ্রান্তি বোধ করল। ওদের দু'জনের সবার সাথে এক টেবিলে বসে খাবার হুকুম নেই, কিন্তু এখন শেন তা-ই করতে বলাতে বুঝে উঠতে পারছে না আসলে ঘটনাটা কী?

'টনি বলছে, তোমার হাতে নাকি ছুরির ঘাই লেগেছে, শেন,' জুলি বলল। 'তুমিও চলো ভেতরে। দেখি, কতটা কেটেছে?'

'আমি মিনিটখানেক পরে যাব। এখন,' হঠাৎ ঝাঁজিয়ে উঠল শেন। 'তোমাদের আমি ভেতরে যেতে বলেছি, শোনোনি?'

এবার সন্দেহ মুক্ত হলো পল আর ওয়াল। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ওরা কেবিনের দিকে। জুলি নড়ল না। সরু চোখে চেয়ে রইল শেনের দিকে। শেন আবার তাড়া দেবার উপক্রম করতে বলল, 'ব্যাপার কী, শেন? তুমি কি কিছু লুকোতে চাও? বার্নের ভেতর এমন কী আছে যে, তোমাকে একাই দেখতে হবে?'

'হ্যাঁ, আছে। গোটা দশেক ইন্ডিয়ান!' রেগে গেল শেন; পরক্ষণে গলা নামিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'দুঃখিত। আসলে বুঝতে পারছি না, লল্যান্ডের কী হয়েছে। তাই আমি চাই না, ঘটনাটা আমরা জানার আগে হান্না ভেতর থেকে বেরিয়ে আসুক। তোমরা সবাই ভেতরে গিয়ে ওকে বলো যে, সব ঠিক আছে, কোথাও কোন সমস্যা নেই। ইন্ডিয়ানরা পালিয়েছে। তোমাদের সবার কথা বিশ্বাস করবে ও। এর মধ্যে ঘটনাটা কী আমি জেনে নিই।'

'আমার ধারণা, তুমি বুঝতে পেরেছ ওর কী হয়েছে।'

'আমরা তা জানতে যাচ্ছি। আমি আর লয়েস। জুলি, এবার দয়া করে তুমি যাবে?'

ঘোঁৎ করে উঠল জুলি। অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করল। তারপর পেছন ফিরে ধুপধাপ পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল কেবিনের দিকে।

'তোমার ধারণা, ও বার্নের ভেতরে আছে?' জুলি চলে যাবার পর জানতে চাইল লয়েস।

'চলো দেখি,' শেন বলল। 'টনি, তুমি এখানে থাকো। আমার বিশ্বাস, ইন্ডিয়ানরা এখন আর আসবে না। তবু ঝুঁকি নিতে চাই না।'

ওরা দু'জনে গিয়ে বার্নের দুয়ার খুলে ভেতরে ঢুকল। ম্যাচ জ্বেলে দেয়ালে ঝোলানো একটা লণ্ঠন নামিয়ে ধরাল। ডাকল, 'লল্যান্ড।'

কোন জবাব এল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। একটু পর কান্নার মত একটা শব্দ শুনতে পেল। লয়েসের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল শেন। তারপর রানওয়ে ধরে ব্যাকস্টলের দিকে গেল। ওখানে দেখল ওকে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে লল্যান্ড, কান্নার দমকে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল লয়েস। 'কী হয়েছে তোমার, বাছা?'

কোন জবাব দিল না লল্যান্ড, যেন লয়েসের কথা কানেই যায়নি। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল লয়েস 'জব, আমি লয়েস বলছি। কী হয়েছে তোমার বলো তো?'

ঝটকা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল লল্যান্ড। 'একা থাকতে দাও আমাকে। আমি এখান থেকে যাব না। তোমরা কেউ আমাকে নিতে পারবে না।'

'আরে, ও তো দেখছি ভয়েই মারা যাচ্ছে,' অবাক হলো শেন। 'দেখছ না কেমন মুখ গুঁজে রয়েছে? ওর কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা

টান দাও, পিট। ওকে ওর পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দাও।'

লয়েসের সাথে নিজেও হাত লাগাল শেন। দু'জনে দু'বাহু ধরে টেনে তুলল ওকে, স্টলের দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না লল্যান্ড। হাঁটু ভেঙে পড়ল আবার। ঘোড়ার গোবরের ওপর গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠতে সারা শরীরে লেপ্টে ফেলল গোবর। তবু উঠে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। তবে চিবুক গিয়ে ঠেকেছে বুকের সাথে। মাতালের মত ঢুলতে শুরু করল সামনে পেছনে।

ওর দিকে চেয়ে রইল শেন। টনির সাথে ওর তুলনা করছে মনে মনে। বয়সে অন্তত পাঁচ-ছয় বছরের ছোট হবে টনি এর চেয়ে। তবু উতেদের এই আচমকা হামলায় আতঙ্কিত হওয়া দূরে থাক, রীতিমত লড়াই করেছে বড়দের মত।

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল ওর। ওর মুখে সপাটে দুটো চড় হাঁকাবার উদ্দেশে হাত তুলতে গেল। কিন্তু তার আগেই ওর হাত ধরে ফেলল লয়েস। 'না, শেন। মেরো না। তুমি বরং ভেতরে গিয়ে হান্নাকে বলো, ও ভাল আছে। আমি ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি।'

হঠাৎ দুলুনি থামাল লল্যান্ড। মুখটা সামান্য উঁচু করে বলল, 'আমি হান্নাকে দেখতে চাই, আমি ওর কাছে যাব।'

'না,' কঠোর স্বরে বলল লয়েস। 'ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর অবস্থা এখন তোমার নয়।'

চুপচাপ বার্ন থেকে বেরিয়ে গেল শেন। জানে, ওখানে থাকলে লোকটার কাণ্ডকীর্তন দেখে আবার মেজাজ হারাবে। টনির কাছে যেতেই ও জানতে চাইল, 'লোকটা ভেতরে, তাই না?'

'হুঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল শেন। 'শোনো বাছা, তোমার ওপর অনেক সন্তুষ্ট আমি। রীতিমত গর্ব হচ্ছে তোমার জন্যে। জুলি–তোমার দাদিরও।'

নিঃশ্বাস ফেলল টনি। 'আমি ওসব বুঝি না। শোনো শেন,

সত্যি কথা হলো, কিথ স্ট্যাবোর মুখে ইন্ডিয়ানদের হামলার খবর শোনার পর থেকে ভয়ে আধমরা হয়ে আছি আমি।'

'মজার ব্যাপার তো!' হাসল শেন। 'ভয়ে আধমরা হয়ে আছ, আর লড়ছ খোদ শয়তানের মত। ওদিকে আতঙ্কে একদম খরগোসের মত গর্তে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে সারাক্ষণ নিজের সাহসের বড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকা জব লল্যান্ড। আচ্ছা, এখানে থাকো তুমি। আমি ভেতরে গিয়ে পল আর ওয়ালকে পাঠাচ্ছি। ওদের সাপার এতক্ষণে শেষ হয়েছে নিশ্চয়।

উঠান পেরিয়ে কেবিনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ও। হান্নাকে ঠিক কী বলবে ভাবছে। আর এরপর লল্যান্ড কী করে হান্না এবং অন্যদের কাছে মুখ দেখাবে, কে জানে? হতে পারে, কাল সকালে উঠে ও আবার বড় বড় কথা বলে নিজের এরকম আচরণের ব্যাখ্যা দিতে চাইবে। হান্না হয়তো ওর কথায় ভুলবে, কিন্তু অন্যদের কাছে আর পাত্তা পাবে না লল্যান্ড।

দরজায় পা রাখামাত্র ওর কাছে ছুটে এল হান্না। ওর একটা বাহু ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'জব কোথায়, মি. অস্টিন? ও কেমন আছে আমাকে বলো।' পরমুহূর্তে ওর বাম বাহুতে শুকিয়ে আসা রক্তের দাগ দেখে চমকে উঠল, 'অ্যাঁ, ও আহত! তুমি আমাকে বলতে চাইছ না কেন? আমি...আমি ওর কাছে যাব।'

'না, হান্না, তুমি কেবিনের ভেতর থাকবে,' শেন কোমল স্বরে বলল। 'আর ওর কিছু হয়নি। আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারো তুমি।'

হাত ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল হান্না। অবিশ্বাসী দু'চোখ তুলে বলল, 'ওর কিছু হয়নি? সত্যি বলছ তো?'

'সত্যিই বলছি। ওর কিছু হয়নি বাছা।'

'তা হলে আমাকে ওর কাছে যেতে দিচ্ছ না কেন? আমাদের একসঙ্গে থাকতে দিচ্ছ না কেন?' ওর কণ্ঠে সুস্পষ্ট অভিযোগ। 'আমরা এখানে আসার পর থেকে তুমি, মিসেস হাইট এবং

অন্যরাও আমাদের দু'জনকে একসাথে থাকতে দিচ্ছে না। অথচ একজন স্ত্রী ওর স্বামীর সাথেই থাকে সবসময়।'

'না, যখন লড়াই চলে, তখন নয়। আমরা এখন লড়াইয়ের মধ্যে আছি। এসময় একজন মহিলার উচিত ঘরে থাকা এবং পুরুষদের প্রয়োজনমত সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা দেখাশোনা করা।'

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল হান্না, শেনের কথা পছন্দ হয়নি। মুখ ঘুরিয়ে নিল। শেন আবার এগোতে ফিরল। 'ঠিক আছে,' ভাঙা গলায় বলল, 'আমি ঘরে আমার কাজটুকু করব। জব তোমাদের সাথে লড়াই করবে। ও তো সব সময় বলে আসছে, ওকে একটা অস্ত্র দেয়ার জন্যে। একটা অস্ত্র পেলে ও একাই সব ইন্ডিয়ানকে তাড়িয়ে একদম রিজার্ভেশনে নিয়ে যাবে। তুমি তা হলে ওকে একটা অস্ত্র দাও। দেবে তো?'

ইতস্তত করল শেন। মেয়েটাকে সে কীভাবে বলবে যে, ওর ধারণা সঠিক নয়। তবে ব্যাপারটা নিজেই জেনে যাবে ও। সেই ভাল। এ-মুহূর্তে বরং চাপা থাক। পরে ফ্লোরা বা জুলি ওকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলবে। 'ঠিক আছে, ম্যাম। আমরা ওকে অস্ত্র দিচ্ছি। এইবার খুশি তো?'

হান্নার পেছনে দাঁড়িয়েছিল জুলি। এগিয়ে এসে একহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এই কদিন খুব ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে, বাছা। তোমরা আরও বিশ্রাম দরকার। চলো, বেডরুমে যাই।'

ওর সঙ্গে বেডরুমের দিকে চলল হান্না। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে, যেন আশা করছে, শেন ওকে খুশি হয়ে ওঠার মত আরও কিছু বলবে। তবে তেমন কিছু বলল না শেন। ওরা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই কাছে দাঁড়ানো রিক পল আর ব্রেড ওয়ালের দিকে চাইল। 'টনিকে বাইরে রেখে এসেছি। তোমরা দু'জনে গিয়ে ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

আমিও আসছি একটু পর। তার আগে দেখি, ফ্লোরা আমার কাটা বাহুটা কতটা মেরামত করতে পারে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল দু'জনে। ওদের চোখে কৌতূহল। জব লল্যান্ডের কী হয়েছে জানতে চায়। তবে কোন প্রশ্ন করল না। শেনের হাত ধরে ওকে কিচেনে নিয়ে গেল ফ্লোরা। ওকে বসিয়ে স্টোভ থেকে গরম পানি, পরিষ্কার এক টুকরো ন্যাকড়া আর এক বোতল হুইস্কি নিল।

ওর জামা খুলে নিয়ে ক্ষতস্থানটা গরম পানিতে ভাল করে ধুয়ে ওটার ওপর পুরো বোতল হুইস্কি ঢালল। তারপর ন্যাকড়া দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দিল ভাল করে।

কাজ শেষ করে ওর পাশে এসে বসল ফ্লোরা। 'হান্না একদম বাচ্চা একটা মেয়ে। অনেক দূর পাড়ি দিয়ে এসে ভীষণ পরিশ্রান্ত। ঠিকমত খেতেও পারেনি অনেকদিন। অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও। ওর কী অবস্থা হবে বলো তো?'

'জানি না কী হবে? ওদের দু'জনেরই।' বার্নের ভেতর লল্যান্ডকে কী অবস্থায় দেখে এসেছে ফ্লোরাকে বলল শেন। 'হান্না যখন জানতে পারবে, তখন কী হবে কে জানে? ওকে আর বিশ্বাস করতে পারবে না মেয়েটা। ঘৃণা করবে, তাই না?'

'আমি জানি না,' মাথা নাড়ল ফ্লোরা। 'জুলি হান্নাকে আদর করে, ওর সুবিধা-অসুবিধার দিকে কড়া নজর রাখে—জবকে ওর কাছেই ভিড়তে দেয় না। কিন্তু আমার মনে হয় না, হান্না ব্যাপারটা পছন্দ করে। ও আসলে জবকে ছাড়া থাকতে চায় না।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল ওরা। কেউ কথা বলল না—দুজনেই হান্না আর লল্যান্ডের কথা ভাবল সম্ভবত। শেষে শেন বলল, 'তোমার বাবা তোমাদের র‍্যাঞ্চটা লল্যান্ডের কাছে বেচে দিতে চায়।'

বিতৃষ্ণার সাথে মাথা নাড়ল ফ্লোরা। 'আমি শুনে মোটেই অবাক হচ্ছি না। হান্নাকে বলে দেব, জায়গাটার ফুটো পয়সা

দামও নেই। এমনকী যখন কেবিন হাউসটা ছিল তখনও না। ইতস্তত করল একটু, তারপর শেনের চোখে চোখ রাখল। 'ওরা এরপর কী করবে, শেন? এ-অবস্থা কখন কাটবে, বলো তো?'

জবাব দেবার আগে একটু ভাবল শেন। তারপর বলল, 'ওরা চালাক, ফ্লোরা। অসম্ভব চালাক। আমরা যতটা মনে করি, তারচে' অনেক বেশি। আজ ওরা জনাকয়েক আমাদের সামনে এসেছিল। আমার মনে হয়, বাকি অর্ধেক আড়াল থেকে আমাদের ওপর চোখ রেখেছে। আমরা যদি ওদের পিছু ধাওয়া করে যেতাম, ওরা সুযোগ পেয়ে যেত। ঠিক এভাবেই ফাঁদটা পেতেছিল। সামনে-পেছনে দু'দিক থেকেই আক্রান্ত হতাম আমরা কেবিন থেকে নড়লে। এই ফাঁকে করাল থেকে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত ওরা, সম্ভব হলে পলকেও ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু আমি ওদের ফাঁদে পা দেইনি।'

একটা হাত তুলে মুখ মুছল শেন। অন্য হাতটা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে এখন। ছোরার আঘাতে বাহু কেটে যাওয়ায় প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ও। ক্লান্তিবোধ করছে এখন। দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে। 'জানি না, ওরা কখন ফিরে যাবে, নাকি আরও লোক এসে শক্তি বাড়াবার জন্যে অপেক্ষা করবে।' হাই তুলল শেন, 'ডার্লিং, আমি একটু ঘুমাতে চাই।'

ফ্লোরাকে আলতো করে চুমু খেল শেন। 'আমি পিটার লয়েসের সঙ্গে কথা বলেছি। বলেছি, আমরা দু'জনে বিয়ে করতে চাই। শীঘ্রই। তুমি কী বলো? চাও না?'

লাজুক হাসল ফ্লোরা। 'আমিও চাই, শেন। শীঘ্রই।'

ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরোল শেন। আচমকা হতাশা বোধ করতে লাগল। ও জানে না, ইন্ডিয়ানদের এই অবরোধ আর কতদিন? ওরা কি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে? পিটার লয়েস ছাড়া তো নির্ভর করার মত এখানে আর কাউকে পাওয়া যাবে না শেষ পর্যন্ত।

পনেরো

মাঝরাতে শেন আর ব্রেড গিয়ে পাহারার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল লয়েস আর টনিকে। ওয়ালকে ক্লান্ত, বিমর্ষ দেখাচ্ছে। দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে ওর ঘুমে। কিন্তু শেনের ভয়ে বিনা প্রতিবাদে রাইফেল হাতে গিয়ে বসল ও।

'কিছু ঘটেছে নাকি, লয়েস?' জিজ্ঞেস করল শেন।

'ন্ নাহ্,' জবাব দিল ধর্মযাজক।

টনি বার্নে গিয়ে ঢুকল, তবে লয়েস সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল না। শেনের কাছে দাঁড়িয়ে চিবুক চুলকাচ্ছে সে। শেষে বলল, 'একটা কথা, শেন। ব্যাপারটা হাস্যকর শোনাতে পারে তোমার কাছে। কিন্তু সন্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত এক অস্বস্তিকর সময় কাটাচ্ছি আমি। যেদিকে তাকাই, অন্ধকারে প্রত্যেকটি ছায়াকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন একজন উতে। দাঁড়িয়ে আছে ছুরি হাতে, আমার অপেক্ষায়, যেন সুযোগ পেলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর। তা ছাড়া অনেক ধরনের শব্দ শুনেছি। এর কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক, বুঝতে পারিনি।'

অন্ধকারে যাজকের মুখের ভাব দেখতে পাচ্ছে না শেন, তবে কথার ধরনে বুঝতে পারছে, কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে ওর। বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, পিট? তোমার তো শুধু শুধু ভয় পাওয়ার কথা নয়। সত্যি সত্যি কিছু দেখেছ নাকি?'

'এখন মনে হচ্ছে দেখেছি। ঘণ্টাখানেক আগে, খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে বসেছিলাম। কিছু একটা ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে

হলো, পাশ দিয়ে দ্রুত কিছু একটা চলে গেল করালের দিকে। এমন আচমকা যে, বুঝে উঠতে পারিনি, জিনিসটা আসলে কী? পরক্ষণে মনে হলো, আদৌ কিছু কি না। শেষে ভাবলাম, হয়তো মনের ভুল। ইন্ডিয়ান টিন্ডিয়ান নয়।'

'টনিও কি শুনেছে?'

'নাহ্।' একটু থামল লয়েস। 'কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। ও আমার কাছ থেকে একটু দূরে ছিল, কেবিনের চারপাশটা ঘুরে আসতে গিয়েছিল।'

'আমি বা ব্রেড নই,' চিন্তিত স্বরে বলল শেন। 'লল্যান্ডও হওয়ার কথা নয়—ভয়ে আধমরা হয়ে আছে ও, বার্ন থেকে বেরোনোর প্রশ্নই আসে না। পলও নয়। কারণ উতেদের টার্গেট ও, রাতে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করার মত বোকামি সে করবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লয়েস। 'তা হলে হয়তো মনেরই ভুল। আসলে এখন এমন এক পরিস্থিতি, একটার পর একটা ঘণ্টা যেন আরও ভীষণতর হয়ে চেপে বসছে বুকের ওপর। আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোই, তখন এমনটা ভাবিনি যে, সব কিছু সহজ সরল ও নিরাপদে ঘটবে। কিন্তু তাই বলে এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির কথাও চিন্তা করিনি।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বেচারা ন্যাট! জানি না, ওর আর অন্য শ্বেতাঙ্গদের ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

'আমরা জানি,' মৃদুস্বরে বলল শেন।

'আমারও তা-ই ধারণা। তবু বিশ্বাস রাখতে চাই, ওরা বেঁচে আছে।'

ধীরে ধীরে বার্নের দিকে হাঁটতে শুরু করল যাজক। শেন করালের চারদিক ঘুরে এসে খড়ের গাদার দিকে গেল। লয়েসের আশঙ্কা ওকেও প্রভাবিত করতে চাইছে এখন। মনে হচ্ছে, প্রতিটি ছায়া যেন এক একজন ইন্ডিয়ান, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে, যে কোন মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে।

আধ ঘণ্টা পরপর ওয়ালকে চেক করল ও। প্রতিবারই সজাগ

পেল ওকে। শেষ বার যখন গেল বুড়ো মাছশিকারী ওর কাছে অকপটে স্বীকার করল যে, পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না ওর কাছে, আর ও ভয় পাচ্ছে। ব্রেড আশঙ্কা করছিল, ওর কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠবে ওর হবু জামাই। ওকে ভীরু, কাপুরুষ বলে গালাগাল করবে। তবে সেরকম কিছু ঘটল না। বরং পরম স্বস্তির সঙ্গে শেনকে বলতে শুনল, ও নিজেও নাকি ভয় পাচ্ছে এবং ভয় পাওয়াটা নাকি ভাল জিনিস। কারণ ভয় পেলেই নাকি মানুষ সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করে। আর সতর্ক থাকলে অনেক বিপদ-আপদ এড়ানো যায়। তবে শেন এও বলল, 'ইন্ডিয়ানরা রাতের বেলায় সাধারণত যুদ্ধ করে না।

'সকালে আমি পল আর লল্যান্ডকে নিয়ে আসব। আর ঘণ্টাখানেক পরে চারদিক ফর্সা হয়ে উঠবে। ইন্ডিয়ানরা অবশ্য তখন একটা সুযোগ নিতে পারে। আমরা সে জন্যে তৈরি থাকব।'

বাকি রাতটা কাটাল ওরা টহল দিয়ে। মাঝে মাঝে থামল শেন। কান পাতল রাতের বিভিন্ন স্বাভাবিক শব্দ ছাপিয়ে অস্বাভাবিক কিছু শোনা যায় কি না পরখ করার জন্যে। আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করল। এরই মধ্যে নিজের লোকদের নিয়ে ভাবল সে। লল্যান্ড দম্পতি আর রিক পলের কথা ভাবতে গিয়ে আচমকা বিতৃষ্ণা বোধ করল। ওরা তিনজন ওর পরিকল্পনার বাইরে। বিনা নোটিশে এসে চেপে বসেছে ঘাড়ে। তিনজনের কেউই কোন কাজে আসছে না ওর সীমিত রসদে ভাগ বসানো ছাড়া। ওদের ঘোড়াগুলো ওর কষ্টে সঞ্চিত খড়ের স্টক কমিয়ে দিচ্ছে।

পলের কাছে একটা অস্ত্র আছে, লোকটা ওটার ব্যবহারও অবশ্য জানে। তবে শেনের তা দরকার ছিল না। এমনিতে হয়তো উতেদের হামলার ভয় ছিল–তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো নাও হতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ আশাও ছিল ওর মনে। কিন্তু এখন পলের আগমনে তা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। স্বার্থপর লোভী দোকানদারের জন্যেই সবাই এখন বিপদের মধ্যে আছে। যেদিক

থেকেই দেখা যাক, ওর উপস্থিতি ছাড়া বাকিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার নিশ্চিত কোন আশঙ্কা ছিল না।

তবে এখন এখানে সবাই বিপন্ন। শেন এমন বিপদের মধ্যেও এদের আশ্রয় দিয়ে হয়তো মহত্ত্বের কাজ করেছে। কিন্তু মহত্ত্ব আর কতদূর দেখানো যায়? নিজেকে বিপন্ন করে অপরকে সাহায্য করার মত মহত্ত্ব দেখানো কোন কাজের কথা নয়। মানুষকে আগে নিজে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হয়। তারপর পরের দিকে নজর দেয়া যায়। আবার কেবল নিজেই যারা বাঁচতে চায়, তাদেরও মানুষ বলা যায় না–ওটা পশুর প্রবণতা, বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান মানুষের নয়।

পিটার লয়েস যাজক মানুষ। শেনের এই কাজকে সে বাহবা দিয়ে বলবে, সে সঠিক কাজটাই করছে। কিন্তু জব লল্যান্ড আর তার স্ত্রীর মত দুই অপোগণ্ডের দায়িত্ব নিতে রাজি নয় ও। মাত্র কৈশোর পেরোনো এই দু'জন দুনিয়ার কিছুই বোঝে না, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছেড়ে এসে তার ওপর চেপে বসেছে। আর রিক পলের মত দুর্বৃত্তের জন্যে নিজের প্রাণ হারানোর মধ্যে তেমন কোন মহত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছে না ও।

কিন্তু শেন যতই বিতৃষ্ণা বোধ করুক, ওরা এখন তারই হেফাজতে–এটাই হলো বাস্তবতা। ওর খাবারে ওরা যতই ভাগ আর ওদের ঘোড়াগুলো ওর মূল্যবান খড়ের গাদা যতটাই খসাক, সে তাতে আপত্তি করতে পারবে না। এমনকী, রিক পলকে উতেদের হাতে তুলে নিজেদের বিপন্মুক্তির ব্যবস্থা করাটাও আর সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। উতেদের পক্ষ থেকে একশো ভাগ গ্যারান্টি পাওয়া গেলেও না।

পুবদিকের পাহাড়গুলোর চুড়ো থেকে জমাট অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে, দেখল শেন। উতেরা রাতে আর হামলা করেনি দেখে কৃতজ্ঞতা বোধ করল। কিন্তু এখন এই ভোর হবো হবো সময়টাই মারাত্মক। উতেরা ঠিক এই সময়টাকে হয়তো আক্রমণের আদর্শ

সময় হিসেবে বেছে নিতে পারে। কেবিনের অধিবাসীদের জন্যে সর্বোচ্চ সতর্কতার সময় হওয়া উচিত এখনই।

খড়ের গাদার চারপাশ ঘুরে এসে বার্নের দিকে গেল ও। সতর্কতা সত্ত্বেও ওর মধ্যে একটা আশা জাগছে ধীরে ধীরে। উতেদের একটা হামলা ব্যর্থ হয়েছে। একজন কি দু'জন লোক হারিয়েছে ওরা। আজকের দিন ও রাতটা যদি কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারে ওরা, তা হলে কাল আর পরিস্থিতি অতটা ভয়ঙ্কর নাও হতে পারে।

তখন বেঁচে যাবার একটা আশা করতে পারবে ওরা। পোর্ট সীম থেকে সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারী দলটা কাল শুক্র কিংবা পরশু শনিবার এসে পড়তে পারে। তারা এলে উচ্ছৃঙ্খল উতেরা তখন গা বাঁচাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠবে। নোশুয়ার মত উতে নেতারা পিঠটান দিয়ে রিজার্ভেশনে গিয়ে ঢুকবে। উদ্ধারকারী বাহিনীর সাথে লড়াই করার দুর্বুদ্ধি চাপবে না মাথায়। এঁটে উঠতে পারবে না।

মনে মনে তেতো হাসি হাসল শেন কল্পনার বহর দেখে। যা ভাবছে, তা স্রেফ ভাবনাই। সত্যি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। উদ্ধারকারী বাহিনী আগামীকাল বা পরশু এসে পড়তে পারে, এটাও কেবল অনুমান কিংবা আশাবাদ। ওরা আসবে, তবে সেটা এক সপ্তাহ পরেও হতে পারে। এদিকে উতেরা একদম দোরগোড়ায়। যে কোন মুহূর্তে আবার হামলে পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ওরা, কে জানে?

উতেরা কেবিনে হামলা না-করে যদি ওদের অবরোধ করেও রাখে, তাতেও বিপদ কমবে না তাদের। শেনের একজনের জন্যে সঞ্চিত খাবার এখন আটজনে মিলে খাচ্ছে। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে রসদ। এদিকে খড়ের স্টকেও টান পড়তে পারে। উতেরা আক্রমণ না করে কেবল বসে থাকলেই হবে, শেষ পর্যন্ত না-খেয়ে মরতে হবে কেবিনের সবাইকে। নোশুয়া ও তার বাহিনী এসব না-

বোঝার মত আনাড়ি নিশ্চয় নয়। তারা এক সময় ক্ষুধায় কাতর কেবিনবাসীদের দুর্বলতার সুযোগ নেবে।...তবু, আশা করতে দোষ কী, ভাবল শেন।

তবে সত্যি হলো, যে কোন কিছুই ঘটতে পারে। এখন তাদের মধ্যে যে একাত্মভাব, এটা নাও থাকতে পারে। জুলি হয়তো রেগেমেগে নাতিকে নিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে যেতে পারে আর জব, লল্যান্ড কী করবে সে-ই জানে।

বার্নে ঢুকে প্রথমে পলকে পেল ও। ধাক্কা দিয়ে জাগাল ঘুম থেকে। রাইফেল নিয়ে বাইরে যেতে বলল। আরও ভেতরে গেল। লল্যান্ডকে খুঁজছে। কোথাও দেখল না ওকে। বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল। পলের কাছে গিয়ে বলল, 'লল্যান্ড নেই ভেতরে। কখন বেরিয়েছে?'

'আমি জানি না,' বলল পল। 'আমি আসলে ওকে খেয়ালও করিনি। বার্নে ঢুকে মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

কেবিন হাউসের দিকে গেল শেন। আকাশের দিকে তাকাল। নিষ্প্রভ হয়ে আসছে তারাগুলো। আকাশের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। নিকষ কালোয় আলোর আভাস। ভোর হয়ে আসছে। মেঘের আনাগোনা নেই, আজ বৃষ্টি নাও হতে পারে, ভাবল। তবে শীত লাগছে ওর। ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাতে চাইছে শরীরে। প্রথম তুষারপাত শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

আবহাওয়া বিষয়ক চিন্তাটা মাত্র এক মুহূর্ত স্থায়ী হলো শেনের মনে। পরক্ষণে লল্যান্ডের কথা ভাবল। কোথায় গেল অপদার্থটা। লোকটা নিজের ইচ্ছায় বার্ন থেকে বেরিয়ে গেছে, এটা বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর; আবার কেউ এসে জোর করে বের করে নিয়ে যাবে, তাওবা কী করে হয়? তা হলে কোথায় গেল।

এটা হতে পারে, ও হয়তো বাড়ির ভেতরে ঘুমোচ্ছে। কিংবা কিচেনে। জুলি থাকতে চিন্তাটা অবাস্তব–তবে একদম অসম্ভবও নয়। লল্যান্ডকে কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই। হান্নার সাথে

ঘুমোবার জন্যে যেরকম ব্যগ্র হয়ে উঠেছে ও। তা ছাড়া হান্নার দিক থেকেও প্রশ্রয়ের অভাব নেই।

পেছন দরজা দিয়ে কিচেনে ঢুকল ও। ভোরের আলোয় এখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না–তবে শেন বুঝতে পারল, ভেতরে কেউ নেই। কিচেন খালি।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শেন। কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কোথায় যেতে পারে লল্যান্ড? তা ছাড়া যাবেই বা কেন? কেবিন হাউসের চেয়ে বেশি নিরাপদ জায়গা এখানে আর কোথায়?

বিরক্ত লাগছে ওর। লল্যান্ডের মত একটা উটকো আপদকে নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু না-করেও পারা যাচ্ছে না। কারণ, যেভাবেই হোক, লোকটা তার কেবিনে ছিল এবং তার কেবিন থেকে গায়েব হয়ে গেছে। না-চাইলেও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতেই হচ্ছে ওকে।

আবার বার্নে গিয়ে খোঁজার কথা ভাবল শেন, পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। ওর মনে হলো, কেবিন ছেড়ে কোথাও যায়নি লল্যান্ড, কেবিন হাউসেই আছে ও। যে করেই হোক, জুলির চোখ এড়িয়ে বেডরুমে গিয়ে ঢুকেছে হান্নার সাথে ঘুমোনোর জন্যে। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল শেনের। বেডরুমে হান্না নিশ্চয় ফ্লোরার সাথে ঘুমোচ্ছিল। ওখানে গিয়ে...বাকিটা চিন্তা করতেও রুচিতে বাধল ওর।

কিচেন থেকে দ্রুত পায়ে সামনের রুমের দরজায় এল ও। নির্লজ্জ, বকোয়াজটাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করল।

ওর পায়ের আওয়াজ পেতেই ধড় মড় করে শোয়া থেকে উঠে বসল জুলি। 'কে?' বাজখাঁই গলায় শুধোল।

'আমি, জুলি।'

'তুমি! এ সময়ে এখানে ঢুকেছ? তুমি জান না মেয়েরা যেখানে ঘুমায়, সেখানে এমন হুটহাট করে...'

'আহ্! থামো তো!' ধমকে উঠল শেন। 'এখানে এই সময়ে অকারণে ঢুকিনি। ওঠো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তাড়াতাড়ি বেডরুমে যাও। দেখে আসো, লল্যান্ড ওখানে আছে কি না। ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমার পরনে কেবল নাইট গাউন,' আপত্তি জানাল জুলি। 'তোমার সামনে এ-অবস্থায় বেরোই কী করে? তা ছাড়া আমি জানি, ও সেখানে নেই। ওখানে ঢুকতে চাইলে ফ্লোরা ওর চোখ খুবলে নেবে।'

ও নিশ্চয় তা-ই করবে,' একমত হলো শেন। 'কিন্তু ও ঘুমিয়ে থাকলে টের পাবে কী করে?' এক পা পিছিয়ে গেল শেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এবার গিয়ে দেখে আসো।'

খাটের কিনারায় বসে হাই তুলল জুলি। বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে আছে ওর। ভোর রাতের আরামের ঘুমটা হারাম করে দিয়ে শেনের এই হাঙ্গামার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না।

'ও কোথায় গেছে, তা নিয়ে তুমি এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন বুঝতে পারছি না। ও চলে গেলে কার কী আসে যায়?'

'একজনের আসে যায়। তুমি হান্নার কথা ভুলে গেছ। ও হান্নার স্বামী। ও হারিয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে প্রশ্ন তুলবে মেয়েটা। কোথায় গেছে, কী হয়েছে—এসব জানতে চাইবে। সেটাই স্বাভাবিক। কী জবাব দেবে ওকে?' একটু থামল শেন। 'তা ছাড়া ও পালাবেই বা কেন? এখানে তো ও নিরাপদ। আর এও জানে, বাইরে বেরোলে উতেদের হাতে গিয়ে পড়বে।'

ঘুম উবে গেল জুলির চোখ থেকে। শেন কী বলতে চাইছে, মাথায় ঢুকেছে। উঠে বেডরুমের দিকে গেল। দরজা খুলে উঁকি দিল ভেতরে। তারপর পিছিয়ে এল। দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'ও ওখানে নেই। আমি জানতাম, থাকবেও না। কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে।' একটু থেমে চিন্তা করল মহিলা। তারপর বলল 'শেন, একটা কথা মনে পড়ছে আমার। আমার স্বামী মাঝে

মধ্যে পাহাড়ে-পর্বতে হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়া প্রসপেক্টরের গল্প করত। আনাড়ি প্রসপেক্টরদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটত। হুট করে গায়েব হয়ে গেছে অনেকে। অনেকে নাকি বোধবুদ্ধি হারিয়ে পাগল হয়ে গেছে। অন্ধের মত ছুটে চলে গেছে একদিকে, আর ফেরেনি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ যে, লল্যান্ড ওই রকম পাগল টাগল হয়ে একদিকে চলে গেছে?' গম্ভীর স্বরে বলল শেন।

'ঠিক তা নয়,' আমতা আমতা করল জুলি। 'তবে ওইরকম কি হতে পারে না? প্রথমদিন ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছে, ছেলেটা মেরুদণ্ডহীন, গর্দভ। মেয়েটা বাড়ির জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পালিয়ে এসে ওকে বিয়ে করেছে। তবে আমার মনে হয়, উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলোয় এসে পড়েছে।'

'ইচ্ছে হলে আবার শুয়ে পড়তে পার।' বাইরের দিকে পা বাড়াল শেন। 'ওকে খোঁজার কোন গরজ বোধ করছি না আমি। তবে অস্বীকার করছি না, চিন্তা হচ্ছে।' সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ব্রেডকে ডাকতে ডাকতে বার্নের কাছে গেল।

ঘরের একপাশ থেকে বেরিয়ে এল ব্রেড ওয়াল। 'কী ব্যাপার? চেঁচাচ্ছ কেন? কোন সমস্যা?'

'হ্যাঁ, ব্রেড। সমস্যা একটা হয়েছে,' বলল শেন। 'জব লল্যান্ডকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। কোথায় জানি চলে গেছে। গতকাল তোমার সঙ্গে ওর অনেক কথা হয়েছিল দেখেছিলাম। ওর সম্পর্কে এখানে সবার চেয়ে বেশি জান তুমিই...'

'ব্যস ব্যস।' গোমড়া মুখে ঘোঁৎ করে উঠল ওয়াল। 'এবার তোমার ঘোড়ার লাগামটা সামলাও। ও যদি এখান থেকে নিজের ইচ্ছায় চলে যায়, তা হলে আমার কিছু করার নেই। আর ওর সম্পর্কে আমি যা জানি, তোমরাও তা জান।'

'গলাটা একটু নামাও, ব্রেড,' পাল্টা ঝাড়ি দিল শেনও। 'মুখটাকে একটু বিরাম দাও। গতকাল তোমরা কীসের এত কথা

বলছিলে?'

রাইফেলটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিল ব্রেড। ঢোক গিলল বারকয়েক। কেশে গলা পরিষ্কার করল। মুখ খুলতে গেল, যেন শেনের কথার জবাব দিতে যাচ্ছে। শেনের দিকে আড়চোখে চেয়ে থেমে গেল। যেন ভয় পাচ্ছে, সত্যি কথা বললে আবার শেনের বকা শুনতে হয় কি না।

শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলে ফেলল, 'তেমন কিছু নয়। জবের ইচ্ছে, এখানে জমি কিনে সেটলড হবে। আমি তাকে আমার জমিটা বেচার প্রস্তাব দিয়েছি। কারণ আমি আর এখানে থাকছি না। শুনেছি, তুমি আর ফ্লোরা বিয়ে করবে। বিয়ের পর তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে রাখবে না, তাও জেনেছি। আমি অবশ্য সে জন্যে দোষ দিচ্ছি না তোমাদের। কোন তরুণ দম্পতিই চাইবে না, তাদের চারপাশে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী এসে ঘুর ঘুর করুক। আমি ওকে র‍্যাঞ্চটা পাঁচশো ডলার পেলে বেচে দেব বলেছি। নেহাৎ সস্তা। তুমিও জানো, এর দম যা বলেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি।'

'তুমি কি তাকে বলেছ যে, উতেরা তোমার কেবিনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে?'

'না।' শরীরের ভর পাল্টাল ব্রেড। 'আসলে আমি জানি না, ঠিক তা-ই ঘটেছে কি না।'

'তা হলে সে হয়তো তোমার র‍্যাঞ্চে গেছে জায়গাটা ভাল করে দেখে আসতে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ?' মুখ বাঁকাল ব্রেড। 'ও আস্ত ভীতুর ডিম। বার্নের চারদিকে আগুন দিলেও তো ও ভয়ে বার্ন ছেড়ে বেরোতে চাইবে না।'

ঘুরে বার্নের দিকে হাঁটতে শুরু করল শেন। ভুল বলেনি ব্রেড। বার্নের ভেতরের নিরাপত্তা ছেড়ে কোনমতেই বাইরে যাবার লোক লল্যান্ড নয়। তবুও ঘটনা হলো, ও বার্নে নেই। ভেতরে গিয়ে

এবার লয়েসকে ঘুম থেকে জাগাল ও। বেরিয়ে এল ওরা। যাজকের চোখে এখনও ঘুমের রেশ, দু'হাতে চোখ কচলে ঘুম কাটাবার চেষ্টা করছে ও। লল্যান্ডের হঠাৎ উধাও হওয়ার কথা বলল ওকে শেন।

মুখ ধোবার জন্যে ওয়াটার ট্রাফের দিকে গেল লয়েস। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিতে দিতে ঘাড় ফেরাল। বলল, আমি দুঃখিত, শেন। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে আমার। মনে হচ্ছে, কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে ভেতরে।' সোজা হয়ে দু'হাতে মুখ মুছল। তারপর পায়চারীর ভঙ্গিতে হাঁটল কয়েক পা। মুখ দেখে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে যাজক। পরে মুখ ফেরাল শেনের দিকে। 'এখন মনে পড়ছে। গতরাতে জব সম্ভবত কিছু একটা বলতে চেয়েছিল আমাকে। মনে হচ্ছে, এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথাই বলেছিল। ও নাকি এখানে ইন্ডিয়ানদের হামলায় প্রাণ হারাতে আসেনি। ওকে ভীষণ ভীত আর বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। ও আসলে আবোলতাবোল কথা বলছিল। তাই খুব একটা কান দিইনি ওর কথায়। এখন মনে হচ্ছে দেয়া উচিত ছিল। সে যা করবে বলেছিল, ঠিক তা-ই করেছে।'

'কিন্তু এ তো স্রেফ বোকামি। ও তো ধরতে গেলে আত্মহত্যাই করেছে। আমি জানি, মানুষ ভয় পেলে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে।'

'আমার মনে হয়, ঠিক তা-ই ঘটেছে। মানসিকভাবে দুর্বল যারা, তারাই অমন কাণ্ড ঘটায়। কিন্তু আমি ভাবছি ওর শেষ পর্যন্ত কী অবস্থা হবে। উতেদের হাত এড়াতে পারলেও নিজের আতঙ্কেই শেষ হয়ে যাবে ও।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস, পিট।'

'শেন,' ওয়ালের উত্তেজিত গলা শুনল ওরা। 'এদিকে আসবে? মনে হচ্ছে লল্যান্ডের মত কাউকে দেখা যাচ্ছে ওখানে!'

একই সাথে দৌড়ে ওয়ালের কাছে গেল ওরা। এখনও সূর্য

ওঠেনি ভাল করে। কেবিন থেকে নদী পর্যন্ত কুয়াশা বিছিয়ে আছে পাতলা সাদা চাদরের মত। তবু নদী এবং কেবিনের মাঝামাঝি জায়গায়, শেনের মনে হলো, কাপড়-চোপড় পোটলার মত পড়ে আছে কিছু একটা। ভাল করে তাকাতেই বোঝা গেল, কাপড়চোপড়ের পোটলা নয়–ওটা একটা মানুষের ভূপাতিত শরীর। কার শরীর সেটা আর বলে দেবার দরকার হলো না। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা বাঁকাচোরা শরীরটা জব লল্যান্ডের।

'আমি যাচ্ছি,' আচমকা বলে উঠল লয়েস। 'ওকে নিয়ে আসতে হবে ওখান থেকে।'

'না!' প্রায় ধমকে উঠে যাজককে নিষেধ করল শেন। 'গাধামি করতে যেয়ো না।' ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

'বুঝতে পারছ না, ও হয়তো বেঁচে আছে এখনও। চেষ্টা করলে সারিয়ে তোলা যাবে। তা ছাড়া মরে গেলেও ওকে ওখানে ফেলে রাখতে পারি না আমরা। হান্না ওকে দেখা মাত্র ছুটে যাবে এবং সেও মারা যাবে উতেদের গুলি খেয়ে। শেন, এখনও দিনের আলো ফোটেনি ভাল করে। ওকে নিয়ে আসার এখনই সময়। উতেরা টের নাও পেতে পারে।'

ঝাঁকি দিয়ে শেনের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল লয়েস। কিন্তু ওকে শক্ত করে ধরে রাখল শেন। দ্রুত চিন্তা করছে ও, পরিস্থিতি বিচার করছে। লল্যান্ডের এই পরিণতিতে খারাপ লাগছে ওর। কিন্তু ওর জন্যে এরচে' ভাল আর কীই বা আশা করা যেত। কাণ্ডজ্ঞানহীন উদ্ধত লোকটার উচিত হয়নি এ-পরিবেশে আসা। কিন্তু কথা হলো, যেভাবেই হোক, লোকটা ওর আশ্রিত। ওকে এভাবে বেওয়ারিশ ফেলে রাখা যায় না। এখনও যদি বেঁচে থাকে, তা হলে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে। বিনা চেষ্টায় মরতে দেয়াটা হবে অমানবিক। আর মরে গেলে সৎকারটা নিশ্চয় প্রাপ্য ওর।

এ ছাড়া ভুল বলেনি লয়েসও। স্বামীকে এভাবে পড়ে থাকতে

দেখলে কোন স্ত্রীই স্থির থাকতে পারবে না। হান্নারও দেখে সহ্য হবে না। মেয়েটা ছুটে যাবে স্বামীর কাছে, কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। আর ওখানে খোলা জায়গায় পেলে উতেরা খুন করবে তাকেও।

শেন বুঝতে পারছে, লল্যান্ডকে কেবিনে নিয়ে আসতে হবে। জীবিত অথবা মৃত যে রকমই হোক। আর কাজটা করতে হবে ওকেই। কারণ দায়িত্ব ওর, লয়েসের নয়। হাত ছেড়ে দিল ও লয়েসের। 'না, তোমাকে যেতে হবে না, পিট। আমি যাচ্ছি। এটা আমার দায়িত্ব।'

'কী?' আঁতকে উঠল লয়েস। 'তুমি যাবে? পাগল নাকি তুমি! তোমাকে কোনভাবেই যেতে দেয়া যাবে না। আমি গেলে...আমি মারা গেলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তুমি জান, তোমার ওপর কতজন নির্ভর করে আছে?'

লোকটার এই কথাও সত্যি। জানে শেন। কিন্তু জানলেও, তাকেই যেতে হবে। ওর সাথে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাইল না ও। মনস্থির করে ফেলেছে। লল্যান্ডকে আনতে হলে এখনই যেতে হবে। দিনের আলো এখনও অস্পষ্ট। কুয়াশার পাতলা চাদর বিছানো চারদিকে। উতেরা হয়তো খেয়াল নাও করতে পারে।

ওর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঘুরল লয়েস। ভাবল, ওকে বোধ হয় যেতে দিতে রাজি হয়েছে কেবিন মালিক। ছোটার জন্যে তৈরি হতেই চিবুকে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। আচমকা মারে হতভম্ব হয়ে পড়ল। ধাতস্থ হবার আগেই শেনকে ছুটতে দেখল সে। ওয়ালকে ডেকে বলতে শুনল, 'ও যেন আমার পেছনে না আসতে পারে, খেয়াল রাখো, ব্রেড। ওকে আটকে রেখো।'

ঘেসো জমির ওপর দিয়ে কোণাকুণি ছুটল ও। দশ কদমও যায়নি, এ-সময় গুলির শব্দ পেল। নদীর ওপারের উইলো বন থেকে এসেছে। চোখে আগুনের ঝলকানি দেখল। গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পুরো উপত্যকায়।

পেছন থেকে ব্রেডের বাজখাঁই গলা এসে ধাক্কা মারল ওর কানে। 'শেন, ফিরে আসো। ফিরে আসো, গাধা কোথাকার! ওকে আনতে গিয়ে নিজের জান খোয়ানোর দরকার নেই। তোমার জীবনের চেয়ে ওর মৃতদেহ বেশি দামী নয়–জীবিত থাকলেও না। শেন...শেন...'

দাঁড়িয়ে পড়ল শেন। হাত থেকে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে। বাতাসে ধোঁয়ার পাতলা রেখা উড়তে দেখল। আবার ছুটল ও। একটু পর ওর সামনে বিঁধল কয়েকটা গুলি। উতেরা মিস করছে! বিশ্বাস করতে চাইছে না ও। ওর মনে হলো, ওরা আসলে আর সামনে না-এগোনোর জন্যে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে ওকে। নোশুয়াকে চেনে না ও। তবে নোশুয়ার দলের অনেক যোদ্ধার সাথে ওর পরিচয় থাকতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক উতে ওর কেবিনে যেত। পেট পুরে খেয়ে জিরোত, টুকটাক গল্প-গুজবও করত মাঝে মধ্যে। এর ফলে ওদের সাথে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওর। ওই সম্পর্কের বলেই আশা করল শেন, ওরা হয়তো সে জন্যেই ওর গায়ে গুলি করেনি এখনও। নইলে উতেদের হাতের টিপ এতটা বাজে নয় যে, প্রায় দশ-বারোটা গুলি করেও ওর গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি।

হাত দুটো ওপরে তুলল। নাড়ল। দেখাল যে, ওর হাতে অস্ত্র নেই। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'নোশুয়া, আমি লড়তে আসিনি। আমি কেবল সাদা মানুষটাকে কেবিনে নিয়ে যেতে চাই। ওকে সুস্থ করে তুলতে চাই। আর যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে কবর দিতে চাই।'

দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড চুপচাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল শেন। কোন জবাব দিল না উতেরা। কেউ গুলিও করল না। আস্তে আস্তে সামনে এগোল শেন। লল্যান্ডর ভূপাতিত শরীরের ওপর ওর দৃষ্টি।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। বুক ফেটে যেন বেরিয়ে

আসতে চাইছে। প্রত্যেক বার পা ফেলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এটাই বুঝি শেষ। মৃত্যুর মুখোমুখি ওকে আরও অনেকবার হতে হয়েছে। কিন্তু আজকের মত এরকম নিষ্ক্রিয় ও অসহায় অবস্থায় কখনও নয়।

ভয় পাচ্ছে ও। গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু উতেদের সেটা বুঝতে দিতে চাইছে না। ও হাঁটছে, ধীর এবং দৃঢ় পায়ে। এক সময় লল্যান্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বীভৎস দৃশ্য। লল্যান্ডের কাপড়চোপড় শতচ্ছিন্ন। ছুরি দিয়ে নৃশংস ভাবে ফালি ফালি করে কাটা হয়েছে সারা শরীর। গা শিউরে উঠল শেনের। নিচু হয়ে লাশটা তুলতে গিয়ে ভাবল, লল্যান্ডের ভাগ্যই বরণ করেছে ন্যাট স্লিকারসহ এজেন্সির অন্য শ্বেতাঙ্গরাও।

লাশটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরল শেন। রক্তের দাগ পড়েছে ওর জামাকাপড়ে, শরীরে। হাঁটতে শুরু করল যেভাবে এসেছে, সেভাবে; ধীর ও দৃঢ় পায়ে।

বার্নের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়েছিল লয়েস, ওয়াল আর পল। শেনের রাইফেলটা কুড়িয়ে এনেছে লয়েস। ওটা এখন ওর বাম হাতে। ডান হাতে শেনের ঘুসিতে থেতলে যাওয়া জায়গাটা ডলছে ও এখনও।

ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান পেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়াল জুলি। চুপচাপ। নীরবে ওকে দেখছে ওরা। কেবল পল ছাড়া বাকিদের মুখ উদ্বেগে রক্তশূন্য। ছাইয়ের মত সাদা।

যেখান থেকে লল্যান্ডের লাশ পাঁজাকোলা করে তুলে এনেছে, সেখান থেকে করালের কাছে পৌঁছতে গিয়ে শেনের মনে হচ্ছে, মাইলের পর মাইল পাড়ি দিচ্ছে সে। সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। পথ যেন আর কিছুতে ফুরোচ্ছে না। কখনও ফুরোবে এমনটাও মনে হচ্ছে না। অথচ এটাও জানে, মাত্র মিনিট কয়েকের পথ জায়গাটা।

তারপর যেন অনন্তকাল পরে, করালের সামনে এসে দাঁড়াল

সে। লাশটাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে সোজা হলো। হাঁফাচ্ছে ও কুকুরের মত। কপাল, মুখ থেকে দরদর বেগে নামছে ঘাম। দু'হাতে ঘাম মুছছে শেন। সারা মুখ জ্বলছে। যেন এই মাত্র কেউ মরিচ ডলে দিয়েছে।

'তু...তুমি...একটা গর্দভ, একটা নির্বোধ, শেন অস্টিন!' আচমকা ফেটে পড়ল জুলি। শব্দগুলো আগুনের গোলার মত বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। মুখ লাল, টকটকে। 'বোকা পাঁঠা তুমি। তারও অধম! তোমাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটানো উচিত। তুমি... তুমি! তুমি...' তারপর আর বকুনির জন্যে যুতসই শব্দ খুঁজে না পেয়েই যেন থেমে গেল। তবে তার বিশাল বুকের দ্রুত ওঠা-নামাই বলে দিচ্ছে, ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটানোর মত উচিত কাজটা পারলে শুরুই করে দিত মহিলা।

এরপর আর কথা জোগাল না কারও মুখে। এক সময় বার্ন থেকে একটা কম্বল এনে লল্যান্ডের লাশ ঢেকে দিল লয়েস। শেন দেখল, ওর শার্টে, বুকের কাছটায় লাগা রক্তের দাগ শুকিয়ে গেছে। তবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠার প্রয়োজন মনে করছে না। ও এবং সম্ভবত বাকিদেরও মনে এখন কেবল একটাই প্রশ্ন। কে খবরটা দেবে হান্নাকে? কীভাবে দেবে? সবার নীরবতা দেখে মনে হচ্ছে, উত্তরটা এই মুহূর্তে কেউই খুঁজে পাচ্ছে না।'

ষোলো

জুলি যখন বেড রুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দেয়, তখন ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিল ফ্লোরা। দরজা খোলার

শব্দে পাশ ফিরে শুতেই শেন আর জুলির কথার আওয়াজ ওর কানে ঢুকল। প্রথমে কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। পরে ঘুম আরেকটু হালকা হতেই শেনকে বলতে শুনল, 'আমি ওর জন্যে মোটেও অস্থির হচ্ছি না। আমার কিছু যায় আসে না। তবে এটাও চাই না ও হারিয়ে যাক কিংবা কোথাও গিয়ে বিপদে পড়ুক।'

এরপর ওকে বাইরে গিয়ে ডাকতে শুনল, 'ব্রেড!'

সচকিত হয়ে উঠল ফ্লোরা। নামল খাট থেকে। দ্রুত পোশাক পরে নিল। হান্নাকে জাগাচ্ছে না ও—মেয়েটা ঘুমাচ্ছে ঘুমোক। এক মুহূর্তের জন্যে মেয়েটাকে দেখল ও। ঘরটা উষ্ণ। ভোরের ঠাণ্ডায় লেপ টেনে গায়ে জড়িয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছে হান্না। গুটিসুটি মেরে বলের মত গোল হয়ে শুয়ে আছে। হাঁটু দুটো এসে ঠেকেছে চিবুকের সাথে। সোনালি চুলগুলোকে অন্ধকারে কালো রেশমের মত লাগছে।

সঙ্কটের সময় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কও কেমন পাল্টে যায়! ভাবল ফ্লোরা সকৌতুকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো হান্না এ-বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সবার মন জয় করে নিয়েছে। এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ, শেন ও টনি পর্যন্ত ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। অথচ এদের দু'জনের সাথে এখনও হান্নার ভাল করে আলাপটা পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মেয়েটার জন্যে ওদের সহানুভূতি পরিষ্কার বুঝতে পারছে ফ্লোরা। পাশাপাশি ওর স্বামী জব লল্যান্ড এরই মধ্যে অনেকের কাছে বিরক্তিকর হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে ফেলেছে। জব চায় সারাক্ষণ স্ত্রীর পেছনে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতে।

সেটা যে অবশ্য খুব বেশি দোষের, তা বলা যাবে না। জবের অধিকার আছে যাকে ভালবাসে, তার কাছাকাছি থাকার। তবে কথা হলো, তাকে পরিবেশের কথা ভুলে গেলেও চলবে না। হান্নার যত্ন পাওয়ার দরকার আছে, ঠিক আছে। কিন্তু লল্যান্ডের

ভাব দেখে এটা স্পষ্ট যে, স্ত্রীর যত্ন নয়, স্ত্রীকে জ্বালাতন করার দিকেই ওর ঝোঁক বেশি। কিন্তু এ-মুহূর্তে সম্পর্কের অধিকার ফলানোর মত অবস্থায় যে ও নেই, এটা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না লল্যান্ড।

ফ্লোরার মনে হচ্ছে, লল্যান্ডের মত অপদার্থ মানুষ সে আর কখনও দেখেনি। ওর বাবাও অবশ্য অপদার্থের চূড়ামণি। তবে ব্রেড ওয়াল লোকটা ভীরু নয়। আর চাইলে বেশ করিৎকর্মাও হয়ে উঠতে পারে মাঝে মধ্যে। কিন্তু জব লল্যান্ড, যতটা বুঝেছে ফ্লোরা, ব্যক্তিত্বহীন; হামবড়াই আর অযোগ্য। কোন কাজই ঠিকমত করার সামর্থ্য ওর নেই। কিন্তু ওকে ছাড়া হান্না চলবেই বা কী করে?

চুল আঁচড়ে রূম থেকে বেরোল ও। জুলিকে দেখল কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে সামনের দরজায়। ওর পাশ কেটে বেরোল সে। তারপর ঘাড় ফেরাল। 'কী ব্যাপার? কোন সমস্যা?'

'সবটাই সমস্যা!' ঘোঁৎ করে উঠল জুলি। 'ওই অপদার্থ শুয়োর লল্যান্ডটাকে যদি এখন হাতের কাছে পেতাম, তা হলে গলা টিপে মারতাম। ওর জন্যেই তো এখন শেন বেরিয়ে গেল গুলি খেয়ে মরার জন্যে।'

'শেন!' এক লাফে ওর সামনে চলে এল ফ্লোরা। 'গুলি খেয়ে মরার জন্যে মানে? কোথায় গেছে ও?'

জবাব দিল না জুলি। ওর চোখ নদীর দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টি। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফ্লোরাও তাকাল। নিজেও দেখতে পেল দৃশ্যটা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটা লোক নদীর দিকে।

লোকটা যে শেন অস্টিন, তা বলে দিতে হলো না। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল ফ্লোরা আচমকা গুলির শব্দে। নদীর ওপারের জঙ্গলে আগুনের শিখা ঝলসে উঠল। ওর বাবার চিৎকারের শব্দ শুনল ও। শেনকে ফিরে আসতে বলছে। গালাগাল করছে বোকা-গাধা

বলে। দেখল, শেন হাত থেকে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর দু'হাত উপরে তুলে দিতে দেখল। কিছু একটা বলতে শুনল। অতদূর থেকে বুঝতে পারল না ফ্লোরা। এরপর সামনে এগিয়ে যেতে দেখল।

ফ্লোরার মাথায় প্রথম যে-চিন্তাটা এল, সেটা হলো, উতেরা শেনকে মেরে ফেলবে। আচমকা বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল ওর। নিজের অজান্তেই ওর গলা চিড়ে অব্যক্ত একটা শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর ছুটল পাগলিনীর মত। যেন শেনকে উতেদের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে ওরও যাওয়া চাই—এবং ওকে যেতে দেখলে উতেরা গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে দেবে।

বিরাট শরীর নিয়ে বিশাল এক লাফ দিল জুলি। ছুটল ফ্লোরার পেছনে। তিন লাফে ওর কাছে গিয়ে বাহু আঁকড়ে ধরল। বাজখাঁই গলা যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলল, 'আস্তে বাছা, ধীরে। তুমি গিয়ে এখন কিছু করতে পারবে না। বরং ওর অসুবিধেই ঘটাবে।'

ঝটকা মেরে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল ফ্লোরা। ব্যাকুল স্বরে বলল, 'দেখছ না, ও কী করছে? ওরা ওকে মেরে ফেলবে তো!'

চুপ করে ওকে শক্ত করে ধরে রাখল জুলি। কী বলবে ও মেয়েটাকে? ওর নিজেরও তো সেই একই আশঙ্কা। কান্নায় ভেঙে পড়ল ফ্লোরা। ওকে কাঁদতে দিল জুলি। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'ওরা হয়তো ওকে লাশ নিয়ে আসতে দেবে।'

একটু পরে কান্না থামতেই জুলিকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরল ফ্লোরা। চোখে পানি নিয়ে দেখল, করালের দিকে আসছে শেন। লল্যান্ডের লাশ বয়ে আনছে। তবে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে এখনও। বুক থেকে পাষাণভার নামতে শুরু করল ফ্লোরার। উথালপাথাল ঢেউ জাগল তাতে। একাধারে আনন্দ ও দুশ্চিন্তায়। 'ও আরও জোরে হাঁটছে না কেন?' যেন ভয় পাচ্ছে, উতেরা ফের মত পাল্টে গুলি করতে শুরু করে কি না।

'পারলে তাই করত, বাছা,' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল

জুলি। কিন্তু পারছে না। দেখছ না একটা লাশ বয়ে আনতে হচ্ছে ওকে?'

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল ফ্লোরা। তাকিয়ে আছে শেনের দিকে। ওর পা নড়তে চাইছে না। দু'হাত মুঠো হয়ে গেছে আপনাআপনি। তালুর মধ্যে চেপে বসেছে নখগুলো। এত জোরে যে, যেন চামড়া ভেদ করে ঢুকে যাবে ভেতরে। ওর কেবল মনে হচ্ছে, শেনের সামনের পথটুকু যেন কোন মতেই ফুরোচ্ছে না–আর সময় যেন থেমে গেছে।

ওকে রেখে উঠান পেরিয়ে বার্নের কাছে, সবাই যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চলে গেল জুলি। একসময় বার্নের কাছে গিয়ে পৌঁছল শেন। লল্যান্ডের লাশ নামিয়ে রেখে দাঁড়াল সোজা হয়ে। হাঁফাচ্ছে সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গেল ফ্লোরা। কিন্তু টের পেল আতঙ্কের যে পাথর চেপে বসেছিল বুকের ওপর, সেটা এখনও রয়ে গেছে যেন। ওর এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না, শেন শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের গুলির সীমানা থেকে নিরাপদে সরে আসতে পেরেছে। ওরা তা হলে সত্যি ওকে খুন করেনি! কিন্তু কেন?

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ফ্লোরা। ওর শরীর পাখির পালকের মত হালকা হয়ে গেছে। তীরবেগে ছুটল ও বার্নের দিকে শেনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। তাকাল শেন। দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ফ্লোরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। 'আমি... আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, ওরা তোমাকে খুন করবে না।'

শেন হাসল। 'আমারও বিশ্বাস হয়নি, ফ্লোরা। আমিও ভাবিনি।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল ফ্লোরা। ওর চোখে পানি, মুখে হাসি। 'তুমি ভীষণ সাহসী। এত সাহস আমি আর কখনও কারও মধ্যে দেখিনি। কিন্তু তুমি বোকাও...' এক মুহূর্তের জন্যে গলা ধরে এল ওর। ওর মনে হলো. ও কেঁদেই ফেলবে। পরক্ষণেই

সামলে নিল নিজেকে।

'না, এর কোনটাই আমি নই।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জুলি। 'দেখো, সত্যি কথা বলতে আমি কখনও পিছপা হই না। লল্যান্ড খুন হয়ে যাওয়াতে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। এক হিসেবে এটা ভালই হয়েছে। আমাদের জন্যে এবং হান্নার জন্যেও। একটা অপদার্থের সঙ্গে সারাজীবন থাকার কষ্ট থেকে বেঁচে গেছে মেয়েটা। কিন্তু ও তো আর তা বুঝবে না। এখন প্রশ্ন হলো, ওর স্বামীর খুন হওয়ার কথাটা কে জানাবে ওকে? কীভাবে জানাবে?'

কেউ জবাব দিল না। নীরব রইল সবাই কিছুক্ষণ। তারপর ফ্লোরা বলল, 'ব্যাপারটা ঘটল কেমন করে? লল্যান্ড বার্ন থেকে বেরোল কখন? কেন বেরোল?'

'তা জানি না,' মাথা নাড়ল লয়েস। তবে গতরাতে আমাকে বলেছিল, সে চলে যাবে। সে নাকি এখানে ইন্ডিয়ানদের হাতে নির্যাতিত হয়ে মরতে আসেনি। আর আমি যখন পাহারা দিচ্ছিলাম, তখন কিছু একটা শব্দ শুনেছিলাম মনে হয়, বার্নের দিক থেকে। খুব একটা মন দিইনি। এখন বুঝতে পারছি, তখনই পালাচ্ছিল লল্যান্ড।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল ফ্লোরা। 'আর ও তো পালায়নি। পালাতে চাইলে ও নদীর দিকে যেখানে উতেরা লুকিয়ে আছে, সেদিকে যাচ্ছিল কেন?'

'সেটা কখনও জানা যাবে না,' জবাব দিল শেন। 'তবে মনে হয়, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কী করতে যাচ্ছিল, নিজেই বুঝতে পারেনি। কিংবা এও হতে পারে, ও পথ হারিয়ে ফেলেছিল কিংবা...' কাঁধ ঝাঁকাল। 'কী হয়েছিল এখন আর জানা যাবে না।'

'যা-ই হোক,' বলল লয়েস। 'সেটা হান্নাকে বলা যাবে না। লল্যান্ডের কী কী দোষ ছিল, মেয়েটা জানত। কিন্তু দেখেও না-

দেখার ভান করত। কিন্তু ওর স্বামী যে একটা বড় ধরনের কাপুরুষ ছিল, সেটা ওকে না-জানালেও চলবে। তাতে হয়তো আরেকটা গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে মেয়েটা।' একটু থেমে জুলি আর ফ্লোরার দিকে চাইল। 'তোমরা যদি চাও, আমি ওকে ব্যাপারটা জানাতে পারি। তবে আমার মনে হয়, তোমাদের মেয়েদেরই উচিত তাকে ব্যাপারটা বলা। পরে আমি বুঝিয়ে বলব।'

বার্ন থেকে বেরিয়ে এল টনি চোখ মুছতে মুছতে। ঘুম থেকে উঠে এসেছে। কম্বল ঢাকা লাশ দেখে মোছার কথা ভুলে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। শেন ওকে ব্যাকস্টল থেকে ক্যানভাসটা নিয়ে আসতে বলল। চলে গেল ও কোন প্রশ্ন না-করে। শেন বলল, 'এখন কবর খুঁড়তে শুরু করা উচিত। কফিন টফিন বানানোর সময় নেই। ক্যানভাসে মুড়ে কবর দিয়ে দেব। আমি লাশ নিয়ে আসার সময় উতেরা কিছু বলেনি। সম্ভবত বলবেও না। তবে আমরা সতর্ক থাকব।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল জুলি। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাশ কবর দিয়ে ফেলতে হবে।'

বার্ন থেকে ক্যানভাস নিয়ে এল টনি। শেনকে দিল। ফ্লোরা লাশের গা থেকে টেনে সরাল কম্বলটা। মনে মনে শিউরে উঠল। আচমকা লল্যান্ডের জায়গায় শেনের কথা ভাবল। ফুঁপিয়ে উঠল নিঃশব্দে। এই লাশ লল্যান্ডের না-হয়ে যদি শেনের হত! উতেদের উদ্যত অস্ত্রর মুখে শেন হাঁটছে লল্যান্ডের লাশ নিয়ে। দৃশ্যটা এখনও চোখে ভাসছে ওর। যীশু! মনে মনে বুকের ওপর ক্রুশ আঁকল ফ্লোরা।

আচমকা সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল ওর। চোখ বন্ধ করে ফেলল। লল্যান্ডের লাশ দেখে গা গুলিয়ে উঠছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও ওর মনের চোখে ঠিকই ভেসে উঠল দৃশ্যটা। তাতে লল্যান্ডের জায়গায় শেন শুয়ে আছে। না, শেন নয়, ওর লাশ।

এরকম রক্তে ভেজা শার্ট গায়ে। দু'ঠোঁট ফাঁক। শুকনো কালো রক্তে বিকৃত মুখ। আর ওর সারা শরীর...

চোখ না-খুলেই, তোতাপাখির মত আউড়ে গেল ফ্লোরা, 'আমিই বলব হান্নাকে। যে কারও চেয়ে আমিই বোধ হয় সবচে' ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারব। খবরটা শুনে ওর মনের অবস্থা কী হবে, সেটা আমিই সবচে' ভাল জানি।... ঠিক এখন, এখন আমার যেমন হচ্ছে... শেন...'

কাছে গিয়ে ওর কোমর ধরে ওকে নিজের দিকে ফেরাল শেন। 'ফ্লোরা, দেখো, আমি ঠিক আছি। একদম তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি জলজ্যান্ত।'

'আমি জানি,' ওকে জড়িয়ে ধরল ফ্লোরা। 'কিন্তু জব ঠিক নেই। জুলি বলেছে, জবকে ছাড়াই হান্নার জীবনটা ভাল কাটবে। ঠিকই বলেছে। কিন্তু হান্নাকে সে-কথা বলা যাবে না। সে কখনও বুঝতে চাইবে না তার স্বামী আসলে কেমন লোক ছিল।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত, ম্যাম,' বলল লয়েস। 'মেয়েটা এখন নিজেকে দায়ী করবে। ভাববে, ওর সাথে পালিয়ে না-এলে লল্যান্ড মারা পড়ত না। নিজেকেই দোষী মনে করবে ও সারাজীবন।'

কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল ফ্লোরা। কয়েক পা গিয়ে ঘাড় ফেরাল। 'হান্না হয়তো লল্যান্ডের খবর নিতে চাইবে। জানতে চাইবে, ও বাইরে কী করছে।'

'বলবে, জানি না,' ওকে পরামর্শ দিল লয়েস। আপাতত এটাই ভাল জবাব হবে। ওকে এখুনি কিছু জানাবার দরকার নেই।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ফ্লোরা। টনির দিকে চাইল শেন। 'তুমি আর লয়েস থাকবে এখানে। পল খেয়াল রাখবে, উতেরা নতুন কোন চাল শুরু করে কি না। আমি আর ওয়াল যাচ্ছি কবর খুঁড়তে।'

দ্রুত পা ফেলে বাড়িতে ঢোকার আগে ফ্লোরাকে ধরে ফেলল জুলি। বলল, 'লল্যান্ডের মুখ এখন আর দেখার অবস্থায় নেই। উতেরা কেটে ছিঁড়ে বিকৃত করে দিয়েছে। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ওর মুখ হান্নার জন্যে না-দেখলেই ভাল হবে। তা হলে সারাজীবনেও ভুলতে পারবে না স্মৃতিটা। তবে ও জোর করে দেখতে চাইলে আমাদের কিছু করার থাকবে না। তুমি শুধু খেয়াল রাখবে আমি ওর মুখটা পরিষ্কার করার আগে যেন সে এসে না-পড়ে। পরিষ্কার করার পর হয়তো অতটা ভয়ঙ্কর আর বীভৎস দেখাবে না।'

মাথা দোলাল ফ্লোরা। ঘরে ঢুকে গেল। সামনের রুম পেরিয়ে বেডরুমে গেল ও। যেভাবে দেখে গিয়েছিল, ঠিক সেভাবে শুয়ে আছে এখনও হান্না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফ্লোরা। গুলির শব্দে ঘুম ভাঙেনি মেয়েটার। বিছানার কিনারায় বসল ও। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার পর গত দুটো রাতই কেবল শান্তিমত বিছানায় ঘুমোতে পারছে হান্না।

অনভ্যস্ত পথচলা আর পরিশ্রমে ক্লান্তির চরমে পৌঁছেছে ও। ফ্লোরার মনে হলো, এখানে না-এসে আর একটা দিনও যদি ওকে পথেঘাটে কাটাতে হত, তা হলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ত।

চুপচাপ বসে রইল সে হান্নার পাশে। জাগাতে মন চাইছে না ওকে। কথাটা ঠিক কীভাবে বলবে, ভাবছে। এটা একটা শোকসংবাদ। শোক সংবাদ হুট করে দেয়া উচিত নয়। তাতে যে শুনবে, প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেতে পারে। তবে সঠিক ও সুচিন্তিতভাবে বলতে পারলে হয়তো তার তীব্রতা কিছুটা কম হতে পারে। তা ছাড়া আরেকটা কথা ভাবছে ফ্লোরা। এরপর কী করবে হান্না? কীভাবে চলবে? যে টাকাটা জব বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছিল, ওটা হয়তো ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তার মানে হান্নার জন্যে একটা ঘোড়া আর স্যাডল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোও বিক্রি করে টাকাটা জবের বাড়িতে

পাঠিয়ে দেয়া উচিত। কারণ ওগুলোও ওর টাকায় কেনা। তা হলে মেয়েটার জন্যে আর রইল কী?

হান্নার পক্ষে আর বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাবল ফ্লোরা। জুলি হয়তো ওকে রেখে দিতে পারে। কিংবা তাদের সঙ্গেও থাকতে পারবে। শেন নিশ্চয় আপত্তি করবে না। হান্না জিজ্ঞেস করেছিল, ও আর লল্যান্ড এখানে করতে চাইলে কাজ পাবে কি না। এখন হান্না একা। একা একজন মানুষের জন্যে কাজের অভাব হবে না। ঠিক আছে, সময় মত সে-চেষ্টা করা যাবে।

কিন্তু এখন আর বসে থেকে লাভ নেই। যা বলতেই হবে, তা বলে ফেলাই উচিত। এমন নয় যে, দেরি করে লাভ হবে। মেয়েটার গায়ে হাত রেখে আস্তে করে ঠেলা দিল ও। নড়ে উঠে পাশ ফিরল হান্না– চোখ মেলল। একমুহূর্ত চেয়ে থেকে তারপর হাসল। 'নিশ্চয় ব্রেকফাস্ট খেতে ডাকছ। আড়মোড়া ভাঙল ও, তারপর মিষ্টি করে হাসল। 'আমি ভীষণ অলস হয়ে গেছি, ফ্লোরা। বাড়িতে প্রচুর কাজ করতে হত। এখানে কুটোটাও নাড়ছি না। সকল চাপ গিয়ে পড়েছে তোমার আর জুলির ওপর।

ওর হাসি ফিরিয়ে দিতে পারল না ফ্লোরা। ম্লানমুখে বলল, 'না, হান্না। ব্রেকফাস্টের সময় এখনও হয়নি।... তোমাকে একটা খবর দেয়ার জন্যেই ঘুম ভাঙিয়েছি। খবরটা খারাপ। ভয়ঙ্করও বলা যায়।'

ধড়ফড় করে উঠে বসল হান্না। ওর চোখে ভয়ের ছাপ পড়েছে। 'জবের ব্যাপারে? আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন গুলির শব্দ শুনেছিলাম। ঘুমের ঘোরে। মনে হচ্ছে, স্বপ্ন দেখেছি।'

'স্বপ্ন নয়, ঘটনা সত্যি। তুমি ঠিকই গুলির শব্দ শুনেছিলে।' পুরো ঘটনা খুলে বলল ফ্লোরা।

মাথায় বাজপড়া মানুষের মত যেভাবে বসেছিল, সেভাবে রইল হান্না। অনড়, স্থির। নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে। এমন

সংবাদে যে শোকাহত হতে হয়, কাঁদতে হয়, সে-বোধও যেন হারিয়ে ফেলেছে। অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে বলল, 'আমিই ওকে খুন করলাম, ফ্লোরা। আমি জানতাম, এ-পরিবেশে ও নিজের যত্ন নিতে পারবে না। আমারই উচিত ছিল ওর দেখাশোনা করা। সে জন্যেই ওকে কাছে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জুলি ওকে আসতে দেয়নি আমার কাছে। আমাকে যেতে দেয়নি। ওকে বার্নে থাকতে হয়েছিল। একা একা। ও প্রচণ্ড আবেগী। আমি ওর কোন কাজেই আসতে পারলাম না।'

কথাগুলো স্বগতোক্তির মতই বলে গেল হান্না। কোন ঝাঁজ নেই, তিক্তভাবও নেই। কিন্তু ফ্লোরা বুঝতে পারল, কথা নয়, এগুলো সুস্পষ্ট অভিযোগ।

কিন্তু ওর অভিযোগ নাকচ করে দিল ফ্লোরা। বলল, 'না, হান্না। জবকে তুমি খুন করোনি। তুমি নিশ্চয় বলতে চাইছ, জুলি ওকে বার্নে ঘুমোতে বাধ্য না-করলে সে মারা যেত না। সে হিসেবে তো আমাকেও তুমি খুনি ভাবতে পারো, কারণ আমি জুলির কথার কোন প্রতিবাদ করিনি। কিংবা হয়তো শেনকেও দোষী ভাবতে পারো, ও জবকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল বলে। এভাবে তুমি চাইলে দুনিয়ার সবাইকে ওর খুন হয়ে যাবার জন্য কোন না কোনভাবে দায়ী করতে পারো। কিন্তু আমি বলব, লল্যান্ডের খুন হয়ে যাওয়ার জন্যে ও নিজেই দায়ী। ও বার্ন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বলেই মারা গেছে।' থেমে হান্নার চোখে চোখ রাখল। সুস্পষ্ট রাগের চিহ্ন এখন মেয়েটার চোখে। ওর মাথায় একটা হাত রাখল ফ্লোরা। 'হান্না, প্লিজ নিজেকে দোষী ভেবে অনর্থক কষ্ট পেতে যেয়ো না। জব ওর নিজের দোষেই ইন্ডিয়ানদের কবলে গিয়ে পড়েছে। ও বার্ন থেকে কাউকে কিছু না-বলে বেরিয়েছিল। এর পরিণাম যে ও জানত না, তা নয়। একটা বাচ্চাও জানে, ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়লে কী হয়। যারা বার্নে ছিল, তাদের কারও কিছু হয়নি। সবাই বহাল তবিয়তে

আছে।'

চুপচাপ ফ্লোরার কথা শুনল মেয়েটা। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'ও আসলে খুব সাহসী ছিল। ও সব সময় বলত, একটা অস্ত্র পেলে সব ইন্ডিয়ানকে ঠেঙিয়ে রিজার্ভেশনে নিয়ে ঢোকাত। তা হলে ও নিশ্চয় একটা অস্ত্র পেয়েছিল। এরপর আর দেরি করেনি। ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল ওদের তাড়িয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু একা অতজনের সাথে এঁটে উঠতে পারেনি।

কোন প্রতিবাদ না-করে ওর কথা শুনে গেল ফ্লোরা। ওর ধারণা, হান্না এখন যা বলছে, নিজেও তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু নিজের স্বামীর করুণ কিন্তু অর্থহীন মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাল লাগছে না ওর। সে আসল ঘটনা জানে না। দেখা যাচ্ছে, জানতে চায়ও না। তাই স্বামীর বীরোচিত মৃত্যুর কথা ভাবতেই পছন্দ করছে। 'ও আসলে...'

বলতে বলতে থেমে গেল হান্না। গলা ধরে এল। 'কিন্তু যেভাবে হোক, এর জন্যে দায়ী আমিই। এভাবে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ওর একা লড়তে যাওয়া ঠিক হয়নি। ওর আসলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমি নিজেই ওকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম। আর... আর...'

ওর চোখে পানির স্রোত নামল এরপর। ডুকরে কেঁদে উঠল।

বাইরে লল্যান্ডের লাশটা ধুয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে মাত্র সোজা হয়েছে জুলি, কান্নার শব্দ শুনে দ্রুত কেবিনে গিয়ে ঢুকল। নিজের রূমে গিয়ে বেডরূমে উঁকি দিল সে। ফ্লোরার দু'বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদছে হান্না। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর শরীর। আর ফ্লোরা ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিড়বিড় করে ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে।

সতেরো

পাহাড়ের গোড়ায় স্যাগঝোপে ছাওয়া একটি জায়গা বাছাই করল শেন কবর খোঁড়ার জন্যে। ব্রেডকে বলল, 'এখানেই কবর খোঁড়া যাক। কেবিন থেকে আর বেশি দূরে যাওয়া ঠিক হবে না। ইন্ডিয়ানদের মনে কী আছে কে জানে? ওরা যদি আবার হামলা করতে আসে, তা হলে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে। দূরে হলে সময়মত পৌঁছাতে পারব না।'

অস্বস্তিভরে নদীর দিকে চাইল ব্রেড। বিড়বিড় করে বলল, 'সেরকম হলে এখনও অনেক দূরে এসে গেছি আমরা।'

'গণ্ডগোলটা চুকে গেলে আমি কবরের চারপাশে বেড়া দিয়ে দেব। তা হলে হয়তো হান্নার ভাল লাগবে। গরু কিংবা ঘোড়াগুলোর অত্যাচার থেকেও বাঁচবে কবরটা।'

দুপুরের দিকে কবর খোঁড়া শেষ হলো। বাড়ির দিকে চলল ওরা। শেন বলল, 'খোদাইয়ের কাজটা তোমার হাতে ভালই আসে, ব্রেড। ব্যাকস্টলে গেলে গোটা দু'তিন বোর্ড পাবে। ওখান থেকে সবচে' ভালটা বেছে আনবে, বোর্ডে লল্যান্ডের নাম আর মৃত্যুর তারিখ লিখে দেব। পরে না হয় পাথরের মার্কার লাগানো যাবে।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ব্রেড। তবে শেনের কথা অর্ধেক ওর কানে গেছে, বাকিটা ঢোকেনি। ভুরু কুঁচকে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে ও হাঁটতে হাঁটতেই। 'শেন,' একসময় ডাকল। 'দেখো লাল শয়তানদের একটা দল. উইলোর আড়ালে। এরা হয়তো নতুন

কোন দল, নোশুয়াদের সাথে যোগ দিতে এসেছে। নয়তা নোশুয়ারা কোথাও যাচ্ছিল, পরে আবার মত পাল্টে ফিরে এসেছে।

চমকে উঠল শেন বুড়োর কথা শুনে। ওর গলার জরুরি ভাবটুকু ওর কানে ধরা পড়েছে। ব্যাপারটাকে ওয়ালের অহেতুক ভয় বলে উড়িয়ে দিতে মন চাইল না। নিজেও তাকাল ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে।

ইয়াম্পার পশ্চিম পাড়ে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে দলটিকে দেখতে পেল সেও। ঢাল বেয়ে আরও ওপরের দিকে যাচ্ছে, শেন গুণে দেখল, দশটা ঘোড়া। প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠে একজন করে লোক। লোকগুলোর কাউকে চিনতে পারল না সে। এতদূর থেকে সবগুলো উতেকে একরকমই মনে হচ্ছে। আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না কাউকে।

ওর মাথায় প্রথম যে-চিন্তাটা এল, সেটা হলো, নোশুয়া ও তার লোকেরা কি ফের অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, নাকি সকাল বেলা ওই গোলাগুলি আর বিনাবাধায় লল্যান্ডের লাশ নিয়ে আসার ব্যাপারটা নিয়ে তারা আবার নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে? ওর উদ্বেগ আরও বাড়ল যখন দেখল দলটার যে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সে পিন্টো-আরোহী নয়। তার মানে নেতা লোকটা নোশুয়া নয়—এবং লোকগুলোও তার দলবল নয়। এর মানে হলো, লোকগুলো নোশুয়ার সাহায্যেই এসেছে; শেনের ধারণা ছিল, কেউ আসবে না। ধারণা ভুল হয়েছে।

'নাহ্,' শেষে বলল সে পাত্তা না-দেয়ার ভঙ্গিতে। 'ওরা সম্ভবত সকালের সে-দলটাই।'

সত্যি কথা বলে ওয়ালকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইছে না সে। তবে নিজের দুশ্চিন্তা বাড়ল। এখন উতেদের সংখ্যা আগে যা ছিল, তার দ্বিগুণ হয়েছে। এতদিন তবু একটা ভরসা ছিল, নোশুয়ার সঙ্গে প্রচুর লোক না-থাকায় শেষ পর্যন্ত সে হয়তো

সরাসরি হামলা নাও চালাতে পারে। কিন্তু এখন আর সে-ভরসা রইল না। শেন এখনও আশা করছে না যে, ওরা আক্রমণ করবে। তবু আশঙ্কটা আগের চেয়ে বেড়ে গেল বৈ কী!

কেবিনে পৌঁছতে লয়েস খবর দিল, জুলি হাইটের ঘোষণা অনুযায়ী ডিনার তৈরি শেষ হতে আরও মিনিট দশেক বাকি।

ওয়ালের দিকে চাইল শেন। 'তা হলে নাম খোদাইয়ের কাজটা করে ফেলো এই ফাঁকে।'

বোর্ড বের করার জন্যে বার্নে গিয়ে ঢুকল ওয়াল।

'আমি এতক্ষণ ধরে হান্নার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি,' শেনকে বলল লয়েস। 'তবে মনে হয় না, ওকে কিছু বোঝাতে পেরেছি।' অস্বস্তির সঙ্গে মুখে হাত বুলাল। 'লল্যান্ড সম্পর্কে জানে, এমন সব কথা ও বলেছে আমাকে। ওর সবচে' দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, লল্যান্ডের বাড়ি থেকে চুরি করা টাকাগুলো কীভাবে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি বলেছি, ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিতে। আমি ন্যায্য কাজটি করব।'

'লল্যান্ডের বাবার সামনে দাঁড়ানোটা একটু কঠিনই হবে। আর যদি ওর ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলতে না-পার, অর্থাৎ ওর মৃত্যুর খবরটা চেপে গিয়ে...'

'মিথ্যে বলব?' অসন্তুষ্ট হলো যাজক। 'জানো, এরকম মিথ্যে বলা মহাপাপ। তা ছাড়া, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অমানবিক হবে। এখন চলো, লল্যান্ডের কাছ থেকে টাকাগুলো তুলে নিই।' লাশের কাছে রিক পল রয়েছে। দিনের বেলায় বার্ন থেকে বেরোতে একদম রাজি হচ্ছে না ও। বলছে, এ-মুহূর্তে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ওকে দেখামাত্র ট্রিগার টেনে দেবে উতেরা।'

'কথাটা একদম অসত্য নয়,' বলল শেন। 'তবে তুমি হয়তো ভাবছ, লল্যান্ডের টাকাটা ও হাতিয়ে নিতে পারে। তার অর্থ টাকাটা ওর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে, এই তো?'

'ঠিক তাই,' মাথা দোলাল লয়েস। 'ব্যাপারটা অনেক আগেই

আমার মাথায় এসেছে। পলকে দেখে আমার সৎ লোক মনে হয়নি।'

'তোমার ধারণা মিথ্যে নয়। তবে টাকাটা লল্যান্ডের কাছে পাওয়া না-গেলে ওর খবর আছে। ওকেই দায়ী করব আমি। কত টাকা আছে বলেছে হান্না?'

'ছ'শ ডলারের মত হবে বলেছে। ঘোড়া আর স্যাডল কেনা ছাড়া আর কোন খরচ করেনি।' ওর কথা শুনতে শুনতে বার্নের দিকে হাঁটতে শুরু করল শেন। যাজকও গেল ওর পিছু পিছু। 'হান্না ঘোড়া আর স্যাডল বেচে দিতে চাইছে ওই টাকাটাও এর সাথে পাঠিয়ে দেবে বলেছে জবের বাবার কাছে।'

'নগদ টাকা দিয়ে কেনার লোক এ-তল্লাটে পাওয়া যাবে না,' বলল শেন। 'তবে ডেনভারে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো শ'খানেক ডলার পাওয়া যেতে পারে।'

'তা হলে ডেনভারেই নিয়ে যাব ওগুলো।'

'অনেক দূরের পথ, পিট। যাওয়া-আসা অনেক সময়ের ব্যাপার।'

হাসল লয়েস। 'তা ঠিক। ওটা অনেক দূরের পথ। তা ছাড়া আমার পকেটে আছে মাত্র দুই ডলার। কিন্তু তারপরও যাব। সদাপ্রভু দৃষ্টি রাখবেন। তিনি না-চাইলে প্রয়োজনে উপোস করব।'

'তুমি আবার ফিরে আসবে তো?' জানতে চাইল শেন। ওই নদীর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল যাজক। 'ঈশ্বর এবং উতেরা যদি তা চায়।' তারপর বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ফিরে আসার চেষ্টা করব আমি, শেন। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আমি একটা কথা ভাবছি। ঈশ্বর বোধ হয় আমাকে নিয়ে এসেছেন তাঁর কোন একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। সেটা ন্যাট স্লিকারকে সাহায্য করার জন্য নয়–এটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি এখন। কিন্তু গ্রিলি থেকে আসার সময় ওটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।'

'তুমি যাবার আগে আমার আর ফ্লোরার বিয়েটা পড়িয়ে দিয়ে যাবে না?'

'তুমি চাইলে দিয়ে যাব।'

'বেশ। এবার তা হলে তোমার সে-ভাবনাটার কথা আমি বলি। তুমি বলছ, স্লিকারকে সাহায্য করার জন্য নয়, গ্রিলি থেকে ঈশ্বর তোমাকে অন্য উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন এখানে। আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া এবং এখানে থেকে যাওয়ার পেছনে ঈশ্বরের একটা উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি। এখনকার এই ঝামেলা মিটে যাবার পর আগামী বসন্তে এখানে আরও অনেক লোক আসবে; উপত্যকায় প্রচুর লোক তাদের ঘর-বাড়ি তুলবে। তখন এখানে লোকদের শিক্ষিত করে তোলা ও ধর্মপথে রাখার জন্যে স্কুল এবং চার্চের দরকার হবে। আর তুমি ওসব কিছুর ভার নেবে, তদারক করবে।'

'ওই ধরনের ভার বইতে ভালই লাগবে আমার,' উৎফুল্ল স্বরে বলল যাজক।

দুজনে বার্নে গিয়ে ঢুকল ওরা। মৃতদেহের পাশে বসল উবু হয়ে। ক্যানভাস সরিয়ে লল্যান্ডের জামার বোতাম খুলল শেন। প্যান্টেরও। টাকার থলেটা দেখল ও, রক্তে ভিজে শুকিয়ে এখন খয়েরি রঙ ধরেছে। এখনও কোমরে বাঁধা থলেটা।

লাশের কাছে বসে রিক পল চুপচাপ দেখছিল ওদের। শেনকে লল্যান্ডের কোমর থেকে টাকার থলি খুলে নিতে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ওর। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল। কেবিন মালিককে নাকি নিজের বোকামিকে গাল দিল কে জানে? টাকাগুলো গুনতে গুনতে আড়চোখে তাকাল শেন দোকানদারের দিকে। মনে মনে হাসল। দোকানদার বুঝতেই পারেনি, ওর হাতের কাছে লাশের কোমরে বাঁধা বেল্টে এতগুলো টাকা পড়েছিল। আরেকটু বুদ্ধি খাটালে ওগুলো এতক্ষণে তার হয়ে যেত। লুটের দায়টা অনায়াসে উতেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া

যেত। কেউই অবিশ্বাস করত না সে-কথা। কপাল আর কাকে বলে?

ক্যানভাস দিয়ে ফের লাশটা ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শেন। লয়েসকে বলল, 'রক্তমাখা থলেটা ওকে না-দেখালেই ভাল। দেখে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। ভাল কথা, থলেয় মোট ছয়শো চার ডলার আছে। টাকাটা ফিরে পেলে নিশ্চয় খুশি হবে ওর বাবা।'

ডিনারের জন্য ডাকল জুলি। পল বলল, 'আমি বার্ন থেকে বেরোব না। উত্তেদের নতুন একটা দলকে আসতে দেখেছি। ওরা আমাকে দেখতে পেলে দূর থেকে গুলি করবে।'

'বেশ, ঠিক আছে। তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসব।'

বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল শেন। ওর পেছন পেছন গেল লয়েসও। টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। একটু পর খেয়াল করল, হান্না নেই কিচেনে।

ওদের মনের ভাব বুঝল ফ্লোরা। 'ওকে বেডরুমে খাবার দিয়ে এসেছি। খায়নি কিছুই, এমনকী চেয়েও দেখেনি।' লয়েসের দিকে চাইল। 'ফিউনারেল কখন হবে, বুঝতে পারছি না। এসবের দায়িত্ব কার তাও বুঝতে পারছি না। কাউকে না কাউকে তো তদারকির দায়িত্ব নিতে হবে। তুমি...'

'দায়িত্বটা আমিই নেব,' বলল শেন। 'তবে এটা ঠিক আমার দায়িত্ব কি না বুঝতে পারছি না। কিন্তু লাশটা তো মাটিতে চাপা দিতে হবে। ওপরে রাখা যাবে না।'

ওর দিকে তাকিয়েছিল জুলি। থামতেই মাথা নাড়ল। 'তুমি যেন কিছু একটা বলতে চাইছ। কিন্তু বলছ না। কী সেটা, শেন?'

ইতস্তত করল শেন, একে একে সবার দিকে তাকাল। ভাবল একটু। ব্যাপারটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। তবে ওর ধারণা, এখানে এখন যারা আছে, তারা কেউই ভীতু নয়। নিজের দায়িত্ব কী বোঝে। এমনকী ব্রেড ওয়ালও।

'একটু আগে,' মুখ খুলল। 'উতেদের নতুন একটা দল এসেছে। যোগ দিয়েছে নোশুয়ার সঙ্গে। সংখ্যায় ওরা এখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সম্ভবত নোশুয়াই ওদের খবর দিয়ে আনিয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এতদিন হয়তো সংখ্যায় কম থাকায় আমাদের ওপর সরাসরি হামলা চালানোর সাহস করেনি। কিন্তু এখন...আমরা এখন আগের চেয়ে বেশি বিপদে আছি, জুলি।'

'কী বলছ এসব?' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বিশাল মহিলা। 'তুমি না বলেছিলে...'

'তখন যা জানতাম, তা বলেছি। এখন যারা এসেছে, আমার ধারণা, সন্ধের আগে তারা হামলা করতে আসবে না। ওদের ক্লান্তি কাটাতে হবে। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রাম দরকার। ওরা না আসা পর্যন্ত নোশুয়া কড়া নজর রেখেছিল আমাদের ওপর। এখন আমাদের কাজ হলো সন্ধের আগেই লল্যান্ডকে কবর দিয়ে ফেলা।'

'ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবর দাও। ওকে হান্নার না-দেখাই ভাল হবে।'

'তা হলে,' ফ্লোরা তাকাল লয়েসের দিকে। 'আপনি মন্ত্র পড়ে দেবেন। ফিউনারেলের গান গাইব আমি। ভাল গাইতে পারব না, তবু চেষ্টা করব আর কী?'

'চমৎকার!' বলল লয়েস। 'সঙ্গীত দেবদূতদের আমোদিত করবে। শেষ কৃত্যের সময় সঙ্গীত না-হলে আমার ভাল লাগে না।' একটু থামল, তারপর বল, 'কোন গানটা গাইতে চাও তুমি, ম্যাম?'

'ইন দ্য সুইট বাই অ্যান্ড বাই...' জানাল ফ্লোরা।

'চমৎকার গান। মানানসই।' অকপট প্রশংসা যাজকের।

শেন একটু ভয়ই পাচ্ছিল। ভেবেছিল, ফ্লোরা হয়তো সঠিক গানটি বাছাই করতে পারবে না। আসলে মেয়েটাকে পছন্দ করলেও কখনও ওর সাথে মেশার সুযোগ পায়নি সে। কাণ্ডজ্ঞান

ভালই আছে মেয়েটার, মনে মনে স্বীকার করল। অনেক মানুষের মধ্যেই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখেছে সে। আসলে যথাসময়ে যথোপযুক্ত কাজ করাটা কাণ্ডজ্ঞানেরই ব্যাপার। সেটা কেবল বুদ্ধিমানরাই পারে।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি হারনেসে ঘোড়া জুড়তে যাচ্ছি। সবাই সশস্ত্র হয়ে বেরোব এখান থেকে। ওয়াল, তোমার ওয়্যাগনটাই নিতে হবে, আমারটায় এখনও খড় বোঝাই হয়ে আছে।'

মিনিট পনেরো পরে ওয়্যাগন নিয়ে এল সে। লল্যান্ডের লাশটা ক্যানভাসে মোড়া অবস্থায় তুলে ওয়্যাগন সীটের পাশে রাখল। দু'মিনিট পরে জুলি, হান্না আর ফ্লোরাকে নিয়ে ভেতর থেকে বেরোল লয়েস।

নদীর দিকে তাকাচ্ছে শেন। প্রতিটি ঝোপঝাড় পরীক্ষা করছে মনোযোগ দিয়ে। তবে সতর্ক হবার মত গোলমেলে কিছু চোখে পড়ল না। ওরা ওয়্যাগনের কাছে আসতেই বলল, 'চলো।'

ওয়্যাগন সীটে উঠে বসল শেন। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। রাইফেলটা রেখেছে সীটের পাশে। দু'পাশে হেঁটে চলেছে ওয়াল আর টনি নিজ নিজ রাইফেল নিয়ে। ঘাড় ফেরাল শেন। পেছনে আসছে হান্না, লয়েস আর জুলি। হান্নার মুখ ফ্যাকাসে, মড়ার মত। হাঁটছে এলোমেলো পা ফেলে। ওর একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে ধর্মযাজক। নইলে যে কোন মুহূর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেত ও। ওদের পেছনে জুলি হাইট। ওর হাতে শার্পস, মুখ গম্ভীর, থমথমে।

কিছুক্ষণ পর কবরের পাশে এসে ওয়্যাগন থামাল শেন। ওয়্যাগন সীট থেকে রাইফেল হাতে লাফ দিয়ে নামল। নদীর দিকে চাইল আবার। ঘাস, কটনউডের বিক্ষিপ্ত সমাবেশ আর উইলোর ঝাড় ছাড়া আর কিছুই দেখল না এবারও। তবে শেন জানে, ও না-দেখলেও ওরা ঠিকই লক্ষ রেখেছে ওদের ওপর।

চাইলে যে কোন মুহূর্তে হামলা চালাতে পারে নোশুয়া ও তার দল। তবু একটা জুয়াখেলায় নেমেছে ও। লল্যান্ডকে কবর দেয়ার জন্যে এ ছাড়া উপায় নেই। সকালে লল্যান্ডের লাশ নিয়ে আসার সময় প্রথমে বাধা দিলেও পরে আর কিছু বলেনি নোশুয়া। তার ওপর ভরসা করেই এখন লাশ কবরস্থ করার জন্যে এই ঝুঁকিটা নিয়েছে। ঝুঁকিটা অবশ্যই প্রাণঘাতী। তবু ওর মনে ক্ষীণ একটা আশা যে, একজন মৃতকে কবর দেয়ার সময় ওর সম্মান রক্ষার চেষ্টা করবে নোশুয়া। লোকটাকে অবশ্য তারাই খুন করেছে। তবে সেটা অন্য হিসেব। জীবিত অবস্থায় লোকটা ছিল শত্রুপক্ষের। কিন্তু এখন মরে যাওয়ার পর সে আর কারও কেউ নয়। তবে তার কবরস্থ হবার অধিকারটুকু তো আছে। এটা নিশ্চয় মানুষ হিসেবে উতেরাও স্বীকার করবে। সে-ভরসায় ওকে কবর দিতে নিয়ে এসেছে ও।

ওয়ালসহ ধরাধরি করে ওয়্যাগন থেকে লাশটা নামাল শেন। রাখল কবরের পাড়ে। অন্যদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াল যাজক। মৃতের জন্যে মনে মনে স্তোত্র পাঠ করতে শুরু করল। অন্যরাও দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। নিজেরাও মনে মনে প্রার্থনা শুরু করল যে যার মত করে।

গাছের পাতা আর ঝোপে ঝাড়ে বাতাসের সঞ্চালন, শোঁ, শোঁ, শিরশির শব্দ। এ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই কোথাও। অখণ্ড নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল পিট লয়েসই। বাইবেল থেকে সরবে আবৃত্তি করতে শুরু করল তেইশ নম্বর শ্লোকটি। হাত জোড় করল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। যে-লোকটাকে দু'দিন আগেও চিনত না এবং দেখা হওয়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্য যার মধ্যে পছন্দ করার মত কিছুই খুঁজে পায়নি—তারই সম্পর্কে কিছু বলতে হলো সংক্ষেপে, যা জেনেছে তার ওপর ভিত্তি ক'র। তারপর ফ্লোরার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। কবরের পাড়ে এসে বুকের ওপর

দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল ফ্লোরা। স্পষ্ট, সুরেলা গলায় গাইতে শুরু করল প্রার্থনাসঙ্গীত।

চোখ তুলল শেন, অপলক তাকিয়ে রইল ফ্লোরার মুখের দিকে। ফ্লোরার গলায় এই প্রথম গান শুনছে ও। শোনার কথা চিন্তাই করেনি কখনও। গান জিনিসটার প্রতি আলাদা কোন আকর্ষণ নেই ওর। তা ছাড়া ওর অভিজ্ঞতায় গান মানে ভবঘুরে কাউহ্যান্ডের গলায় বেসুরো চেঁচামেচি। কিন্তু সেই বেসুরো চেঁচামেচিটাই যে ওর পরিচিত কারও গলায় অমন সুন্দর ও সুরেলা হয়ে উঠতে পারে, তা ওর বিশ্বাসই হতে চাইছে না। আর সেই পরিচিত জন হচ্ছে, যাকে সে ভালবাসে, সেই। জীবনে শেন এই প্রথম গান এবং সে গানটা যার প্রতি নিবেদিত, সে ঈশ্বরের প্রতি অভূতপূর্ব এক অনুভূতি টের পেল নিজের মধ্যে।

অনড় দাঁড়িয়ে সবাই শুনতে লাগল ফ্লোরার গান: *দেয়ার'স আ ল্যান্ড দ্যাট ইজ ফেয়ারার দ্যান ডে...* শেষ চরণটি গাইল ও আবেগ-মথিত গলায় এবং তার সঙ্গে গলা মেলাল লয়েস ও জুলি: *উই শ্যাল নীট অন দ্যাট বিউটিফুল শোর...*।

গান শেষ করে পিছিয়ে এল ফ্লোরা, জুলি ও হান্নার পাশে দাঁড়াল। এরপর কিছুক্ষণ কাটল হান্নার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় জুলি ও ফ্লোরার ধরা গলার বিড়বিড় শব্দে। তারপর যাজক হাত তুলে প্রার্থনা শুরু করল আবার, ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাল লল্যান্ডের আত্মার শান্তির জন্যে।

'আমেন' বলে প্রার্থনা শেষ করল ও। পেছন ফিরে কান্নারত হান্নার এক হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, আরেক হাত মেয়েটার পিঠে রেখে হাঁটতে শুরু করল স্যাগা ঝোপের মাঝখানের সরু পথ ধরে কেবিনের দিকে। ওদের পিছু নিল জুলি ও টনি। বড়দের মত গাম্ভীর্যের সুস্পষ্ট ছাপ টনির কিশোর মুখেও।

কবরে মাটি ফেলতে শুরু করল শেন। ওকে সাহায্য করতে হাত লাগাল ওয়ালও। দ্রুত কাজ করছে ওরা। যতটা সম্ভব

তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদ বোধ করছে শেন। প্রতিটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে অসম্ভব দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর। ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তেই লাফ দিয়ে ওয়্যাগনে উঠে বার্নের দিকে ছুটতে শুরু করে। চকিতে ওয়ালের দিকে চাইল ও। চুপচাপ কাজ করছে ও। মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। সেও কি নার্ভাস বোধ করছে না ওর মত? ভাবল শেন।

মাটি ভরাট করে সোজা হলো ওরা। কথা বলছে না কেউ কারও সঙ্গে। হেডবোর্ডটা নিয়ে মাথার দিকে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে দিল শেন। তারপর শাবল আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি ওয়্যাগন বেডে ছুঁড়ে দিয়ে এক লাফে সীটে উঠে বসল। ওর পেছন পেছন উঠল ব্রেডও।

বার্নের দিকে ওয়্যাগন চালাতে চালাতে একটা কথা ভাবছে শেন। কবরে মাটি ফেলার সময় দারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও ব্রেডকে খেয়াল করেছে বারকয়েক। একবারের জন্য ও চোখাচোখি হয়নি ওদের। চুপচাপ কাজ করে গেছে লোকটা জরুরি ভঙ্গিতে। একটুও নার্ভাস মনে হয়নি। আগের সে-দায়িত্বহীনতা কিংবা তা এড়ানোর চেষ্টা একবারের জন্যেও দেখা যায়নি আজ। দুদিন আগেও, সব সময় অস্থিরতায় ভোগার যে-দোষ ছিল, সেটা যেন রাতারাতি কেটে গেছে। নিজের ভেতর টের পেল ও, ওয়ালের প্রতি আগের সেই বিরূপ আর অবজ্ঞার ভাবটা যেন কেটে যেতে শুরু করেছে। আগের মত অপদার্থ আর অযোগ্য মনে হচ্ছে না ওকে এখন।

ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলল ওকে। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস না-করে পারল না, 'তুমি যেন পাল্টে গেছ, ব্রেড। একদম নিপাট ভাল-মানুষ হয়ে গেছ। কারণটা কী, বলো তো? আগে তো এরকম মনে হয়নি কখনও?'

মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে তাকাল ব্রেড, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। সামনে তাকাল। একমুহূর্ত নীরব থেকে বলল, 'কাজ করতে

আমার কখনও ভাল লাগত না, শেন। কাজের কথা বললে যেন মাথায় বাড়ি পড়ত। ফ্লোরার তাড়া শুনলে মনে হত, বিয়ে না করাই ভাল ছিল আমার জন্যে। তবে একজন মানুষের বউ-ছেলেমেয়ে থাকাটাও চমৎকার মনে হত। কিন্তু আমি মানুষ ভাল নই। ফ্লোরা আমার সম্পর্কে যা বলে, ঠিকই বলে। তবে ও আমাকে ওর চোখ দিয়েই বিচার করে। তুমিও।'

'আমার মনে হয়, ইন্ডিয়ানদের ঝামেলা চুকে যাবার পর আমি আর ফ্লোরা বিয়ে করব। ভাল কথা, তখন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমার আপত্তি থাকবে না,' আন্তরিক শোনাল শেনের কথাগুলো।

বিস্মিত দেখাল ব্রেডকে। চকিতে চাইল আবার শেনের দিকে। যেন ওর মুখ দেখে বুঝতে চাইল, ও যা বলছে, তা সত্যি কি না। যখন নিশ্চিত হলো যে, মিথ্যে শোনেনি, তখন মাথা নাড়ল। 'তোমার মুখে এরকম শুনব, কখনও ভাবিনি। কিন্তু তুমি যা বলছ, তা হবে না। এসব ঝামেলা চুকে গেলে দেখতে পাবে আমি আবার যেইকে সেই। সেই আগের মতই দায়িত্বহীন আর অলস। আমি আসলে সেভাবেই অভ্যস্ত। ফ্লোরার হাজার বকা ঝকাতেও নিজেকে শোধরাতে পারিনি। কারও দায়িত্ব যদি আমার ওপর না-থাকে, তা হলে আমি খুশি। একা আমি নিজেকে যেভাবে হোক, চালিয়ে নিতে পারি। সে-রকম মাছ ধরে আর শিকার করে। কাজ করতে ইচ্ছে হলে করব, নইলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকব। নাহ্,' আবার মাথা নাড়ল বুড়ো, 'আমার আর কখনও পরিবর্তন হবে না।'

লোকটা অলস, অপদার্থও—ভাবল শেন, কিন্তু সৎ। সে যতটা ভেবেছে তারচেয়েও বেশি। আর ও সম্ভবত ঠিকই বলছে। একদিন যখন এ-অবস্থা পাল্টাবে, আবার আগের মত স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে, ও তখন নিজের পুরানো ধাঁচেই চলতে শুরু করবে। সেটা ফ্লোরার পছন্দ হবে না। সুতরাং ওর কাছে না-থাকাই ভাল

ওর জন্যে সবচে' ভাল। তা ছাড়া শেনের নিজের কাছেও তা ভাল লাগবে না। কারণ অলস আর অপদার্থ মানুষ ওর দু'চোখের শত্রু।

ওয়্যাগন বার্নের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘোড়াগুলোকে হারনেস থেকে ছাড়াল শেন। তাকাল পলের দিকে। 'এগুলো করালে ঢোকাও। হাত লাগাও ওয়ালের সঙ্গে।'

বিরক্ত মুখে শেনের দিকে চাইল দোকানদার। মনে হলো, ওর কথায় জোর প্রতিবাদ জানাবে। পরে মত পাল্টাল। নিজের অবস্থা বুঝতে পারছে সে। যার আশ্রয়ে থাকছে এই বিপদের সময়, তার কথায় প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না। একটা ঘোড়ার গলায় রশি পেঁচাল। তারপর মুখ খুলল, 'তোমার অনেক সাহস, শেন। সকাল বেলায় লল্যান্ডের লাশটা নিয়ে এসেছ ওদের প্রায় চোখের সামনে থেকে, এখন কবর দিয়ে এসেছ। এসব খুব ভাল কথা। খুবই সাহসের কাজ। আমি জানি, উতেরা একমাত্র সাহসকেই সমীহ করে। এ দুটো কাজ করে তুমি ওদের বুঝিয়ে দিয়েছ যে, সাহস তোমার আছেই। কিন্তু সমস্যা হলো, ওরা কিছুতেই আমার পিছু ছাড়বে না। আমাকে চায় ওরা। আমাকে কেড়ে নেবার জন্যে হামলা চালাবে তোমার ওপর। তুমি হয়তো আমাকে ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে–নয়তো ওদের হাতে তুমিও খুন হয়ে যাবে।'

কোন জবাব দিল না শেন। রিক পলের কথাগুলো খতিয়ে দেখছে মনে মনে। পল উতেদের সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি জানে, এটা ঠিক। ও যা বলেছে, ওরা ঠিক তা-ই। তবে একটা ব্যাপারে ওর সন্দেহ আছে। ওরা যদি পূর্ণোদ্যমে হামলা চালায়, তা হলে শেন শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। পলকে ওরা ছিনিয়ে নেবেই। তার মানে এই নয় যে, শেনদের ওরা কিছু বলবে না। শেন নিশ্চিত, কেবিনে যারা আছে, সবারই মাথা কেটে নেবে ওরা। এমনকী, দোকানদারকে এখন সেধে ওদের হাতে তুলে দিলেও।

নতুন যে সব উতে এসে নোশুয়ার সাথে যোগ দিয়েছে, তাদের সহানুভূতি আশা করতে পারে না শেন। এরা তাকে চেনে না। এদের চোখে পলের মত সেও একজন শ্বেতাঙ্গ মাত্র। এখানকার কিছু ইন্ডিয়ানের মত ওদের কোন ঋণ নেই ওর কাছে।

কেবিনের সামনের দরজায় দাঁড়িয়েছিল টনি—আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'শেন, ওই দেখো...'

গোড়ালির ওপর চরকির মত ঘুরল শেন। একটা হাত উঁচিয়ে নদীর ওপাড়টা দেখাচ্ছে ছেলেটা। ওপারে ঘন উইলো ঝোপ, তার নীচে ঢালু ভূমি। তাতে উতেদের দলটাকে দেখতে পেল। বিশ থেকে পঁচিশজন হবে। প্রত্যেকে ঘোড়ার পিঠে চড়া। ওয়ার পার্টি।

'সবাই ভেতরে ঢুকে পড়ো,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল শেন। তিন লাফে নিজেও ঢুকে পড়ল ও কেবিনের ভেতর। ওর পেছন পেছন টনিও।

ব্রেড ওয়াল আর রিক পল রয়ে গেছে বার্নে, ভাবল শেন। তবে ওরা এখন বেরোতে পারবে না। অন্ধকার হওয়ার পরই বেরোতে হবে ওদের।

আর উতেরা হয়তো আজ হামলা নাও চালাতে পারে।

আঠারো

টনি ভেতরে ঢোকা মাত্র সামনের দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল শেন। জানালা দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। উতেদের নতুন দলটাকে নদীর দিকে নেমে আসতে দেখল।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল লয়েস, কিচেন থেকে দৌড়ে এল

জুলি আর ফ্লোরা। 'কী হয়েছে?' সপাটে জানতে চাইল জুলি। এই মাত্র একটা লোককে কবর দিয়ে এসে এরকম হৈ চৈ ভাল লাগছে না ওর।

'এখানে জানালার কাছে এসে দেখো,' বলল শেন। টনিকে বলল, 'পেছনের দরজার হুড়কো আটকে দাও। এতে তাদের ঢুকতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে মনে হয় না বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে।'

অন্যদিকের জানালার সামনে গেল জুলি আর ফ্লোরা। একটু পরে মুখ ঘোরাল জুলি শেনের দিকে। 'এ যে দেখছি লালমুখো শয়তানদের আরেকটা দল। কেন আগেরগুলোই কি যথেষ্ট ছিল না?' ওর গলায় অভিযোগের সুর। কথাটা এমনভাবে বলল, যেন ইন্ডিয়ানদের সাথে তাদের একটা খেলা চলছে, এবং ইন্ডিয়ানদের নতুন আরেকটা দল এসে খেলার নিয়মভঙ্গ করেছে।

'যথেষ্টই ছিল,' তেতো শোনাল শেনের গলা। 'তবে নোশুয়া খুবই হুঁশিয়ার লোক। সে হয়তো আগের দলটাকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে যথেষ্ট মনে করেনি। তাই সতর্কতা হিসেবে খবর দিয়ে আরও লোক আনিয়েছে। আগে আমরা একটা সুবিধেজনক অবস্থানে ছিলাম। কিন্তু এরা আসার পর সেটা আর রইল না। এখন ওরা সবাই একত্রে হামলা চালালে কেবিনে আমরা নিরাপদ থাকতে পারব না।'

'শেন! আমার বাবা? বাবা কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল ফ্লোরা।

'বার্নে।'

'সে কী!' আতঙ্কিত স্বরে বলল ফ্লোরা। 'ওরা ওকে মেরে ফেলবে তো। ওরা জানে, রিক পল বার্নে থাকে। ওর সাথে ওরা বাবাকেও মেরে ফেলবে।'

'এখন আর বার্নে যাওয়া সম্ভব নয়,' কর্কশস্বরে বলল শেন। 'বার্নেও নিরাপদ ওরা। সুতরাং বাইরে বেরোবার ঝুঁকি ওরাও

নেবে না।'

'না না, ওরা সকালে তোমার দিকে গুলি চালায়নি। তার মানে আমাদের কিছু করবে না ওরা। আমি বার্নে গিয়ে বাবাকে নিয়ে আসব।'

'না, ফ্লোরা, না। এখন না।' মেয়েটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল শেন। 'আগে সন্ধে হোক, অন্ধকার হয়ে যাক চারদিক, তখন কেবিন থেকে বেরোনো যাবে। তখন ওরা গুলি করলেও অন্ধকারে মিস করতে পারে। বিশেষ করে চলন্ত টার্গেট। কিন্তু এখন বেরোনো ঠিক হবে না। এখন শুধু সকালের সে-দলটা নয়, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে আরও দু'দল উতে। এদের মধ্যে কারও কারও হাতের টিপ নিখুঁত হতে পারে। এ-সময় বার্ন আর ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় হাঁটতে দেখলে নতুন আসা উতেদের কেউ না কেউ হয়তো গুলি করে দিতে পারে।'

কিছুটা শান্ত হলো ফ্লোরা। কিন্তু ওর মুখের উদ্বিগ্ন ভাবটা গেল না। 'ওরা বাবাকে বার্নে এসে খুন করে যেতে পারে।'

'সেটা নাও হতে পারে। তোমার বাবা ও পল গুলি চালাবে। প্রচুর অ্যামুনিশন আছে ওদের কাছে। বার্নটাও মজবুত, একদম এই কেবিনের মতই। রিক পল সারাক্ষণই চোখ রাখবে উতেদের ওপর। ইন্ডিয়ানরা যদি ওদিকে হামলা করার মতলবে এগোয়, আমরা সবাই একযোগে গুলি চালাতে শুরু করব। কাউকে খুন করার জন্যে চাইলে হুড়মুড় করে চলে আসতে পারবে না ওরা।'

ফ্লোরাকে ও আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু ঠিক কী ঘটতে চলেছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। উতেদের লড়াইয়ের ধরন সমতলের ইন্ডিয়ানদের মত নয়। এখানকার পাহাড়-টিলাকে কাজে লাগায় ওরা লড়াইয়ের সময়। পুরুষানুক্রমে এভাবেই লড়ে আসছে ওরা।

লড়াই তাদের করতে হয়। শাইয়ান কিংবা সিউরাও লড়ে। তবে তাদের দৃষ্টিতে লড়াইটা একরকম বিনোদনের মত। লড়াই

ছাড়া জীবন ওরা ভাবতে পারে না। মৃত্যু ওদের কাছে এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। লড়াইকে ওরা এক ধরনের খেলা হিসেবে নেয়। অনিবার্য মৃত্যুকে গ্রহণ করে হাসিমুখেই। বুড়ো হয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়াকে ওরা ঘৃণা করে। তাই জোয়ান বয়সে বীরের মত মরতে ওদের আপত্তি নেই। কিন্তু উতেদের এসব চিন্তার অবকাশ নেই।

জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে শেন, নিজেদের সম্ভাবনা কতটুকু খতিয়ে দেখছে মনে মনে। ইয়াম্পার ওপাড়ে জমায়েত হওয়া উতেদের সংখ্যা এখন না-হলেও চল্লিশ। নতুন আসা দলটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। উইলো ঝোপের আড়ালে চলে গেছে। নোঙয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে মনে হয়।

শেনের কাছে এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, উতেদের পুরো দলের দায়িত্বে এখন কে থাকছে? নোঙয়া নাকি যারা এসে ওদের সাথে যোগ দিয়েছে, তাদের কেউ? নোঙয়া যদি নেতৃত্বে থাকে, তা হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ভালয় ভালয় চুকে যাবে সব কিছু। কারণ ওকে ঠিক মারমুখী মনে হচ্ছে না। তা-ই যদি হত, তা হলে সকালে লল্যান্ডের লাশ আনতে গিয়ে শেন ওদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে নিজেই লাশ হয়ে পড়ে থাকত ওর কাছাকাছি। তা ছাড়া, ওকে কবর দেয়ার সময়ও কোনরূপ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করেনি ও। কিন্তু নেতৃত্ব যদি নোঙয়ার হাত থেকে নবাগতদের কারও কাছে চলে যায়, তা হলে শেষ পর্যন্ত গোলমাল এড়ানোর আশা না-করাই ভাল।

জুলি আর ফ্লোরা কিচেনে চলে গেল। বেডরূম থেকে বেরিয়ে ওদের পেছনে গেল হান্নাও। পিটার লয়েস এসে দাঁড়াল ওর পাশে। 'ফ্লোরার কথাই আসলে ঠিক, শেন,' মৃদুস্বরে বলল। 'আমি বার্নে যাচ্ছি। তোমার হেনরী রাইফেল আর গোলাবারুদও নিচ্ছি কিছু সাথে। এখানে প্রচুর আছে। গুলি চালানোর মত মানুষও আছ তোমরা চারজন। ওদিকে আমি বার্নে গেলে সেখানে

তিনজন হবে লড়াই করার মত। এভাবে দুটো জায়গাই আমরা নিজেদের দখলে রাখতে পারব।'

মাথা ঝাঁকাল শেন। লয়েস যাজক হলেও সাহসী, বুদ্ধিমান ও সতর্ক। তার পক্ষে নিরাপদে বার্নে যাওয়া অসম্ভব হবে না। তা ছাড়া বুদ্ধিটাও ভাল। 'ঠিক আছে,' মৃদুস্বরে বলল। 'পেছন দরজা দিয়ে বেরোও। তারপর কষে এক দৌড় লাগাবে। এভাবে যেন পেছন থেকে খোদ শয়তান আসছে তাড়া করে। বেরোনোর আগে পানি ভরে নিও ক্যান্টিনে। আঁধার ঘনালে আমিও যাব ওদিকে।' পেছনে টনির দিকে চাইল। 'ও বেরোনো মাত্র পেছন থেকে দরজা এঁটে দিও। হুড়কো আটকে দিও একেবারে। তারপর একটুও দেরি না-করে অন্য জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ওরা পিটকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করলে, আমার মনে হয় করবেই, তা হলে আমরা ওদের জানিয়ে দেব ওটা আমাদের কাছেও আছে এবং চালাতেও জানি।'

নিজের উইনচেস্টারটা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে লয়েসের পেছনে ছুটল টনি। জানালা দিয়ে নদীর ওপাড়ে উইলো ঝাড়ের দিকে চাইল শেন। ঝোপের ফাঁকে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে। উতেরা রান্নার আয়োজন করছে। কিছু যোদ্ধাকে দেখা গেল ঝোপের বাইরে এসে পায়চারী করছে বেপরোয়া ভঙ্গিতে, নিজেদের আড়ালে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না-করেই। মুহূর্তে আগের প্রশ্নটার জবাব পেয়ে গেল শেন। ইন্ডিয়ান শিবিরের নেতৃত্ব এখন নোশুয়ার হাতে নেই। বেহাত হয়ে গেছে নবাগত কারও কাছে। যোদ্ধারা তাই এখন বেপরোয়া।

কিচেনে জুলির উঁচু গলার আওয়াজ শুনে কানখাড়া করল ও। জুলি তার দুই শ্রোতাকে বোঝাচ্ছে যে, 'লয়েস একটা গর্দভ, বোকা পাঁঠা। তারপর ধুপ ধাপ পা ফেলে শার্পস হাতে সামনের রুমে এসে অন্য জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শেনের মনোযোগ আবার চলে গেছে ওপাড়ে ইন্ডিয়ানদের দিকে।

'আমি গুলি চালাতে পারি, শেন। ওরা এখান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু ইচ্ছে করলে এই পুরানো শার্পসটার গুলিতে ওদের যে কোন একটাকে ফেলে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই পারবে, জুলি।' ঘাড় ফেরাল শেন। 'কিন্তু এখনই নয়। আগে পিটকে বেরোতে দাও। ওরা যদি ওকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করে, তা হলে আমরাও শুরু করব।'

'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি,' বিরক্তস্বরে বলল মহিলা। রাইফেলের গুঁতোয় জানালার কাচ ভেঙে ওখান দিয়ে নলটা বের করে দিল। ব্যাপারটা চুপচাপ হজম করল শেন। জানালায় শক্ত ও দামী কাচ লাগিয়েছে ও। কিন্তু কিছু করার নেই। নিজেও বরং কিছুটা ভেঙে নিল নিজেরটার। একই সময়ে পেছনের দরজা খোলা এবং একই সাথে বন্ধ করার আওয়াজ এল ওর কানে।

মাথা নিচু করে স্বয়ং শয়তানের মতই দৌড় লাগাল সশস্ত্র ধর্মযাজক। উতেরা ওকে দেখতে পাওয়ার আগেই কেবিন থেকে বার্নের অর্ধেক পথ চলে গেল। এরপরই উতেদের গুলির শব্দ শুনল শেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল ওরাও। টনি এসে এর মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে দাদীর পাশে।

এক সঙ্গেই গুলি চালাচ্ছে সবাই। দাদীর পাশে টনিও। উইলো ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিচ্ছে না উতেদের। একজনকে দেখা গেল আচমকা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসতে। ঝোপ ছেড়ে সমতলে নেমে এসেছে দুঃসাহসী। একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও এক গুলিতে সাদা লোকটাকে ফেলে দেয়ার মতলব। হঠাৎ যেন অদৃশ্য পায়ের লাথি খাওয়ার মত করে উল্টে পড়ল পনির পিঠ থেকে। খালি পিঠ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচল ঘোড়াটা।

গুলিটা নিশ্চয় জুলির শার্পসের। ভাবল শেন। ওর নিজের কিংবা টনির রাইফেলের রেঞ্জ অতটা নয়।

বেডরুমের জানালা দিয়ে দেখছিল ফ্লোরা। চেঁচিয়ে বলল, 'ও পৌঁছে গেছে। ঢুকে গেছে বার্নের ভেতর।'

আরেক পশলা গুলির শব্দ। তারপর হঠাৎ নীরবতা। মুহূর্তের জন্যেই। এরপরই জুলির উচ্ছ্বসিত চিৎকার, 'আমি-আমি-আমিই খুন করেছি শয়তানটাকে! তুমি দেখেছ, শেন। আমি ওকে গুলি করে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়েছি।'

'দেখেছি, ম্যাম,' স্বীকার করল শেন। 'জোর ভাগ্য তোমার। কেমন করে যেন লেগে গেছে।'

'ভাগ্য?' খেপে গেল জুলি। 'শোনো অস্টিন, ভাগ্য নয়, ওটা আমার হাতের বাহাদুরি। বুঝেছ গাধা, হোঁ...'

'ৎকা'টা আর বাইরে প্রকাশ করল না। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে শেনকে ভস্ম করে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল। ব্যর্থ হয়ে শেষে বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে আমি প্রমাণ করে দেখাব যে এটা ভাগ্যক্রমে হয়নি। হয়েছে আমার হাতের গুণেই। সময় আসুক আরেকবার। তোমাকে দেখিয়ে দেব গুলি ছোঁড়া কাকে বলে। নাকে খত দিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য করাব যে, তোমার চেয়ে আমার হাত রাইফেলে অনেক চালু।'

শার্পসে ফের গুলি লোড করল জুলি। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখল। তারপর দুমদাম পা ফেলে বেরিয়ে গেল কিচেনের উদ্দেশে। মৃদু হেসে টনির দিকে চেয়ে চোখ মটকাল শেন। তারপর ফের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আচমকা মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ওর।

ইয়াম্পার এদিকে আসার পর এই প্রথম ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধের বাজনা শুনতে পেল ও। থাম্প-ডাম-ডাম-ডাম...ভীতিকর শব্দ। ওর মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল স্রোত।

চকিত ওর দিকে ঘুরল টনি। 'কীসের শব্দ ওটা?'

'যুদ্ধের বাজনা। শত্রুর ওপর সর্বাত্মক হামলা চালানোর আগে ওরা এভাবে ড্রাম বাজিয়ে নেচে কুঁদে নিজেদের তৈরি করে নেয়। একটু পরেই আক্রমণ করবে ওরা।'

জুলি আর ফ্লোরা এসে ঢুকল ত্রস্ত পদে, পেছন পেছন হান্নাও।

সন্ত্রস্ত চোখে চাইল মেয়েটা একবার শেন আর একবার টনির দিকে।

'ড্রাম। তাই না, শেন?' জিজ্ঞেস করল জুলি।

'হ্যাঁ, ড্রাম,' গম্ভীর স্বরে বলল শেন।

'তারমানে তারা তাদের কাজ শুরু করেছে!' ক্ষিপ্ত স্বরে বলল জুলি। 'জাহান্নামে যাক ওরা। আমি আমার জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে এসেছি। আমার আর কী? কিন্তু তোমাদের কী উপায়? তোমরা যুবক-যুবতীরা যদি চামড়াছিলা মাথা নিয়ে মারা যাও, তা হলে ভীষণ লজ্জার ব্যাপার হবে। তার চেয়ে লজ্জার ব্যাপার হবে, যদি সে-লজ্জা থেকে বেঁচে যাবার উপায় বের করতে না-পার।'

'আমরাও আমাদের কাজ শুরু করব, বুড়ি!' খেঁকিয়ে উঠল ফ্লোরা। 'ওরা এখনও আমাদের মাথার চামড়া ছাড়াতে আসতে পারেনি। পারবেও না।'

মনে মনে গর্ব বোধ করল শেন ফ্লোরার জবাব শুনে। শক্ত মেয়ে। ওরই মত। নিজের পছন্দের তারিফ করল মনে মনে। জুলিকে বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। তবে আপাতত আমাদের কাজ হবে পরিস্থিতি দেখা। টনি আর আমি সামনের দরজায় আছি, তোমাদের একজন থাকবে পেছনের দরজায়। আমার ধারণা, ওরা নদীর দিক থেকেই আসবে। তবে আমরা কোন ঝুঁকি নেব না।'

পরবর্তী ঘণ্টাগুলো কাটতে লাগল অসম্ভব ধীর গতিতে। বিকেলের দিকে কফি বানাল ফ্লোরা, শেনকে দিল এক মগ। পশ্চিমে রিজের ওপারে সূর্য ডুবে গেল টুপ করে। আলো হারাচ্ছে দিন, এগোচ্ছে ধীরে ধীরে সন্ধের দিকে। শেনের আশঙ্কা, এ-সময়টায় হামলা চালাতে পারে উতেরা। কিন্তু একবারের জন্যেও দেখা গেল না ওদের দৃশ্যপটে, নিজেদের লুকিয়ে রাখল সারাক্ষণ ঝোপের আড়ালে।

কিচেনের জানালাগুলো ঢেকে দিয়েছে জুলি কম্বল দিয়ে, সামনের ঘরেরগুলোও। সাপার খেতে ডাকল ফ্লোরা। সাপার যখন শেষ হলো, তখন চার দিক পুরোপুরি ঢেকে গেছে রাতের আঁধারে। বার্নের তিনজনের জন্যে খাবার নিয়ে বেরোল শেন পেছন দরজা দিয়ে। বার্নের দরজায় পৌঁছে ডাক দিতেই দরজা খুলল লয়েস। ভেতরে ঢুকল শেন। পেছন থেকে দরজা আটকে দিল ধর্মযাজক।

দেয়াল থেকে লণ্ঠন ঝুলছে। তার ম্লান আলোয় তিনজনের মুখের দিকে তাকাল শেন। অবাক হলো। কারও মুখে সামান্য ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার চিহ্নও নেই। 'আমি ভেবেছিলাম, ওরা সূর্যাস্তের সময় হামলা করবে,' বলল শেন। 'কিন্তু তা করেনি। এর কারণ কী, বলতে পারো নাকি, পল?'

'হ্যাঁ, পারি,' বলল দোকানদার। 'নোশুয়া আমাকে চায়। আমি ওর বন্ধুকে খুন করেছি। তোমাদের সাথে ওর কোন শত্রুতা নেই। তাই আমাকে ছাড়া বাকিদের কিছুই বলবে না সে। কিন্তু যারা পরে এসে জুটেছে, তাদের কাছে ব্যাপারটা আলাদা। ওদের নেতার নাম সার্জেন্ট। ওরা তাই বলে ডাকে। ও কিন্তু তোমাদের কাউকে ছাড়বে না। আর ও উতে নয়, কোমাঞ্চে। তাবেগুয়াশে পরিবারের। এখান থেকে দক্ষিণে আনকম্প্রাহগ্রেতে থাকে।

'এই সার্জেন্ট লোকটা মহাপাজী। বেজন্মা বজ্জাত। নিজ পরিবারের একজনকে খুন করে ওখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এরপর উত্তরে হোয়াইট রিভারের দিকে চলে এসে জ্যাকের দলে যোগ দেয়। কিছুদিন পর নিজেই দল গড়ে নিয়েছে। কিন্তু উগ্রতার জন্যে হোয়াইট রিভার উতেরা পছন্দ করেনি ওকে। এখানেও মনে হয়, আমাদের খুন করার কাজটা কীভাবে করা হবে, একমত হয়নি দু'জনে। তা ছাড়া নেতৃত্ব নিয়েও সম্ভবত মন কষাকষি চলছে।'

'নোশুয়া হলে আগামীকাল রাতেই হামলা চালাবে,' মন্তব্য করল শেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু সার্জেন্ট অতক্ষণ অপেক্ষা করবে না। ওর অনেক লোক। তবে তারা সকাল হওয়ার আগে কিছু করতে চাইবে না। কিন্তু সার্জেন্টের পেটে যদি হুইস্কি পড়ে, তা হলে কখন কী করে বসবে, নিজেও বলতে পারবে না। ওকে তুমি সহজে চিনতে পারবে। বিশাল একটা কালো ঘোড়ায় চড়ে। ওই ঘোড়ার পিঠে যাকে দেখবে, বুঝে নেবে ওই সার্জেন্ট।

'সকাল হওয়ার আগে ওদের দেখতে পাব না আমি,' বলল শেন। 'তবে তোমাদের যে কোন একজন জেগে থেকো সারাক্ষণ।'

'তাই হবে, শেন, ওকে আশ্বস্ত করল ধর্মযাজক।

কেবিনে ফিরে এল শেন। রাতের একাংশের জন্যে নিজে পাহারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল জুলি। প্রথমে রাজি না-হলেও পরে ওর জোর-জবর-দস্তির কাছে হেরে গেল শেন। রাতের প্রথম পালার দায়িত্ব দেয়া হলো ওকে। এরপর ঘণ্টাতিনেক ঘুমোল শেন। তারপর উঠে গেল। জুলিকে অব্যাহতি দিল পাহারার দায়িত্ব থেকে।

থাম্প-ডাম-ডাম-ডাম...মৃদু ড্রাম বাজছে ইয়াম্পার ওপাড়ে। আগুন জ্বলছে উইলো ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে। অতদূর থেকে তাদের নড়াচড়া চোখে পড়ছে। নাচে-গানে রাত কাটাচ্ছে যোদ্ধারা। ওদের নাচ-গান আর ড্রামের বাদ্য শুনতে শুনতে শেনের মনে হলো, সার্জেন্টের পেটে হুইস্কি পড়ুক আর না পড়ুক, আগামীকাল সকালে সূর্য ওঠার আগেই হানা দেবে ও শত্রুপুরীতে।

উপত্যকায় ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করল। জানালা থেকে কম্বলগুলো সরাল শেন। আচমকা খেয়াল হলো, উতেদের ড্রামের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। টনি আর জুলিকে ডেকে ঘুম থেকে উঠে কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ-হাত ধুয়ে নিতে বলল। জানে, ঠাণ্ডা পানি ঘুমের রেশ

কাটানোয় ওস্তাদ। ঘুম ঘুম চোখে গুলি ছোঁড়া সম্ভব নয়।

ডাকার আগেই ফ্লোরা উঠে তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় পরে নিল। বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে। হান্না ওঠেনি, ঘুমোচ্ছে বেখবর হয়ে।

ততক্ষণে জুলি আর টনি উঠে মুখ ধুয়ে নিয়েছে। এখন দাঁড়িয়ে আছে ওরা অন্য জানালাটার সামনে। শেন ফ্লোরাকে বলল, 'টেবিলের ওপর থেকে উইনচেস্টারের কার্তুজগুলো নামিয়ে মেঝেয় রাখো। ওখানে শুয়ে শুয়ে খালি হয়ে যাওয়া রাইফেলে গুলি ভরে দেবে। রাইফেলে গুলি ভরার সময় রিভলবার ব্যবহার করব আমি। ওদের দিকে এক নাগাড়ে গুলি বর্ষণ করতে হবে, যাতে নদী পেরিয়ে এ-পাড়ে আসতে না পারে।'

'মনে হয় না এতে কাজ দেবে,' সংশয় প্রকাশ করল জুলি।

তার সমর্থনেই যেন চেঁচিয়ে উঠল টনি, 'ওই তো তারা আসছে। আরে, আরে! মনে হচ্ছে লাখ লাখ উতে...!'

'গুলি কোরো না এখন,' বলল শেন। 'আরও কাছে আসুক। যখন বুঝবে গায়ে লাগাতে পারবে, তখনই করবে।'

দুদ্দাড় করে নদী পেরিয়ে এ পাড়ে উঠে এল উতের দল। নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশাল কালো ঘোড়ায় চড়া এক লোক। ওটাই তা হলে সার্জেন্ট, ভাবল শেন। সরাসরি কেবিন হাউসের দিকে আসছে না সার্জেন্ট। কোনাকুনি ঘোড়া চালাল। সব লোককে নদী পেরিয়ে আসার সময় দিচ্ছে। সবাই উঠে আসতে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে নাড়ল। ওর মুখে বাঁকা হাসি। কী যেন বলছে লোকটা। ঠাট্টা করছে নাকি? ভুরু কুঁচকাল শেন।

কালো ঘোড়াটাকে তীব্র গতিতে ছোটাল সার্জেন্ট। অর্ধবৃত্ত রচনা করল কেবিন ও বার্নকে কেন্দ্র করে। পেছনে ওর লোকেরাও। এতগুলো ঘোড়ার মধ্যে নোশুয়ার পিন্টোকে দেখল না শেন। অবাক হয়ে ভাবল, আরও ইন্ডিয়ান কি রয়ে গেছে পেছনে! উইলো ঝাড়ের আড়ালে?

প্রথমে শুরু করল জুলিই। গুলি বর্ষাল ওর শার্পস। ছুটতে ছুটতে ভূপাতিত হলো একটা ঘোড়া। ওটার আরোহী ছিটকে পড়ল একটু দূরে মাথা নিচু-পা উঁচু অবস্থায়। পতনটা এত জোরে হলো যে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে নড়াচড়া দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। অচেতন হয়ে পড়েছে কি না কে জানে।

এক মুহূর্ত পর শেন এবং টনিও শুরু করল। যদিও উতেরা এখনও ওদের উইনচেস্টারের রেঞ্জের বাইরে। তবু, শেনের ধারণা, ওদের বেপরোয়া মনোভাব কিছুটা হলেও স্তিমিত হতে পারে এতে। নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে না-বসে পাঁজর থেকে ঝুলছে উতেরা–নিজেদের যথাসম্ভব আড়াল করে গুলি ছুঁড়ছে। তাদের শরীরের সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছে শেনরা। তবু গুলি চালনায় বিরাম দিচ্ছে না।

কাঠের কেবিনের গায়ে বিঁধছে উতেদের গুলি, মাঝে মধ্যে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে দু'একটা। অপর দিকের দেয়ালে গাঁথছে।

গুলির শব্দে জেগে গেছে হান্না, বেডরুমের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর গায়ে শেনের জামাটা ছাড়া আর কিছু নেই। দু'ঠোঁট ফাঁক করে অনবরত চেঁচাচ্ছে ও, থামছে না একবারের জন্যেও। যেন ভুলে গেছে কীভাবে মুখ বন্ধ করে চুপ করতে হয়।

'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি,' ওকে তাড়া দিল ফ্লোরা। 'মেঝের ওপর উপুড় হয়ে। নইলে গায়ে গুলি লাগতে পারে।'

রাইফেলের চেম্বার খালি করে ফেলল শেন গুলি করতে করতে। বাড়িয়ে দিল ওটা ফ্লোরার দিকে। রিভলবার বের করে ফের ঘুরল জানালার দিকে। ফ্লোরার তাড়নায় এখন মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়েছে হান্না, হাত-পা দাপাচ্ছে। ফ্লোরা যেখানে শুয়ে রাইফেলে গুলি ভরছে, সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

জানালা দিয়ে একটা বুলেট ঢুকে ওপাশের কাঠের দেয়ালে বিঁধল। কাঠের টুকরা ছিটকে উঠে মুখে লাগল জুলির। ২০-২৫

জনের দলটার চোদ্দগুষ্ঠি তুলে গালাগালের তুবড়ি ছোটাল মহিলা, মুখে হাত বুলোতে বুলোতে। বেরিয়ে আসা রক্ত প্রথমে হাত ও পরে সারা মুখে লেপ্টে গেল। অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। কাঁচা মাংস খেতে গিয়ে সারামুখ রক্তে লেপ্টানো বুড়ি রাক্ষসী যেন।

*লাল শয়তান*গুলোর প্রতি ঘৃণার চোটে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ও। আরেকটা ঘোড়া গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ওর আরোহী ছিটকে পড়ল পিঠ থেকে।

বার্নের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ছে ওরা তিনজন। খালি রিভলবার হোলস্টারে ঢুকিয়ে আবার রাইফেল হাতে নিল শেন। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সার্জেন্টকে দেখল তার কালো ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে নদীর দিকে। ছুটছে ও, পেছন পেছন তার যোদ্ধারাও। পালাচ্ছে লোকটা। ভাবল শেন। রণে ভঙ্গ দিয়েছে কোমাঞ্চে। যেদিক থেকে এসেছে, লেজ তুলে ভাগছে সেদিকে।

দু'তিন মিনিট পরে একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। আচমকা নীরবতা নেমে এল এতক্ষণ ধরে প্রায় নরক হয়ে ওঠা জায়গাটায়। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘাসের মধ্যে কয়েকটা ঘোড়ার মৃতদেহ। গাঢ় ছায়ার মত লাগছে ওগুলোকে সবুজের প্রেক্ষাপটে। ঘোড়া হারানো দুই যোদ্ধা প্রাণপণে ছুটছে নদীর দিকে। জুলির রাইফেল গর্জাল বার কয়েক তবে মিস করল ছুটন্ত টার্গেট। নিরাপদে নদী পেরিয়ে উইলোর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল দুই যোদ্ধা। আরেকজনকে দেখা গেল ঘাসের ভেতর বুকে হাঁটার চেষ্টা করছে। পায়ে গুলি লেগেছে সম্ভবত।

'হা খোদা!' হাঁফাচ্ছে জুলি বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে। যা দেখেছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। ভাবতেই পারেনি যে, ইন্ডিয়ানরা এভাবে পিঠটান দেবে। 'সত্যি কি ওরা পালিয়েছে, শেন?'

'ঠিক জানি না,' শেষ ইন্ডিয়ান যোদ্ধাটার নদী পেরোনো

দেখতে দেখতে বলল শেন। 'তবে একটা কথা ঠিক, ওরা আমাদের কাছ থেকে এতটা প্রতিরোধ আশা করেনি। এখন তারা অনেকটা সতর্ক হয়ে যাবে। আগের মত বেপরোয়া হয়ে ওঠার সাহস পাবে না। আমাদের এখন খেয়াল রাখতে হবে, ওরা যেন চুপি চুপি এসে বার্নে আগুন ধরিয়ে দিতে না-পারে।'

হান্না শুয়ে শুয়ে চেঁচাচ্ছে। ওকে টেনে তুলে নিজের পায়ে দাঁড় করাল ফ্লোরা, তারপর এক হাতে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে নিয়ে গেল। ওদিকে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে টনি। ওর মাথা নিচু, কাঁধ ঝুলে পড়েছে। জীবনে এই প্রথম এত বড় লড়াই দেখছে বেচারা। দিশেহারা অবস্থা ওর।

কাছে গিয়ে নাতির পিঠে হাত রাখল জুলি। কর্কশ গলা যতটা সম্ভব মোলায়েম করার চেষ্টা করল। 'তুমি চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, বাছা।' তারপর সোজা হয়ে বলল, 'ওরা যতটা আশা করেছিল, সত্যি আমরা তার চেয়ে বেশি করেছি, শেন।' দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে হাতের রাইফেলটা রাখল। 'এখন আমি কিচেনে যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে। ওরা ফের আসার আগে সবাইকে গরম গরম খেয়ে তরতাজা হয়ে উঠতে হবে।'

'ওরা আর নাও আসতে পারে, জুলি,' বলল শেন।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত হলো জুলি। 'কে বলেছে তোমাকে যে ওরা আর আসবে না? এত সহজে ভয় পাবার পাত্র ওরা নয়। আমি নিশ্চিত আবার আসবে। তবে আমরা তৈরি থাকব।'

'শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাদের ভয়ে পিঠটান দেয়নি। এরচে' বড় কোন কারণে চলে গেছে।'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জুলি, বাইরে তাকাল গলা বাড়িয়ে। 'সত্যি ওরা চলে যাচ্ছে, শেন। মনে হয় পালাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না, ওদের আমরা একদম পালিয়ে যাবার মত কিছু দেখাতে পেরেছি। ওরা তো লড়াই শুরুই করল না।'

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল শেন। 'যাক, আমি এখন বার্নের

দিকে যাচ্ছি। তুমি কিচেনে যাও।'

সামনের দরজা দিয়ে বেরোল শেন। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল, তারপর ছেড়ে দিল সশব্দে। মিনিট কয়েক আগেও বুকের ওপর পাষাণ চেপে বসেছিল ওর। ভাবতেই পারেনি আবার কেবিনের উঠানে পা ফেলতে পারবে, কিংবা এই ঠাণ্ডা ও মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস টানতে পারবে। আসলে মৃত্যুভয় পেয়ে বসেছিল ওকে। মৃত্যু একদম দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, ওর চোখের সামনেই।

ওকে দেখে বেরিয়ে এল লয়েস, পল আর ওয়াল। ওয়ালই কথা বলল প্রথমে, 'একদম নাস্তানাবুদ বানিয়ে ছেড়েছি ওদের, তাই না, শেন?'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার।' হাসি ফিরিয়ে দিল শেন। অবাক হয়ে লক্ষ করল বুড়োকে দারুণ সতেজ আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। 'জুলি এতক্ষণে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলেছে। তোমরা গিয়ে খেয়ে আসো, আমি আছি এখানে।'

'আমিও যাচ্ছি,' তড়বড়িয়ে বলল পল। 'টেবিলে বসে খেতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। আর ওই লাল মুখোদের ভয় করছি না এখন। থাক শালারা জঙ্গলে বসে। আমি আর পাত্তা দিচ্ছি না।'

'আর যা-ই করো, জুলির সামনে এসব বড়াই করতে যেয়ো না। তা হলে ঝোলানোর জন্যে আবার রশি খুঁজতে শুরু করবে সে,' দোকানদারকে সতর্ক করল শেন।

ম্লান হয়ে গেল পলের মুখের হাসি। 'ঠিক বলেছ। মহিলাদের, বিশেষ করে মিসেস হাইটকে একটুও বিশ্বাস নেই।' লয়েস আর ওয়ালের পিছু নিল সে।

কেবিনের জানালাগুলোর দিকে চোখ গেল শেনের। দামী ও শক্ত কাচ সব ভেঙে চুরমার। তাতে আফসোস হলো না তার। কেবিনটা যে আস্ত দাঁড়িয়ে আছে, এটাও কম ভাগ্যের কথা নয়। তবে, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ও আবার। সৌভাগ্যটা কতক্ষণ

স্থায়ী হয় কে জানে? রিক পল এখনও তার সঙ্গে রয়েছে, আর ঝামেলাও শেষ হয়নি।

উনিশ

ব্রেকফাস্ট শেষ করে সবেমাত্র কিচেন থেকে বেরোচ্ছে শেন, এমন সময় সামনের পোর্চ থেকে ওকে ডাকল লয়েস। ডাকার ভঙ্গি দেখে দৌড়ে গেল শেন, ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এল কেবল হান্না ছাড়া অন্য সবাই।

'এসে গেছে, ওরা এসে গেছে,' ওর দৃষ্টি খেয়াল করে চেঁচাল ও খুশিতে।

নদী পেরিয়ে আসছে একজন রাইডার। লোকটা কী খবর নিয়ে আসছে মনে মনে অনুমান করে নিল শেন। উদ্ধারকারী বাহিনীর খবর নিয়ে আসছে ও।

কেবিনের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল আগন্তুক। ধূলি ধূসরিত ঘোড়া ও আরোহী দুজনেই। 'কর্নেল মেনিট মিডল পার্কের দিকে যাত্রা করেছেন,' ঘোষণা করল আগন্তুক। 'ওর সঙ্গে আছে শ' দেড়েক ইনফেন্ট্রি আর চার কোম্পানি ক্যাভালরি। আগামীকাল সকাল কিংবা তার আগে এসে পৌঁছাবে।'

'নেমে আসো, মিস্টার। ব্রেকফাস্ট রেডি,' অভ্যর্থনা জানাল শেন। 'সুসংবাদ নিয়ে এসেছ। খালি মুখে তোমাকে বিদায় দেয়া ঠিক হবে না।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়াল আগন্তুক। 'মিডল পার্কে তোমার মত শয়ে শয়ে লোক উৎসুক হয়ে আছে, এই খবরটা পাওয়ার জন্যে। বরং

এক কাপ কফি যদি খাওয়াতে পারো, অবশ্য তাও যদি স্টোভে চাপানো থাকে...'

'আছে, একদম টাটকা গরম,' জানাল ফ্লোরা। 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি আমি।'

ও ভেতরে ঢুকে যেতেই শেন বলল, 'এবার নিশ্চয় রিজার্ভেশনে গিয়ে ঢুকবে উতেরা। কী বলো?'

'বাজি ধরতে পারো চাইলে,' ওকে আশ্বস্ত করল আগন্তুক। কিছুদিন রিজার্ভেশনের বাইরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা আর ছোটখাট দু'একটা র‍্যাঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়তো ওদের জন্য কৌতুককর মনে হতে পারে। কিন্তু একদল সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তি, সাহস ও নৈতিকটা কোনটাই নেই তাদের। এ ছাড়া আরও সৈন্য আসছে।'

'নদীর ওপাড়ে একটা বড় দল ছিল। কিছুক্ষণ আগেই পাততাড়ি গুটিয়েছে। কেন বুঝতে পারিনি তখন। এখন মনে হয় বুঝতে পারছি।'

ধূমায়িত কফির পট আর মগ হাতে কিচেন থেকে এল ফ্লোরা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কফির কাপ হাতে নিল আগন্তুক। কথা বলতে বলতে চুমুক দিল। 'চমৎকার!' ফ্লোরার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর খেই ধরল ফের। 'খবর পেতেই পারে। নদীর উজান-ভাটিতে অসংখ্য স্কাউট তাদের। খবর পেয়ে বুঝতে পেরেছে, ওরা বেশি কিছু করার আগেই এসে পড়বে উদ্ধারকারী বাহিনী। তাই...' আবার চুমুক দিল। 'চমৎকার কফি, ম্যাম। সত্যিই চমৎকার।' শেনকে জিজ্ঞেস করল। 'তোমাদের কী অবস্থা? কোন সমস্যা?'

'কিছুটা।'

'ক্ষয়-ক্ষতি? প্রাণহানি?'

'একজন।'

'খুব খারাপ কথা। তোমরা সবাই যদি মিডল পার্ক চলে

যেতে, তা হলে এখানকার চেয়ে অনেক নিরাপদে থাকতে পারতে।' কফি শেষ করে খালি মগটা বাড়িয়ে দিল ফ্লোরার দিকে। 'ধন্যবাদ তোমাকে, ম্যাম। অসংখ্য ধন্যবাদ।' তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে নড করে ঘোড়ায় চড়ল। নদীর দিকে চলল।

'বাহ!' ব্যঙ্গের স্বরে বলল জুলি। 'মিডল পার্কে গেলেই নিরাপদে থাকতাম আমরা, তাই না? আমার তো মনে হয়, জব লল্যান্ড সে-চেষ্টা না-করে বার্নে পড়ে থাকলেই বরং বেঁচে যেত।'

আগন্তুকের পেছনে তাকিয়েছিল ব্রেড ওয়াল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তা হলে ঝামেলাটা কেটে গেল, না? বিশ্বাসই হতে চাইছে না।'

'আমি এখনও নিশ্চিত হতে পারছি না।' ওর দিকে তাকাল শেন। তারপর নদীর ওপাড়ে ঝোপের দিকে চাইল। 'যে-দলটা পালিয়েছে, ওদের মধ্যে কি নোশুয়া ছিল? ওর পিন্টোটাকে একবারের জন্যেও দেখিনি। আমার মনে হয়, সে এখনও লুকিয়ে আছে ওখানে, ঝোপের ভেতর।'

'কিন্তু একটু আগে তুমিই তো বলেছিলে,' কথা বলে উঠল টনি। 'ওরা সবাই পালিয়েছে।'

'আমি বলেছিলাম, এখনও বলছি। কিন্তু নোশুয়া যদি ওর বন্ধু হত্যার বদলা নিতে চায়, তা হলে সে পলের জন্যে অপেক্ষা করবেই।'

মাথার পেছনে চুলকাচ্ছে ও। ভাবছে, এরপর কী করা উচিত। নদীর ওপাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সন্দেহ করার মত কোন নড়াচড়া ওর চোখে পড়েনি। তবে এর মানে এই নয় যে, ওখানে কেউ নেই।'

'তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে আরেকবার আলাপ করা যাক,' প্রস্তাব দিল টনি। 'পালিয়ে যাওয়া ওই দলটির মধ্যে নোশুয়ার পিন্টো আমার চোখে পড়েনি।'

'আমারও,' বলল শেন। 'তোমার, লয়েস?'

'না। তবে আমি মনে হয় অত ভাল করে খেয়ালও করিনি। আসলে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা বেঁচে যাচ্ছি—আমি শুধু এটাই ভাবছিলাম তখন।'

'হুম।' বড়দের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টনি।

ওদের আলোচনায় অংশ না-নিয়ে, বার্নের ভেতর ঢুকল ওয়াল। একটু পরে বেরিয়ে এল নিজের ঘোড়াগুলোসহ। ওগুলোর কাঁধে হারনেস পরিয়ে ওয়্যাগনের কাছে নিয়ে গেল। শেনের বাহু ধরে টান দিল ফ্লোরা। 'ওকি চলে যাচ্ছে, শেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'না, ও যেতে পারবে না। নদীর ধারে ইন্ডিয়ানরা হয়তো এখনও লুকিয়ে আছে। ওকে একা পেলে খুন করে ফেলবে। ওকে থামাও, শেন।'

মেয়েটির দিকে চাইল শেন। 'তুমি বলো, ফ্লোরা। তুমি কি এ পর্যন্ত ওর কোন সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পেরেছ?'

'খুবই কম। পারিনি বললেই চলে,' তিক্ত স্বরে স্বীকার করল ফ্লোরা।

'কিন্তু তবু ওকে বলা উচিত,' বলল ধর্মযাজক। 'আমাদের উচিত অন্তত আজও তোমার কেবিনে থেকে যাওয়া। বলা যায় না...'

'না।' ওকে থামিয়ে দিল জুলি। 'উতে শয়তানগুলো চলে গেছে। আর কোন ঝামেলা নেই। আমি আর টনিও এখন চলে যাব। আর হান্নাও যাবে আমাদের সাথে। ও সেখানেই থাকবে। আমি ওকে তৈরি হয়ে নিতে বলছি।'

'তুমি কী করে জানলে যে, ওরা চলে গেছে?' জানতে চাইল শেন। 'তুমি কি বনের ভেতরও দেখতে পাও? তোমার চোখ কি এতই তীক্ষ্ণ?'

জুলি হাসল। 'না, এতদূর থেকে বনের ভেতর পর্যন্ত দেখার মত তীক্ষ্ণ নয়। তবে ভেবে দেখো, যে-লোকটা এসে আমাদের

খবর দিয়ে গেছে, সে কিন্তু ও-পথেই এসেছে। ওর কিছু হয়নি।'

জুলির সঙ্গে আর তর্কে গেল না শেন। তবে ওর যুক্তি মেনেও নিতে পারল না। সংবাদবাহক লোকটার কিছু হয়নি, ঠিক আছে। কিন্তু তাতে তেমন কিছু প্রমাণিত হয় না। নোঙর যদি অপেক্ষা করে তো রিক পলের জন্যেই করবে। সংবাদবাহককে কিছু বলার দরকার ওর নেই। ও হয়তো ব্রেডের জন্যেও অপেক্ষা করবে।

ওয়্যাগন চালিয়ে নিয়ে এসে ওদের কাছে থামাল ব্রেড নামল আসন থেকে। দ্বিধাগ্রস্ত চোখে চাইল মেয়ের দিকে। তারপর শেনের দিকে ফিরল। একটা হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত টেনে নিল নিজের দিকে। 'দু'বছর ধরে পাশাপাশি থেকেও আমরা ভাল প্রতিবেশী হতে পারিনি, শেন। আমরা একে অন্যকে পছন্দ করতে পারিনি। দোষটা এখন বুঝতে পারছি, তোমার নয়—আমার। এ-কথা তোমাকে কখনও বলতাম না। তবে এখন বলছি, তুমি আসলেই ভাল লোক। ভাল লোক বলেই আমাদের...মানে...' থেমে গেল খেই হারিয়ে। এরচে' বেশি গুছিয়ে বলা সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে।

প্রথমে অবাক ও পরে খুশি হয়ে উঠল শেন। মাছশিকারীকে ও কখনও পছন্দ করেনি। সেটা ওর অপদার্থতার কারণেই। দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ভেবে সবসময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন রীতিমত সমীহ বোধ করছে লোকটার প্রতি। অনেক বদলে গেছে লোকটা তিনদিনে। অন্যেরাও অবশ্য বদলেছে কম বেশি। কেবল পলই বদলায়নি। বদলাবেও না। লোকটা চূড়ান্তভাবেই অসৎ। তবে সবচে' বেশি পাল্টেছে ওয়াল।

বিব্রত মুখে বলল, 'ধ্যাৎ! তুমি আসলে অবাক করে দিয়েছ আমাকে, ব্রেড। অতটা ভাল লোক তুমি, ভাবতেও পারিনি।'

'তুমি যেয়ো না বাবা,' বাচ্চা মেয়ের আবদারের মত শোনাল ফ্লোরার গলা।

মেয়ের দিকে চোখ ফেরাল ওয়াল। তারপর অবাক হয়ে

তাকাল শেনের দিকে। 'ও অমন করছে কেন? কী হয়েছে ওর?'

'ব্যাপারটা নিয়ে একটু আগেই আলাপ করেছি আমরা। জুলির ধারণা, উতেরা সবাই চলে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ওরা যায়নি। অপেক্ষা করছে পলের জন্যে। তা-ই যদি হয়, ওরা তোমাকেও ধরবে।'

মৃদু হাসল ওয়াল। মেয়েকে দেখল। 'বুড়ো বাপের জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা দেখে ভালই লাগছে, মা। তবে আমি আর ওসবের ভয় করি না। জুলিকেই তো দেখছি, এ-বয়সেও কেমন স্মার্ট। তা ছাড়া ওর মত আমারও ধারণা, উতেরা চলে গেছে।'

প্রকাণ্ড একটা হাত তুলল জুলি। সই করল ওয়ালের পিঠ বরাবর। তারপর নামিয়ে আনল নেহাত আস্তেই। অর্থাৎ থাপ্পড় নয়, চাপড়। প্রশংসা পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছে। ওয়ালের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'শুধু স্মার্ট নয়, আমাকে টাফও বলতে পারো, ব্রেড। আর তুমি, বুড়ো ভাম, আসলেই লোক ভাল। তবে তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে দেখে ভাল লাগছে না।'

ধর্মযাজকের সঙ্গে করমর্দন সারল ব্রেড। তারপর ফ্লোরার মুখোমুখি হলো। কিন্তু কী বলবে বুঝতে না-পেরে স্রেফ বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাচাল বুড়ো। বাপ-মেয়ে আগে ধুন্ধুমার লেগে যাবার সময় কথার অভাব থাকত না। কিন্তু এখন যখন মেয়েকে সত্যিকার দুটো ভাল কথা বলতে চাইছে, তখনই খেই হারিয়ে ফেলেছে। তবে এটা বুঝতে পারল, কিছু না-বলেও অনেক কথা বুঝিয়ে দিয়েছে ও মেয়েকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড, তারপর ঘুরে ওয়্যাগনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'বাবা,' ডাকল ফ্লোরা ওকে। দৌড়ে সামনে গিয়ে পথ আটকাল। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল মুখে। 'তুমি আমাদের দেখতে আসবে না?'

হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছল ব্রেড। তারপর আস্তে করে

মেয়েকে সরিয়ে দিল সামনে থেকে। ওয়্যাগন সীটে গিয়ে বসল। হাসার চেষ্টা করল একটু। 'অবশ্যই আসব, মা। আমার নাতি-নাতনিদের দেখতে আসব না?' ঘোড়ার পিঠে চাবুক আছড়াল ও।

পেছন থেকে তাকিয়ে রইল ওরা ওয়্যাগনের দিকে। একদম নদী পেরিয়ে ওপাড়ে উইলো ঝোপের আড়ালে চলে না-যাওয়া পর্যন্ত।

ফ্লোরার দিকে ফিরে ওর একটা হাত ধরল শেন। 'ও বোধ হয়, এখন থেকে একদম পাল্টে যাবে। আর ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে জুলির ধারণাই মনে হয় ঠিক। তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ওরা পালায়নি। এমন হতে পারে, ওয়ালকে নির্বিঘ্নে যেতে দিয়ে এটা বোঝাতে চাইছে যে, ওরা আর এখানে নেই। তাতে হয়তো পল ভরসা পেয়ে নিজেও বের হবে। আর ওদের মূল লক্ষ্য যেহেতু ওকে বাগে পাওয়া, তা হলে অনুমান ভুল নাও হতে পারে।'

'ঠিক বলেছ, শেন,' ওর কথা সমর্থন করল জুলি। 'ও একদম পাল্টে গেছে। নিপাট ভদ্রলোক বনে গেছে। ওকে এতটা পাল্টাতে আমি আর দেখিনি। একদম যেন ভিন্ন মানুষ।'

ওদের কথায় কান দিচ্ছে না ফ্লোরা। বার্নের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'শেন, পল কি থাকবে এখানে?'

'মোটেই না,' জুলির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল। 'শোনো, শেন। তুমি যদি ওকে এখানে রাখার মতলব করে থাকো, তা হলে নির্ঘাত ওর লেজের নীচে আমি মৌমাছি ছেড়ে দেব।'

'ওর লেজের নীচে মৌমাছি ছাড়ার কাজটা আমিই করব। নিজের হাতেই। আমাদের এতগুলো মানুষের জীবনে এই অশান্তিটা ও-ই এনে দিয়েছে। ওর কারণেই এত মানুষের দুর্ভোগ। তবে সে-বিচার আমি করতে যাব না। এটা এমনিতেই হয়ে যাবে।'

'ওহ! না, শেন। ঈশ্বরের দোহাই!' চেঁচিয়ে উঠল জুলি, রাগে। 'শেন তুমি যদি তোমার বিছানায় একটা র‍্যাটল সাপ দেখতে

পাও, সেটাকে নিশ্চয় এমনি চলে যেতে দেবে না...'

'শেন ঠিকই বলেছে, ম্যাম,' নাক গলাল ধর্মযাজক। 'ওর মনের ভাব আমি বুঝতে পারছি। পলের কোন কিছু না জেনে আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম...'

'ওই তো...' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টনি। 'ওই তো ও বেরিয়ে এসেছে! করালের দিকে যাচ্ছে নিজের ঘোড়ার জন্যে।'

'ওকে তুমি চলে যেতে দিচ্ছ, শেন। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ, ম্যান?'

'আমি ওকে এখানে থাকতে দিতে পারি না।' করালের দিকে চলল শেন।

'শেন অস্টিন!' বাজখাঁই গলায় চেঁচাল জুলি। 'তুমি আসলে কী করতে যাচ্ছ, বলবে?'

'কিছুই না,' যেতে যেতে জবাব দিল শেন। 'শুধু বলব যে, ওর জন্যে নোশুয়া অপেক্ষা করছে।'

ও যখন করালের কাছে পৌঁছল, তখন ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চড়াচ্ছে দোকানদার। চোখ তুলল। 'আমাকে বিদায় সংবর্ধনা দিতে এসেছ নাকি, অস্টিন? নাকি আমার সঙ্গটা এতই ভাল লেগে গেছে যে, ছাড়তে মন চাইছে না!' ব্যঙ্গ করল লোকটা।

'না। তোমাকে আমি বিদায় দিতে আসিনি,' শান্ত স্বরে বলল শেন। 'আর সঙ্গী হিসেবে তোমার চেয়ে খোদ শয়তানকেই বেছে নিতে স্বস্তি বোধ করব আমি।'

'আশ্চর্য তো!' থুতু ফেলল দোকানদার। তামাকপাতা চিবানো বাদামী রঙের পদার্থটা এসে পড়ল শেনের ঠিক সামনেই। জামার হাতায় মুখটা মুছে নিল। 'বেশ, সার। আমি ব্রেড ওয়ালকে চলে যেতে দেখেছি। ভেবেছিলাম, নদীর ধারে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে লাল শয়তানগুলো। কিন্তু দেখলাম, বুড়ো বিনা ঝামেলায় চলে গেল। তার মানে চলে গেছে শয়তানগুলো। সুতরাং এবার আমার যেতে আর বাধা কোথায়?' নোংরা একটা

আঙুল উঁচাল ও। 'এখানে আসার পর যে কয়টা বেজন্মা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিল, ওয়াল তাদের একজন। পারলে ঠিক তা-ই করত। হাইট মহিলাটাও। কিন্তু ওকে তো কিছু করা যাবে না–তুমি বাধা দেবে। তবে ওই ওয়ালকে আমি ছাড়ছি না। ওর পাওনা ওকে পেতেই হবে।'

'এবং এরপর তোমার পাওনা মেটাব আমি। শোনো গর্দভ, ওই লোককে কিছু বললে তোমার পিছু নেব আমি। তারপর ধরে এমন অবস্থা করব, যাতে তোমার মনে হবে, এরচেয়ে উতেদের হাতে পড়াই অনেক ভাল ছিল।'

'আরে না,' অবিশ্বাসের হাসি হাসল দোকানদার। 'আমি জানি, তুমি ওকে পছন্দ কর না। তুমি কখনও আমার পেছনে লাগবে না। কেন লাগবে? ওকি তোমার বন্ধু?' থামল একটু, তারপর আবার বলল, 'আরেকটা কথা। তোমার কাছে আমি আসলেই তখন সত্যি কথা বলিনি। এখন বললে মনে হয় ক্ষতি নেই। যে ইন্ডিয়ানটাকে আমি গুলি করেছিলাম, সে মারাই গিয়েছিল। সাথে সাথেই। নোশুয়ার বন্ধু ছিল ছেলেটা। সে জন্যেই ও অমন হন্যে হয়ে আমার পিছু নিয়েছে। এখানে সমস্যাটা আমার আর ওর। ও পেলে খুন করবে আমাকে। আমিও সুযোগ পেলে তাই করব ওকে। কিন্তু ওয়ালের ব্যাপারটা তোমার সঙ্গে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়। এটা ওর সঙ্গে আমার ঝামেলা। তোমার তাতে কী?'

'আমার কী, সেটা জেনে তোমার কোন সুবিধে হবে না, পল। আর নোশুয়ার বন্ধুকে খুন করার বিচারটা আমি করতে যাব না–ওটার ফয়সালার জন্যে ও নিজেই যথেষ্ট। ও তোমাকেও খুন করলে সেটার উপযুক্ত জবাব হবে।'

'কক্ষনো না!' খেঁকিয়ে উঠল পল রাগে। 'ওরা আজ সকালে সবাই চলে গেছে। নিজের চোখে দেখেছি আমি।'

'দেখেছ? হবে হয়তো। কিন্তু নোশুয়া যে ওই দলে ছিল না তা

মনে করতে পারছ তো?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল লোকটা, তারপর ঠোঁট কামড়াল। যেন সিদ্ধান্ত নিল কিছু একটা। শেনের দিকে তাকাল। 'তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক, বুঝলে? শেন, তুমি কি দেখেছ নাকি যে ও বনের ভেতর লুকিয়ে আছে? তুমি কি ওদের গন্ধ পাচ্ছ, না ওরা তোমাকে বলে পাঠিয়েছে যে, ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে?'

'না।'

'তো? তা হলে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আসলে এটা তোমার চালাকি। তুমি চাইছ না, আমি ওয়ালের পিছু নিই। হুঁ হুঁ, স্যার। তাতে কোন কাজ হবে না। ওকে আমি ধরবই। আমি কোনকিছুই ভুলি না। একটা লোক বিনা কারণে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইবে, আর আমি ওকে ছেড়ে দেব? আমি ওর পিছু নেবই। ওটাই হবে সমান সমান।'

এক লাফে স্যাডলে চড়ে বসল দোকানদার। স্পার দাবাল চেস্টনাটের পেটে। লাফিয়ে উঠে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা। ওর পেছনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শেন। তারপর ফিরে চলল কেবিন হাউসের দিকে। আর সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেবিন হাউসের সামনে। বিষণ্ন মুখে ভাবছে শেন। রিক পলের মত এমন অপদার্থ আর বিশ্রী মানসিকতার লোক ওর চোখে আর পড়েনি। সেদিন জুলি আর ওয়াল যখন ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর তোড়জোড় শুরু করেছিল, তখন শেন আর লয়েসই ওদের বাধা দেয়। সে জন্যে লোকটার কাছে সামান্য কৃতজ্ঞতা কিংবা শুকনো ধন্যবাদ হলেও প্রাপ্য ছিল ওদের।

লোকটা অকৃতজ্ঞ। এই কটা দিন শেনের অন্ন আর খড় ধ্বংস করেছে ও আর ওর ঘোড়াটা। কিন্তু তা যেন কোন ব্যাপার নয় তার কাছে। যেন মনেই নেই ওসব কথা। ও ব্যস্ত ওর প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে। খ্যাপা কুকুরের মত ছুটেছে এখন ওয়ালের পেছনে। তা ছাড়া শেনের আশ্রয়ে থেকে ইন্ডিয়ানদের হাত

থেকেও তো রক্ষা পেয়েছে সে।

'কী ব্যাপার?' কাছে যেতেই জিজ্ঞেস করল জুলি। 'ওকে তুমি যেতে দিলে?'

'থাকার জন্যে জোর করিনি,' জানাল শেন। 'জীবনে অনেক খারাপ মানুষের সাথে চলতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু ওর মত ছোটলোক আর কখনও চোখে পড়েনি। এখন বলছে, ও নাকি ওয়ালের পিছু নেবে। শায়েস্তা করবে ওকে।'

'কেন?' অবাক হলো ফ্লোরা। 'বাবা ওর কী করেছে?'

'ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছে, তাই। বলে গেছে, ও নাকি কিছুই ভোলে না। হয়তো একদম নোশুয়ার মতই।' হাসল শেন। 'আমি অবশ্য ওকে সে-চেষ্টা না-করতে বলে দিয়েছি।'

'ও আমাকে কিছু করতে পারবে না,' ঠোঁট ওল্টাল জুলি। 'আসুক না হারামজাদা...'

আচমকা কথা বন্ধ হয়ে গেল ওর। চোখ ট্যারা হয়ে গেল। বনের ভেতর থেকে জনা পাঁচেক উতে বেরিয়ে এসেছে। চোখের পলকে পলের সামনে এসে গেল ওরা। এত দ্রুত আর আচমকা যে, প্রথমে বোঝাই গেল না ব্যাপারটা।

'টনি!' নাতির উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল জুলি। 'তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকে পড়। এক্ষুণি।' বলেই খপ করে ফ্লোরাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। ওদের থেকে মাত্র এক পা পেছনে শেন। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা উইনচেস্টার আর হেনরীটা তুলে নিয়ে দৌড়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। লয়েসের দিকে বাড়িয়ে দিল হেনরীটা। এদিকে জুলিকে পাত্তা না-দিয়ে নিজের রাইফেল নিয়ে ছুটে এল টনি।

'ওদের দিকে লক্ষ রাখো,' শেন বলল ওকে। ওরা আপাতত পলকে নিয়ে পড়েছে। কিন্তু যে কোন সময় আমাদের দিকেও তেড়ে আসতে পারে। আমাদের কাছে আসার সুযোগ দেয়া যাবে না ওদের।'

ভয়ানক গলায় চেঁচিয়ে উঠল পল, আতঙ্কে চিরে গেল স্বর। ঘোড়া ঘুরিয়ে কেবিনের দিকে ছোটাল। কিন্তু কোন সুযোগই পেল না দোকানদার। ওর চেস্টনাট গজ পঞ্চাশেক না-পেরোতেই নোশুয়ার পিন্টো পৌঁছে গেল ওটার দশ ফুটের মধ্যে। তাড়া করতে করতে রাইফেল তুলল। পেছন থেকে গুলি খেয়ে দু'হাত ওপরে উঠে গেল পল। ছিটকে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ক'মিনিট আগে যে করাল থেকে বেরিয়ে ছিল, তার সামনে এসে দাঁড়াল ভীত সন্ত্রস্ত ওর ঘোড়া।

শার্পস হাতে উঠানে বেরিয়ে পড়ল জুলি হাইট। রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। পিন্টোকে সই করে ট্রিগার টানতে যাচ্ছে, এসময় পেছন থেকে ওর কাঁধ ধরে টান দিল শেন। হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা কেড়ে নিল। কর্কশস্বরে চেঁচাল, 'না, এখন না। আগে দেখো ওরা এরপর কী করে?'

অন্য উতেরা এখন নোশুয়ার পাশে চলে গেছে। বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়িয়ে একই সাথে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল এক নাগাড়ে। কবর দেয়ার জন্যে শরীরের সামান্যই পাওয়া যেতে পারে দোকানদারের, ভাবল শেন।

আচমকা নোশুয়া ঘুরিয়ে নিল তার পিন্টোকে। হাতের রাইফেলটা মাথার ওপর তুলে বুনো হুঙ্কার ছাড়ল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল উইলো ঝাড়ের ভেতর। বাকিরাও অনুসরণ করল ওকে।

ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ফ্লোরা। ওদিকে নিজের রাইফেল হাতে বিশাল লাল মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জুলি। তারপর রাগের চোটে শার্পসটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণস্বরে, 'বাই গ্লোরি! ওই লালমুখো হারামীগুলোর জন্যে দেখছি তোমার দরদের সীমা নেই। চাইলে সবকটাকে ফেলে দিতে পারতাম আমরা। কেবল ওই দোকানদার হারামজাদার জন্যে আমাদের এতগুলো মানুষকে কষ্ট দেবার

অধিকার ওদের কে দিয়েছে?'

জবাব দিল না শেন। প্রয়োজন মনে করল না। বুঝতে পারছে, মাথা গরম এই মহিলাকে এখন কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয় ব্যাপারটা। নোশুয়া এবং তার দলবল তাদের কোন ক্ষতি করেনি। ওরা পলকে চেয়েছিল, নোশুয়া তার বন্ধুকে হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে চলে গেছে। ওর এই অনুভূতিকে সম্মান জানানো উচিত। তা ছাড়া লল্যান্ডের লাশ নিয়ে আসার সময় ওরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাতে বাধা দেয়নি। সুতরাং শেনেরও উচিত হত না ওদের চলে যাওয়ায় বাধা দেয়াটা।

'তবে,' অচিরেই মেজাজ ফিরে পেল জুলি হাইট। 'বদমাশ দোকানদারকে তার পাওনা মিটিয়ে দেয়ায় আমি সত্যিই খুশি হয়েছি।' শেনের দিকে চেয়ে হাসল।

'শুনে সুখী হলাম,' হাসল সেও। তারপর এক হাতে ফ্লোরা কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টানল ওকে। চুমু খেল।

ওর আসলে আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না। আচমকা বুকের ভেতরটা অসম্ভব হালকা হয়ে গেছে। ফ্লোরার মুখের দিকে তাকাল। এই তার নারী, তার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী। আর এই কেবিন আর তার আশপাশ নিয়ে তার সংসার।

ওর চিন্তার সূত্র ধরেই যেন ফ্লোরা বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে, সব ঝামেলা মিটল।' শেনের দিকে চাইল উজ্জ্বল চোখে। হাসছে মেয়েটা।

'হ্যাঁ, ফ্লোরা। সব। কেবল একটা ঝামেলা এখনও বাকি আছে। ওই দোকানদার, মানে তার লাশটা কবরস্থ করা ছাড়া।'

'সেটা এখনই শুরু করা উচিত, শেন, বলল ধর্মযাজক। 'ঝামেলার শেষ রাখতে নেই।'

*** A
SPSM
CREATION